সচ্চিদানন্দ হরয়ে নমঃ।

উপক্রমণিকা।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ লীলাময় ভগবানের শ্রীশ্রীপদারবিন্দে বার বার প্রণিপাত পূর্ব্বক ভক্তপদধূলী মস্তকে গ্রহণ করিয়া পবিত্র হরিলীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। এই গুরু মহাব্রত সাধনে প্রণতবৎসল বিধাতা তাঁহার দীন কাঙ্গাল দাসের প্রতি কৃপা- কণা বিতরণ করিয়া যথোপযুক্ত বিশ্বাস ভক্তি প্রদান করুন।

এই লীলাক্ষেত্র অপ্রশস্ত এবং যে দীন বিশ্বাসিগণকে যন্ত্র স্বরূপে গ্রহণ করিয়া করুণানিধান বিধাতা তাঁহার লীলা প্রকটন করিতেছেন, তাহারা বস্তুতঃ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও হরিলীলা মাহাত্ম্য কখন খর্ব্ব হইতে পারে না; বরং যাহারা পার্থিব সমুদায় বিষয়ে হীন, তাহাদের মত ক্ষুদ্র লোকও তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, সেই আশ্রিতবৎসল শ্রীহরি শরণাগত জনের প্রতি অনিমেষ করুণানয়ন স্থাপন করিয়া কত যে বিচিত্র উপায়ে মহা মহা বিপদ হইতে উদ্ধার করেন এবং তিনি তাঁহার স্বকার্য্য সাধন করাইয়া লয়েন, তাহা শ্রবণ ও আলোচনা করিলে বিশ্বাসী ভক্তের প্রেমবিগলিত প্রাণ প্রবলতর বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহারই শ্রীচরণ আলিঙ্গন করত ইহাই বলিতে থাকে যে "কে জানে, প্রভু, তব মহিমা।" হরিলীলা স্বভাবতঃই সুমধুর এবং তচ্ছ্রবণে প্রাণ স্বতঃই নবভাব ধারণ করে, এই বিশ্বাসের প্রতি নির্ভর করিয়াই আপনার অযোগ্যতা ভুলিয়া দিয়া সেই অমৃতময়ী লীলা বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি কঠিন হৃদয়, সুতরাং এ প্রেমকাহিনী কীর্ত্তনে অযোগ্য; তথাপি

তৎসাধন প্রয়াসেও নাকি মহান্ আনন্দ; এজন্যই প্রোৎসাহিত হইলাম। তদনন্তর প্রভুর আজ্ঞা পালন বিষয়ে সর্ব্ববিধ গণ-নাই দাসের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। অতএব ইহাই এস্থলে প্রধানতম কারণ।

দাবানল যেমন প্রথমতঃ সংকীর্ণ স্থলবিশেষে সমুৎপন্ন হইয়া যথাসময়ে মহারণ্যকেও দগ্ধ করে; তেমনি এস্থলে সত্যাগ্নিও কতিপয় ক্ষুদ্র হৃদয়কে অধিকার করিয়া প্রথম অবস্থায় অতি সঙ্কীর্ণ ভূমিতেই আবদ্ধ ছিল; কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব বিধি, সেই কতিপয় ক্ষুদ্র-হৃদয় ভগবদাশ্রিতজনগণের অন্তরস্থিত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গগুলি ব্রহ্মকৃপার সুমন্দ সমীরণ প্রভাবে প্রশস্তাকার প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃই বিস্তীর্ণ ভূমিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেখিলাম—দেখিয়া ধন্য হইলাম এবং মা বিধানজননীর শ্রীপদে বার বার প্রণাম করিলাম—যে সেই প্রজ্জ্বলিত ব্রহ্মাগ্নিতে কত দীনাত্মা আপনাদিগকে আহুতি দান করিয়া দেব-কৃপাগুণে পুনরায় নবজীবনের সুধাস্বাদন করিতেছেন। প্রেমময় প্রণত-বৎসল শ্রীহরির কৃপাগুণে সকলই সম্ভব। চণ্ডাল দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে! মূক যে সেও বাগ্‌বলে শতসহস্র শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিয়াছে! স্থলবিশেষে ভগবল্লীলার সহিত দীন-হীন চণ্ডা-লেরও ঈদৃশ সম্বন্ধ হেতু পবিত্র লীলামাহাত্ম্য কীর্ত্তনের সঙ্গে ক্ষুদ্র অধম মানবের নামোল্লেখ অনিবার্য্য। সুতরাং আমাদিগকেও এস্থলে অগত্যা তদ্রূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। এবম্প্রকার সম্বন্ধ হেতু দীনহীন আশ্রিত মানবাত্মার যে প্রকার সার্থকতা লাভ তাহা চিরকাল তাহারই থাকিবে বটে, কিন্তু অনন্ত দেবতার অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কণাপ্রকাশের যে অপূর্ব্ব জ্যোতি তদ্দর্শনে

বিশ্বাসী জন বিমোহিত চিত্ত না হইয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। ভগবল্লীলামাহাত্ম্য শ্রবণ কীর্তনে জীব ধন্য হয়। অবস্থা-বিশেষে লেখকের ত ত্রুটী থাকিবেই কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভরসা করি, যে এক ভগবল্লীলামাহাত্ম্য অনুরোধেই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি বিশ্বাসিমণ্ডলী কর্ত্তৃক পঠিত এবং সমাদৃত হইবে।

যে ব্রহ্মজ্যোতি বর্ত্তমান সময়ে প্রশস্তায়তন হইয়া পশ্চিম বঙ্গদেশের প্রাদেশিক চিত্তাকর্ষক বিষয় বিশেষের স্থান পরিগ্রহ করত বহুজনের অবিশ্বাস কুসংস্কারাদিরূপ অন্ধকারকে বিনাশ করিতেছে এবং যে পবিত্র জ্যোতিঃপ্রভাবে কত পরিত্রাণার্থী বিশ্বাসী দীনাত্মা স্ব স্ব হৃদয়স্থ মোহান্ধকারকে বিদূরিত হইতে দেখিয়া পরমানন্দে পরম প্রীতি সাধনে কৃত-কৃতার্থতা লাভ করিতেছেন, সেই জ্যোতিঃকণা প্রথমতঃ অতি সামান্য সময় ব্যবধানে যে কতিপয় ক্ষুদ্র হৃদয়ে বিধাতা কৃপা করিয়া স্বহস্তে বিকীরণ করিয়াছিলেন সেই সেই আধারের মধ্যে অগরাগড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায়ের নামোল্লেখ প্রথমতই আবশ্যক। সুতরাং কোন্ অবস্থা বা ঘটনার মধ্য দিয়া দয়াময় শ্রীহরি সে হৃদয়ে তাঁহার করুণা-কণা বিতরণ করিয়া তাঁহার এ লীলা প্রকটনের সূত্রপাত করিলেন তাহার উল্লেখ এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে এরূপ আশঙ্কা অতি অল্প। ইংরাজী অধ্যয়ন কালে যখন শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় কলিকাতা বাদুড় বাগানের নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিতি করিতেন তৎকালে মেডিকেল কলেজের ছাত্র তাঁহার প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বিহারী লাল ঘোষ একদা তাঁহার বাসায় আসিয়া কথাপ্রসঙ্গে পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য কেশব চন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়া ব্রহ্মমন্দির দেখিতে যাইবার বিষয় বলেন।

ইঁহাতে ফকির বাবু উত্তর দিলেন যে আমার বড় সাধ আছে বটে; আমি তাঁহার নামটী মাত্র "সুলভ সমাচার" পাঠে জানিয়াছি এবং তৎসঙ্গে ইহাও শুনিয়াছি যে তিনি এক অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বরের উপাসক এবং তাঁহার উপাসনাই কর্ত্তব্য, এতদ্বিষয়ে তিনি উপদেশাদি প্রদান করেন। ইহা ব্যতীত কোন্ স্থানে কি প্রকার প্রণালীতে কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হয় তাহার কিছুই আমি অবগত নহি। ইতিপূর্ব্বে বিহারী বাবু কয়েকবার ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার সহিত ঐরূপ কথা হইতে হইতে ফকির বাবু ও তাঁহার একটী আত্মীয় এই তিনজনে একত্র বাহির হইলেন উপাসনা আরম্ভের ঠিক সময় জানা না থাকাতেই হউক বা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক সে দিবস ব্রহ্ম-মন্দিরে তাঁহাদের উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহারা পশ্চাতের একটা বেঞ্চেতে স্থান গ্রহণ করেন। তাহা হউক, কিন্তু যখন শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে তাঁহারা উপনীত হয়েন তখন ফকির বাবুর মনে যে প্রকার ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল তাহা তিনি নিজ মুখে এইরূপ প্রকাশ করেন। তিনি দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে দেখিলেন যে একটী দেবমূর্ত্তি উচ্চাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছেন; তাঁহার ভাব দর্শনে মস্তক প্রণত, প্রাণ বিমোহিত হয়। অনতিদূরে অমৃতনিস্যন্দী সংগীতধ্বনি বাদ্যযন্ত্র সহকারে কতকগুলি চঞ্চল, পলায়ণপর চিত্তকে এক অভিনব মনো-মুগ্ধকর রাজ্যের দিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং চারিদিকে শত শত তৃষিত আত্মা ব্রহ্ম-সাগরকূলে উপবেশন করিয়া স্ব স্ব ভাবের উত্তেজনায় আকুল প্রাণে অবিরাম অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন।

ব্রহ্মমন্দিরের ঈদৃশ স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শনে তিনি বিমোহিতচিত্ত হইয়া যতই ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, ততই মনে করিতে লাগিলেন যে কি এক অপূর্ব্ব নূতন ভাবরসে তাঁহার প্রাণ ডুবিয়া গেল এবং কে যেন তাঁহাকে এই কোলাহলপূর্ণ সংসার হইতে কোন অভিনব মনোহর রাজ্যের দিকে লইয়া যাইতেছেন। এতদবস্থাতেই তিনি সে দিবস পশ্চাদ্ভাগে দূরস্থ কাষ্ঠাসনে স্থান গ্রহণ পূর্ব্বক শ্রীমন্দিরের কার্য্য শেষ পর্য্যন্ত তথায় অবস্থিতি করিয়া বন্ধুগণ সঙ্গে বাটী প্রত্যাগমন করেন। যাহা হউক আমরা যতদূর জানি তাহাতে সত্যানুরোধে ইহাই বলিতে হয় যে এই দিন হইতেই এই ক্ষুদ্র কুটীরে শ্রীহরির চুরি আরম্ভ হয়। তৎপরে এই ক্ষুদ্র গৃহে এবং গৃহান্তরে রঙ্গরসময় শ্রীহরি কত খেলা যে খেলিয়াছেন তাহা যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে।

অনন্তর কখন বন্ধুগণ সঙ্গে কখন একাকী ফকির বাবু প্রায় প্রত্যেক রবিবারে ব্রহ্মমন্দিরে গমন করিতে লাগিলেন তিনি তাঁহার যে দুইটী সহোদর এবং একটী ভাগিনেয় অধ্যয়নানুরোধে তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও কোন কোন দিন সঙ্গে লইয়া শ্রীমন্দিরে গমন করিতেন; কিন্তু দুই চারি মাস বা সম্বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের কাহারও সহিত তাঁহার প্রায় বাক্যালাপও হয় নাই। একজন্য তাঁহার মনের সাধ প্রায় সকলই মনেই থাকিত। কি উপায়ে যে তিনি ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিবেন তাহার কিছুই করিতে পারেন না; কিন্তু এক দিকে জানিবার কৌতূহল যেমন প্রবল হইতে লাগিল তেমনি অন্য দিকে রবি

সামবীয় উপাসনাদিতে যোগ দান দ্বারায় এক নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে তাঁহার বিশ্বাসও দৃঢ়ীভূত হইতে ছিল। তৃষিত প্রাণের পিপাসা আর কত দিন অতৃপ্ত থাকিবে? কৃপা-নিধান বিধাতা অতি অপূর্ব্ব কৌশলে একখানি অমৃতময় পুস্তক শীঘ্রই তাঁহার হস্তগত করিয়া দেন। তিনি এক দিন কোন সহাধ্যায়ী বন্ধুর সহিত স্কুল হইতে আসিতেছেনএমন সময়ে সেই বন্ধু পথিমধ্যে তাহাকে কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া দৌড়িয়া কোন স্থান হইতে কুড়ি বাইশখানি নাটক আপনার চাদরের মধ্যে ঢাকা দিয়া আনিলেন। ইহাতে ঐরূপ আচ্ছাদিত দ্রব্যগুলি জানিবার জন্য তাঁহার বড় কৌতূহল হইল। তিনি বিশেষ অনু-রোধ করায় বন্ধু বলিলেন যে "তুমি লইবে না বল, তবে তোমায় দেখাইব।" ইহাতেও ফকির বাবু সম্মত হইলেন। পরে শুনি-লেন যে সকল গুলিই নাটক। এতচ্ছ্রবণে তিনি অত্যন্ত চম-কিত হইয়া সেই বন্ধুকে কিছু মিষ্ট তিরস্কার করেন। তিরস্কার শুনিয়া বন্ধু বলিলেন যে "তুমি বুঝি ব্রহ্মজ্ঞানী, নাটকের প্রতি এত ঘৃণা!" অনন্তর কথাপ্রসঙ্গে ফকির বাবু কহিলেন যে "আমি ব্রহ্মজ্ঞানী নহি বটে তবে ব্রহ্মমন্দিরে প্রায় গিয়া থাকি এবং এক নিরাকার ঈশ্বরই যে সত্য তাহা বিশ্বাস করি। ইহা ব্যতীত আর কিছু তেমন জানি না। ব্রাহ্মসমাজের কাহারও সহিত কিছুমাত্র পরিচয়ও নাই যে জানিবার কিছু উপায় করি।" ইহা শুনিয়া তাঁহার বন্ধু বলিলেন যে আমি তোমায় একখানি পুস্তক দিতে পারি; একেবারে ক্রয় করিয়া লও তাহাও হইতে পারে। ১।০ টাকা মূল্যে পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া তিনি মহানন্দে উপর্য্যু-পরি দুই তিন বার পাঠ করিলেন। মনের [illegible] মত পুস্তক

পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। এই পুস্তকখানি কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত "ব্রাহ্মধর্ম্ম" গ্রন্থ।

এই অবস্থায় কিছু দিন চলিয়া গেল। অনন্তর কোন বিশেষ কারণ বশতঃ সে স্থান ত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার তিনটী কনিষ্ঠ সহোদর এবং ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা চোরবাগানে বাসা স্থির করিতে বাধ্য হয়েন। আহা! এ স্থলেও বিধাতার মঙ্গলহস্ত দেদীপ্যমান। নূতন বাসায় আসিয়া তাঁহারা অনতি-বিলম্বেই জানিতে পারিলেন যে পার্শ্ববর্ত্তী কুঠরীতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাসী দুইটী প্রবীণ ভদ্রলোক অবস্থিতি করেন। ফকির বাবু কোন ভ্রাতা বা ভাগিনেয়কে সঙ্গে লইয়া রবিবারে যথাসময়ে ব্রহ্মমন্দিরে যাইতেন দেখিয়াই বোধ হয়, তাঁহাদিগকে উঁহাদের প্রতি কিছু সন্তুষ্ট মনে হইত! কিন্তু বিশেষ আলাপ না হইতে হইতেই অতি অল্প দিনের মধ্যে তাঁহাদের একটী পরলোক গমন করেন। অন্য বাবুটীও বেশ শান্ত-স্বভাব। হাওড়ার অন্তর্গত [illegible] বল্লভপুরের নিকট বসা গ্রামে ইঁহার নিবাস। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ রায়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। কথায় এবং ভাবে পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রতি ইঁহার সমধিক শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে ফকির বাবু তাঁহার এই কোমল অবস্থায় শ্যামাচরণ বাবুর নিকট হইতে বিধাতার কৃপায় অনুকূলাচরণই প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। শ্যামাচরণ বাবু কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের পত্রিকাদি লইতেন। যে সময় হইতে তাঁহাদের একত্র বাস ও আহারাদির বন্দোবস্ত হইল সেই সময় হইতে ফকির বাবু বিশেষতঃ "ধর্ম্ম তত্ত্ব" পাঠের বড়ই সুযোগ পাইলেন।

[illegible] পরিপুষ্টি মনঃসাধ তিনি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পুরাইতেও লাগিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকাপাঠে যেমন অনুরাগ বৃদ্ধি বাড়িল কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে কলেজের নিত্য পাঠের প্রতি তাঁহার যত্ন শিথিল হইল। [illegible] তিনি অনেক সময় মিটাইয়া উক্ত পত্রিকা পাঠ করিতে লাগিলেন। তখন কখন শ্যামাচরণ বাবুর সহিত গভীর রজনী পর্য্যন্ত ধর্ম্মালোচনা করি- তেন। এই সময়ে শ্যামাচরণ বাবুর দ্বারায় ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিপালক শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। ইতি পূর্ব্বে কি প্রচারক কি উপাসক অতণীব কাহারও সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না। তিনি এই সময় হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার-গ্রাহক হয়েন। প্রথম সন্দর্শনে প্রতিপালক মহাশয় ফকির বাবুকে প্রেমালিঙ্গন দান করিয়া বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করেন। পক্ষান্তরে হিন্দু দেব দেবীর প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব নিষ্ঠা ভক্তি যদিও শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এক্ষনে সে শৈথিল্য বাহ্যতঃ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হয়। এ প্রদেশস্থ একটী মহা সমৃদ্ধিশালী হিন্দু পরি- বারে তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতামহ অতীব নিষ্ঠাবান্, দানশীল আনুষ্ঠানিক হিন্দু ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পরিবার মধ্যে হিন্দু ধর্ম্মানুষ্ঠানের আর কোনটীই অবশিষ্ট ছিল না। পূর্ব্বে হিন্দু দেব দেবীর প্রতি ফকির বাবুর নিষ্ঠাভক্তি জন্য তিনি হিন্দু প্রথানুসারে পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেন কিন্তু এক্ষনে সত্যে বিশ্বাস স্থাপিত হইলে প্রকাশ্যতঃ সে প্রকার অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করেন। এবম্প্রকার কার্য্যাদি ও স্কুলের অবকাশ কালে বাটীতে পঠিত পুস্তকাদি দর্শনে আত্মীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ সংশয়-

অনেকে তাঁহার প্রতি "ব্রহ্মজ্ঞানী" ইত্যাকার উপাধি দানে আনন্দ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু বাহিরে ক্রমশঃ ঐ ভাব ক্রমবর্দ্ধিত হইয়া বিস্তার হইতে লাগিল। তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে অনেকেরই তৎকালে ব্রাহ্ম সমাজের সুনির্ম্মল মত ও বিশ্বাসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতেন কিন্তু দেখা গেল যে কার্য্যকালে সে সমুদায়ই বিসর্জ্জিত হইয়া যায়।

অনন্তর "ব্রহ্মজ্ঞানী" ইত্যাকার উপাধি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোক-সমাজে নানা ভাবের কথা ও উঠিতে লাগিল, কিন্তু দুই এক স্থান ব্যতীত অসম্মান বা অশ্রদ্ধার ভাব তৎকালেও লক্ষিত হয় না। ইহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব হইতে ফকির বাবুর ভাগিনেয় এবং ভ্রাতৃবর্গের কথা ও ভাবাদিতে মনে হইত যে তাঁহা-রাও বোধ করি ব্রহ্মমন্দিরে যাতায়াত করিতে করিতে কিছু কিছু ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন কিন্তু তিনি তাঁহাদিগের কাহাকেও স্পষ্টরূপে খুলিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেন না। যাহা হউক এইরূপ অবস্থাতেই চোর বাগানের বাসাতে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হয়। ইতিমধ্যে একদা মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে প্রসঙ্গক্রমে এই কথা উঠে যে লোকে আমাদিগকে নাস্তিক বলে এজন্য আগামী গ্রীষ্মাবকাশকালে এক দিবস আমাদের গ্রামে নগর সংকীর্ত্তন বাহির করিলে হয়। ভাগিনেয় শ্রীবাবু কেদারনাথ রায় এই কথা বলিলে, ভ্রাতারাও কেহ কেহ কিছু বলেন; তাহাতে ফকির বাবু কহিলেন যে ঐরূপ কলঙ্কের প্রতি ভয় করিবার কারণ নাই যেহেতু উহা অনিবার্য্য। তবে ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যাহাতে আত্মোন্নতি করিতে পারি এমত চেষ্টা বিশেষ আবশ্যক। এজন্য অপ্রকাশ্যভাবে একটী সভা প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে ধর্ম্ম

ও নীতিতত্ত্ব আলোচনা ও সাধন করিতে পারিলে আমাদের পক্ষে বড় কল্যাণজনক হইবে। যেমন কয়েকটী পাপ কুঅভ্যাস আমাদের দেশে খুব প্রচলিত হইয়া পড়িতেছে তেমনি তন্নিবারণ হেতু যাঁহারা ঐ সভার সভ্য হইবেন তাঁহাদিগকে সেই সেই পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিবার জন্ম বিধিপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে হইবে। ইহাতে এই কয়েকটী বিষয়েরই উল্লেখ হয়। মিথ্যাকথন দোষে প্রায় সকলেই দূষিত ব্যাভিচার পাপ খুব প্রবল হইয়া দাঁড়াইতেছে এবং তামাকু ছাড়া গাঁজা তাড়ি ও মদ ইহার কোনটী না কোনটী খায় এমত হিসাবে ধরিলে প্রত্যেক গ্রামে শত শত লোককে এই হিসাবের মধ্যে আনিতে হয়। এজন্ম প্রধানতঃ এই তিনটী দোষ হইতে বিরত থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া ঐ সভার সভ্য হইতে হইবে। এই সময়ে এই পর্য্যন্ত হইয়াই কথা শেষ হয়। অতি অল্প সময় মধ্যেই পারিবারিক বিষয় কর্ম্মানুরোধে গুরুজনগণের অনুরোধ প্রযুক্ত ফকির বাবু স্থানান্তরে গমন করেন। এই অবকাশে তথায় সভার নিয়মপত্র লিখিত হয়। অনন্তর গ্রীষ্মাবকাশ কালে যখন সকলে বাটীতে একত্রিত হইলেন তখন সভা প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে কথোপকথন হইতে লাগিল। এই সময়ে বাড়িয়াড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পাণ্ডবনাথ সিংহ আসিয়া বিশেষ ভাবে তাঁহাদের সহিত ঐ কার্য্যে যোগ দান করেন। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডব বাবু তাঁহাদের সঙ্গে কলিকাতার বাসায় কিছু দিন একত্র বাস করিয়াছিলেন। তৎকালেই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি কিছু আকর্ষণ তাঁহাতে লক্ষিত হইত।

সন ১২৮৭ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ "বন্ধুসম্মিলনী" নাম্নী সভা

প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও সভার কার্য্য বিশেষ উদারভাবে নির্ব্বাহিত হইত তথাপি সত্যানুরোধে ইহা অবশ্য বলিতেই হইবে যে উদ্যোগী বা অনুষ্ঠাতৃগণের ইচ্ছা ও জ্ঞানকে অতিক্রম করিয়া এতৎ শুভানুষ্ঠান দ্বারা মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার এই দরিদ্র প্রদেশে একটী বিশ্বাসী দল প্রস্তুত করিবার সূত্রপাত করেন। যদিও প্রথমে অপ্রকাশ্যভাবে সভা স্থাপনের কথা হয় তথাপি ক্রমশই কথাটা বিস্তার হইয়া পড়ে; সুতরাং মহাসমারোহ সহকারে উক্ত সভা যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অত্যল্পকাল ব্যবধানে সভার তিন চারিটী অধিবেশনের কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যেমন এক দিকে ধর্ম্মের ঘণ্টা বাজিল, ধর্ম্ম তত্ত্বালোচনার সুমধুর ধ্বনি হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইয়া বিশ্বাসী দল পরিপুষ্ট হইতে লাগিল, নবানুরাগী উৎসাহী যুবকদলের পবিত্র উচ্চ সুমধুর সংকীর্ত্তন-লহরী চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; তেমনি অপর দিকে পাপ সয়তান ও আপন অনুগত জন অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। অন্য কোন দিকে তাহার অভিষ্ট সিদ্ধ হইল না বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বেই ঝিকুরা নিবাসী জনৈক নেটীভ ডাক্তার জানি না কোন দুর্মতির বশবর্ত্তী হইয়া সেই পাপের হস্তে প্রশস্ত চিত্তে অনুরাগ ভরে আত্মাহুতিদান করিয়া স্বীয় প্রভুর আজ্ঞা পালনে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। তৎকালে তাঁহার অনুরাগ উৎসাহ দেখিয়া অবাক্ হইতে হইত। চিকিৎসা ব্যবসায়ের অনুরোধে ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকের বাটীতে তাঁহার গমনাগমন ছিল বিশেষতঃ বিপদ কালে; সুতরাং তাঁহার কথা অনেক স্থলে বহু অর্থ কার্য্যকারী হইবার সম্ভাবনাই এক প্রকার স্বাভাবিক, কিন্তু বিধাতার মঙ্গল

বিবাহে তাঁহার প্রচার নিষ্ঠার পরিমাণ বড় কার্য্যকল উৎপন্ন হয় না; কারণ, জয়পুর, খালুনা, বলিয়া ও নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি গ্রামসমূহে ডাক্তার বাবু স্বীয় শিষ্য প্রশিষ্য বড় সংগ্রহ করিতে পারেন না। বরং কোন কোন স্থলে তাহার বিপরীত ফলই ফলিয়াছিল। তবে তিনি ঝিকুরা গ্রামের মধ্যে দিবানিশি তাঁহার দূষিত নিশ্বাস-বায়ু উদ্গিরণ করিয়া যাহা করিয়াছিলেন তাহা নিতান্ত অল্প নহে। কারণ সেই দূষিত বায়ু হইতে সময়ে সময়ে যে সমুদয় উৎপাত ঘটিয়াছে তাহা পশ্চাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহার সেই জ্বলন্ত অনুরাগ এখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। তবে বর্ত্তমান সময়ে উহা অতি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ঈদৃশ অবস্থা তাঁহার বার্দ্ধক্যজনিত শীতলতা জন্যই হউক বা জয় পরাজয়ের যে স্বাভাবিক ফল তজ্জন্যই হউক ঘটিয়াছে। ফলতঃ চিকিৎসা ব্যবসায়ের অনুরোধে সর্ব্বত্র গমনাগমনের যে সুবিধা আছে তাহা অবলম্বন করিয়া তিনি সাধারণ এবং ব্যক্তিগত ভাবে নানাপ্রকার কলঙ্ক ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যাহা হউক তিনি এক জন চিকিৎসক হইলেও স্বয়ং যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, সে ব্যাধির জ্বলন্ত যাতনানলে কৃপাময় বিধাতা স্বীয় করুণা গুণে শান্তি বর্ষণ করিয়া তাঁহাকে মুক্ত করুন।

প্রতিপক্ষ কর্ত্তৃক বন্ধু-সম্মিলনী সভা এক্ষণে সাধারণ সমীপে "ব্রহ্মসভা" নামে আখ্যাত হইল। এই সভার উপর্য্যুপরি অধিবেশন হইতে দেখিয়া তাঁহারা স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বগ্রামে "হরি-সভা" স্থাপন করিলেন। আদি হইতেই "হরিসভার" অঙ্গ বিকার সম্ভূত সুতরাং এক্ষণেও যে সে নিয়-

কের যুবকদের উপদেশ করিয়া প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অনেক কথা কহিলেন। সত্য বটে, বিদ্যালয় সম্পূর্ণরূপে সফল কাম হউক বা না হউক কিন্তু তাঁহারা চতুর্দ্দিকেই অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইতেছে; অপর দিকে আপনাদিগের মধ্যেও এমনি কার্য্যাধিক্য, যে তাহাতে কোন বিশিষ্ট উপায় অচিরে অবলম্বন না করিলে, কার্য্য-স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে হইবে। বিশেষতঃ যুবকের বলই বা কতদিন থাকিবে। অতএব ভক্তবৎসল কৃপাময় বিধাতা পবিত্র আত্মাদিগকে তাঁহার সেবকরূপে আহ্বান করিয়া পবিত্র আদেশাকারে যে শুভাশীর্ব্বাদ মলিন মস্তকে বর্ষণ করিলেন তাহা অচিরে প্রত্যেক মস্তকে সর্ব্বতোভাবে এবং সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; নচেৎ আমরা ত নিশ্চয়ই মরিব, সযত্নে যে পরিপুষ্টকলেবর বিদ্যালয়টি গঠিত হইতেছে তাহাও বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ কথোপকথন হইলে [illegible] বাবু পাণ্ডব বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "ভাই পাণ্ডব, ইহাতে তুমি কি বল? যাহা বলিবে, চিন্তা করিয়া বলিও; কিন্তু আমি স্থির করিলাম যে যখন কৃপাময় দীন-বৎসল শ্রীহরি কৃপা করিয়াছেন—তখন আর না; পীড়াদি [illegible] কারণে অনেক বৎসর চলিয়া গিয়াছে, অচিরে [illegible] দিন অবধারিত করিয়া ইতিমধ্যে তোমাদিগকে বিশেষভাবে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিব।" ইহাতে পাণ্ডব বাবুও, তৎক্ষণাৎ তাঁহার স্বমত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অনন্তর নির্দ্দিষ্ট দিবসে বিদ্যালয়ের কার্য্যাবসানে শ্রীবাবু কেদারনাথ এবং [illegible] এই নবীন বিদ্যাটি স্থাপন করা হয়। তখন তাহারা চারিদিকে একত্র উপদেশ করিয়া [illegible] থাকিতে

পারিতেন তখন যে অপূর্ব্ব মনোমুগ্ধকর শোভা হইয়াছিল তাহাতে এইরূপই প্রতীতি হইতে লাগিল যেন চারি দিক পূর্ণ শত শত চন্দ্র-বিম্বনীরে ভাসিতে ভাসিতে তরঙ্গাঘাতে বিচ্ছিন্ন ভাবে আন্দোলিত হইতেছে। দীক্ষাগ্রহণের দিন অবধারিত হইলে শ্রীবাবু [illegible]নাথকে এই শুভ সংবাদ পত্রের দ্বারা জ্ঞাত করা হয়। অনন্তর এই শুভানুষ্ঠানে তাঁহারা কি প্রকার আয়োজন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তাঁহারা তৎকালে কিছুই জানিতেন না। পূর্ব্বকথিত তান্ত্রিক গ্রন্থ ব্যতীত তেমন কোন পুস্তকও ছিল না; কোন বন্ধুর নিকট যে সৎ-পরামর্শ পাইবেন তাহার নামগন্ধও অসম্ভব ছিল। এমত অবস্থাতেই প্রাণের বেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা দীক্ষাগ্রহণের দিন অবধারণ করেন। দেখিতে দেখিতে প্রাণানন্দকর জ্যৈষ্ঠের দ্বিতীয় দিবস সমুপস্থিত হইল। প্রাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য সমাপনান্তে কেহ অনাহারে কেহ কিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া গৃহের সম্মুখস্থ দ্বার রুদ্ধ করত ভিতরে গৃহ মার্জ্জনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্য সমাপন করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। পরে যেমন তাঁহারা চারি জনে নিকটস্থ একটী পুষ্করিণীতে গাত্র ধৌত বা স্নান করিবার জন্য যাত্রা করিলেন, তৎসময় শ্রীহরি ও অতীব ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অপূর্ব্ব ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পুষ্করিণীতে নামিতে না নামিতেই প্রচণ্ড ঝটিকা সমুপস্থিত হইল; অনতিবিলম্বেই অত্যন্ত ভয়ানক বৃষ্টি এবং বজ্রপতন আরম্ভ হইল। প্রকৃতির সেই ঘোর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপ দিশাহারা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিকটস্থ একটী দরিদ্র লোকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ

[illegible] মূর্ত্তি ধারণ করে। কিঞ্চিৎ পরে যে ব্যক্তি তাঁহাদের নাম অবগত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক বসিতে একখানি [illegible] দিল। লোকটী অনেক কথা জানিত, সুতরাং অনেক কথাই আরম্ভ করিল। মাথা ভিজা, কাপড় ভিজা, এই অবস্থাতেই তাঁহারা সেই পবিত্র-কুটীরে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইলেন কিন্তু মন [illegible]র দিকে পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যার পরই দীক্ষা গ্রহণের সময় নিরূপিত ছিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল—ক্রমে রাত্রি প্রায় ১০টা বাজিল—তখনও ঝড় বৃষ্টি এবং বজ্র-পতনের কিছু মাত্র বিরাম হইল না। দেখিলাম ফকির বাবুর চক্ষে তখন অশ্রু বহিতেছে এবং তিনি প্রার্থনা করিতেছেন—"ঠাকুর! এ তোমার কি খেলা? ভয় দেখাইলে কি পলাইব? তবে ইহা কি নহে যে দিয়াছি যে প্রাণ তোমারে, আর কখন চায় না ফিরে।" বাহিরে মহাদেবের যেমন ভীষণ মূর্ত্তী, হৃদয়াভ্যন্তরেও তেমনি তাঁহার মহাশক্তি প্রকাশিত হইল। কিঞ্চিৎ কাল পরে তিনি সহযাত্রী বন্ধুদিগকে বলিলেন যে "আজ যদি দীক্ষাগ্রহণ না হয়, তবে মৃত্যু হওয়া ভাল। বাহিরে যেমন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি এবং ঘোরান্ধকার ও বজ্রগর্জ্জন—ইহার মধ্যে বিদ্যুতের আলোক—লীলাময় শ্রীহরি হয় ভয় প্রদর্শন করিতেছেন—না হয় ঘটনা দ্বারায় আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন দেখাইতেছেন; যাহা হউক, আর বিলম্ব কেন—উঠ"। অমনি সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন এবং বিদ্যুতের আলোক দ্বারা পথ দেখিতে দেখিতে ঝটিকার প্রবল প্রকোপ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করত বহু কষ্টে বিদ্যামন্দিরে উপনীত হইলেন। পাচক ব্রাহ্মণ ভোজন সামগ্রীর

আয়োজন নিয়াছে, কেহ উপস্থিত হইতে পারে না, কাহারও বিবাদ হয় না। সুতরাং সমস্ত দিবস যে ভাবে অতিবাহিত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বেই এক প্রকার বর্ণিত হইয়াছে; রাত্রিমধ্যে ও আহারাদির যে কিছু উপায় আর রহিবে তাহারও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং তাঁহারা চারিজনে বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় শুভ্রবসন পরিধানান্তে স্ব স্ব স্থান পরিগ্রহ করিলেন। দীন বৎসল দয়াময় ভগবান স্বয়ং শ্রীগুরু এবং আচার্য্য হইয়া সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন। বহু পরিশ্রমে শ্রান্ত-দেহ ব্যক্তি আরাম পাইলে যেমন হয়, তাঁহারাও আজ তদবস্থ হইয়া প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ফকির বাবুই ব্রহ্মোপাসনার কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রথমাংশ সমাপ্ত হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে লিখিত দীক্ষাগ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া সর্ব্ব মঙ্গলময় বিধাতার সম্মুখে সন ১২৮৭ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবারে তাঁহারা চারিজনে একে একে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। আহা! বিগলিত প্রাণের আরাধনা, ব্যাকুল হৃদয়ের প্রার্থনা যে কি অপূর্ব্ব মাধুর্য্য রসে পরিপূর্ণ তাহা সেই শুভদিনেই শ্রীহরি তাঁহাদিগকে কথঞ্চিৎ বুঝাইয়া কৃতার্থ করেন। সে দিবস মৃদঙ্গবিহীন কীর্ত্তনেই কত আনন্দ!! কৃপাময়ের কৃপাগুণে দীক্ষাগ্রহণের শুভানুষ্ঠানটী অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। তবে এখন প্রাণ ভরিয়া বলি "জয় জয় মহিমা তোমারই, জয় জয় মহিমা তোমারই, শ্রীহরি!"।

এক্ষণে রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর। তাঁহারা উপাসনা সমাপনান্তে গৃহের দ্বার খুলিয়া দেখেন যে পাচক ব্রাহ্মণ হরিদাস

ভগবানের ক্ষুধার্ত্ত সন্তানগণের জন্য বহুবিধ খাদ্য সামগ্রী লইয়া স্থিরভাবে বাহিরে উপবিষ্ট আছে। তাঁহারা সেই সমস্ত দ্রব্যকে শ্রীহরির মধুমাখা প্রসাদ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া সেই গভীর নিশীথসময়ে সকলেই একত্র পরমানন্দে ভোজন করেন। এই শুভদিন হইতে ফকির বাবু মৎস্যাহার পরিত্যাগ করেন। স্থানান্তরে তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা হৃদয় বাবুও একাকী নির্জ্জনে উপাসনা করেন। ইহাকেই তিনি তাঁহার দীক্ষা গ্রহণ বলিয়া থাকেন। এই শুভসংবাদটী তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠা-গ্রজ মহাশয়কে প্রদান করিলে তিনি অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ প্রেরণ করেন।

এবম্প্রকার অবস্থায় তাঁহারা সন১২৮৭ সালের জৈষ্ঠের দ্বিতীয় দিবসে শুক্রবারে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ সাপ্তাহিক কাল রাত্রিতে উপাসনা করিতেন। অল্প সময় গত না হইতে হইতেই প্রাতঃকালে স্নানান্তে উপাসনার বিধি তাঁহাদিগের জীবনে প্রবর্ত্তিত হয়। অমরাগড়ী হইতে জয়পুরে আসিবার পথ আদৌ ছিল না বলিলে প্রায় অত্যুক্তি হয় না; বিশেষতঃ বর্ষাকালে যেন সমুদ্র ব্যবধান মনে হইত। সুতরাং দীক্ষাগ্রহণের পরে শারদীয় পূজা পর্য্যন্ত তাঁহারা প্রায় চারি মাস কাল বিদ্যালয়ে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে পুস্তকাগারে শ্রীমদাচার্য্য দেবের ইংরাজী দুই চারি খানি পুস্তক সংগৃহীত হইয়া ছিল; তাহাই সকলে একত্র হইয়া পাঠ করিতেন এবং তৎসঙ্গে আলোচনাদিও বিলক্ষণ রূপ হইত। শনিবার রবিবার সন্ধ্যার সময় বাটীতে উপাসনান্তে সংকীর্ত্তন প্রায়ই হইত। আহা! সে কীর্ত্তনের মাধুর্য্য চিন্তন এখনও প্রাণকে

প্রবৃত্ত করিয়া তোলে। বালক শ্রীবাবু হরলাল তখন তাঁহাদিগের নিকট স্কুলে পাঠ করিতেন কিন্তু সংকীর্ত্তন সময়ে তিনি যোগ না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। সেই সময় হইতেই তিনি এক একবার মৃদঙ্গ বাজাইতেন। অল্প দিন মধ্যে এই অল্প বয়সে তিনি সংকীর্ত্তনের সময়ে মৃদঙ্গ বাজাইবার কার্য্য প্রায় এক প্রকারে চালাইয়া দিতে সক্ষম হয়েন। বিধাতা প্রদত্ত অন্তর্নিহিত শক্তি কে কতকাল চাপিয়া রাখিবে? সময় উপস্থিত হইল—শক্তিও যথাস্থানে প্রস্ফুটাকার ধারণ করিল।

অনন্তর শারদীয় পূজার সময় হইতে তাঁহাদের স্কুলে থাকিবার বন্দোবস্ত স্থগিত হয়। সুতরাং তাঁহারা বাটীতে আহারাদি করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেন। ফকির বাবুর পৈতৃক সদরবাটীর অনতিদূরে "কাছারী বাড়ী" নামক এক খানি প্রাচীরবেষ্টিত খড়ুয়া ঘর ছিল। ঐ ঘরখানি উত্তমরূপে মেরামত করাইয়া তন্মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদিগের আরাম অধ্যয়ন এবং উপাসনাদির জন্য স্থান মনোনীত করেন। ঐ বাটীর সম্মুখস্থ ভূমিতে বিশেষতঃ হৃদয় বাবুর যত্নে একটী পুষ্পোদ্যান শীঘ্রই প্রস্তুত হয়। ইহাতে স্থানটী অতীব মনোহর হইয়াছিল। যাহা হউক ঐ নিরূপিত স্থানে তাঁহারা একত্র প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনাদি করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কিছু দিন পরে, পাণ্ডব বাবু এবং কেদার বাবু অতি অল্প কাল ব্যবধানে স্ব স্ব কর্ম্মানুরোধে কলিকাতা গমন করেন। যদিও ইঁহারা দুই জনে স্থানান্তরিত হইলেন তথাপি স্থানীয় কার্য্যোদ্যম কিছুমাত্র হ্রাস হইল না বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইল। এক্ষণে কেবল ফকির বাবু এবং তাঁহার তৃতীয় সহোদর কার্য্যক্ষেত্রে

রহিলেন। এই সময়ে অমরাবতী হইতে জয়পুর গ্রামের আলবাঁধি পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ ছয় শত টাকা ব্যয়ে রোডসেস্ ফণ্ড হইতে একটী পথ প্রস্তুত হয় ইহার মধ্যে অধিক টাকাই গ্রাম হইতে চাঁদা আদায়ের দ্বারা সংগৃহীত।

সন ১২৮৭। মাঘ। অনন্তর দেখিতে দেখিতে কলিকাতার মাঘোৎসব নিকট হইয়া আসিল। মহোৎসবের প্রসাদামৃত পান পিপাসু হইয়া ফকির বাবু উৎসবে যোগদান জন্য অত্যন্ত উৎসুক হন। এজন্য ঐ সময়ে বিদ্যালয়ের শীতাবকাশ দিয়া তিনি তাঁহার তৃতীয় সহোদরকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সে বৎসর পটলডাঙ্গার গোলদিঘীর পূর্ব্বদিকে মিশন আফিসে উৎসবে সমাগত যাত্রিগণের অবস্থান জন্য স্থান নিরূপিত হয়। সুতরাং তাঁহারা দুই সহোদরে মহোৎসবের যাত্রী হইয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি করেন। শ্রীযুক্ত হৃদয় নাথ, পাণ্ডব নাথ ও কেদার নাথ ইঁহারা উৎসবের বিশেষ বিশেষ কার্য্যে যোগদান করিতেন এবং কোন কোন দিবস ঐ স্থানেই রাত্রি-যাপন করিতেন। কিন্তু মহোৎসবের যাত্রী সহোদরদ্বয় পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের প্রাতঃকালীন মধুময় উপাসনায় যথারীতি যোগদান করিতেন। যে ভক্তদর্শন অতীব দুর্লভ বস্তু বিশেষ, বিধাতা কৃপা করিয়া তাঁহাদের ভাগ্যে এ বৎসর তাহা প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। শ্রীমদাচার্য্য দেবের উপাসনায় যোগ দান করিয়া এবং তাঁহার সুন্দর দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের প্রাণে একটী নবীনতর ভাব সঞ্চারিত হয়। প্রতিদিন উপাসনান্তে তাঁহারা দুইটী সহোদরে অতি দীনভাবে চরণধূলি ধারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিতেন। তৎকালে অনেকেই

বয়োবৃদ্ধ উপস্থিত থাকিতেন সুতরাং তাঁহারা দুটী ভাই, তাঁহা-দিগের নিকটে বালক বলিয়াই দৃষ্ট হইতেন; কিন্তু এই অল্প-বয়স্ক যুবক ভ্রাতৃদ্বয়ের দীনতা ও ভক্তিদর্শনে অনেকেরই মন আকৃষ্ট হইয়া ছিল। শ্রীমদাচার্য্য দেবের নিকট তাঁহারা সেই সময় হইতেই বিশেষভাবে পরিচিত হন। তাঁহারা অনুরাগ-ভরে উৎসবের প্রত্যেক কার্য্যে যোগ দান করিতেন। তদুপরি ভক্তের পদধূলি এবং শুভদৃষ্টির অমৃতময়ী ফলোৎপাদিকা শক্তি আছে তাহা কি কখন ব্যর্থ হয়? সুতরাং দেবানুগ্রহে এবং ভক্তের শুভাশীর্ব্বাদগুণে তাঁহারা নবীনতর নিষ্ঠা অনুরাগে পরিশোভিত হইয়া উৎসবান্তে বাটী প্রত্যাগমন করেন।

নবানুরাগী সহোদরগণ বাটী আগমন পূর্ব্বক প্রথমেই পূর্ব্বোক্ত "কাছারী বাড়ী" নামক স্থানে গমন করেন। উক্ত বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানটী বিকশিত গোলাপাদি সুন্দর পুষ্পে পরিশোভিত ইহা দর্শন করিলে তথায় ব্রহ্মোপাসনার জন্য তাঁহা-দিগের প্রাণে অনতিক্রমনীয় বেগ সমুপস্থিত হয়। অনন্তর ফকির বাবু এই সুন্দর পুষ্পোদ্যানে পরদিবস প্রকাশ্য ব্রহ্মো-পসনার বিষয় ভ্রাতাদিগকে জ্ঞাপন করেন। ভ্রাতৃগণ তদনুসারে অনুরাগ ভরে সমস্ত আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। পরদিন সন্ধ্যা সমাগত হইল—ঘণ্টা মধুরনাদে বাজিতে আরম্ভ করিল। জীবের পরিত্রাণপ্রদ পবিত্র ব্রহ্মোপাসনার সময় জ্ঞাপনার্থে—এ প্রদেশে এই প্রথম ঘণ্টাধ্বনি (১২৮৭। মাঘ) সমুত্থিত হইল। অনতিবিলম্বেই সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণে ঐ বাটীমধ্যে কিছু না কিছু হইবে এই আশা করিয়া গ্রামবাসী অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ তথায় আগমন করেন।

৩

সেই দিবসের উপাসনা ও কীর্ত্তনাদিতে মুগ্ধ হইয়া কতিপয় যুবক পর দিবস হইতে সন্ধ্যার সময় উপাসনায় যোগ দান করিতে আরম্ভ করেন। প্রতি দিন উপাসনান্তে তত্ত্বালোচনার ভাবে বিশেষরূপে তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন হইত। অল্প দিনের মধ্যে অনেকেই নিত্য নিত্য আসিতে আরম্ভ করেন। এজন্য সন্ধ্যার পর প্রথমে সকলের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া কিছু কিছু আলোচনা হইত। অনন্তর সকলে উপস্থিত হইলে উপাসনা ও কীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তনান্তে যে আলোচনা আরম্ভ হইত তাহা ক্রমশঃই দীর্ঘকাল ব্যাপী হইতে লাগিল। এমন কি কখন রাত্রি প্রায় ৩টা ৪টাও বাজিয়া যাইত। কিঞ্চিৎ ন্যূন প্রায় তিন বৎসর কাল একই ভাবে এই সমুদায় কার্য্য চলিয়া ছিল। সমস্ত দিন বিদ্যালয়ের কঠিন পরিশ্রম; পরে রাত্রিতে ঐরূপ কার্য্যাদির জন্য রাত্রি ভোজনের ব্যাঘাত প্রায়ই হইত; এইরূপ দীর্ঘকাল ব্যাপী অনাহার অনিদ্রাদি কারণ জন্য ফকির বাবুর অম্লের পীড়া কিছু বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু কার্য্য সমুদায় অপ্রতিহত বেগে চলিতে লাগিল। এই স্রোতে পড়িয়া যে কয়েকটী যুবা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন, তাঁহারাই ভবিষ্যতে অনেকেই স্থানীয় সমাজের নিত্য উপাসক এবং তদধিকতর সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়াছেন। আজ যে প্রিয় শ্রীমান্ নটবর দাসের হাস্যমুখ দেখিয়া অনেক সময় প্রাণে বড় আনন্দ পাওয়া-যায় সেই যুবকই এই সময়ে একদিন কুৎসিত বাক্যে গালি দিয়া পলাইয়া ছিল। কিন্তু এমনি দয়াময়ের অপূর্ব্ব কৌশল যে অচিরেই তাহাঁকে আসিয়া এই নবদলে যোগ দিতে হইয়া-

ছিল। এইরূপ গোপনে বা পরোক্ষে অনেকেই অনেক প্রকার ব্যবহার করিয়া পরিশেষে যোগ দিয়া ছিলেন।

এতদবস্থায় বাহিরে কার্য্যের মহা ধুম পড়িয়া গেল। রাত্রি দিন প্রায় বিরাম নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতিমধ্যে একদা রাত্রিতে কার্য্যাবসানে ফকির বাবু বাটী গমন করিলে তাঁহার পত্নী অশ্রুজলে আপন অঞ্চল সিক্ত করিয়া পতির হস্ত ধারণ পূর্ব্বক এমনি গভীর ভাবে দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তিনি ও তাহাতে অশ্রু সংবরণ করিতে না পারিয়া ঐরূপ গভীর দুঃখ প্রকাশের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ইহাতে তাঁহার পত্নী তদবস্থ থাকিয়াই বলিতে লাগিলেন যে "তুমি বাহিরে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা করিতে হয় করিতেছ ইহাতে আমার আনন্দ আছে বটে কিন্তু আমার মত আশ্রিত দুঃখিনীর উপায় কি করিলে? অচিরে ইহার উপায় স্থির করিয়া আমায় তোমার চিরসঙ্গিনী কর।" ফকির বাবু পত্নীর ঈদৃশ কাতরোক্তিতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিয়া কোন প্রকার কাল গণণায় প্রবৃত্ত না হইয়া কহিলেন যে -"অমুক দিবস তোমার দীক্ষাগ্রহণের দিন অবধারিত হউক এবং দীক্ষা গ্রহণান্তে প্রতি দিন প্রাণ ভরিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ কর। দয়াময় শ্রীহরি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। অশ্রুজলে আমার হস্ত যেমন আজ সিক্ত করিলে তেমনি প্রত্যহ সেই শ্রীহরি পদ কমল সিক্ত করিয়া কৃতার্থ হও।" ৪ঠা ফাল্গুন (সন ১২৮৭) দীক্ষাগ্রহণের দিবস স্থিরীকৃত হইলে পতির নিকট তিনি ঐ শুভদিনে রাত্রিতে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। আহা! এই শুভানুষ্ঠানটী অতীব গম্ভীর এবং প্রীতিপ্রদ হইয়া ছিল। দুই

খানি হৃদয়, দুইটী প্রাণ অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরির পদাশ্রয় সার করিয়া তদবলম্বন জন্য ব্যথিত হইতেছে দেখিয়া কাহার প্রাণ না বিগলিত হয়? এই সময় হইতেই প্রতি বুধবার পারিবারিক উপাসনার দিন নিরূপিত হয়। ফকির বাবু স্বয়ং এই উপাসনার কার্য্য করিতেন। তাঁহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় সহোদরের পত্নীদ্বয় প্রায়ই যথারীতি উপাসনায় যোগ দান করিতেন। প্রতি দিন প্রাতঃকালে এই নবদীক্ষিতা ব্রহ্মকন্যা কখন পতিসঙ্গে এবং অগত্যা অধিক সময়েই একাকিনী উপাসনা করিতে বাধ্য হইতেন। "কাছারী-বাড়ীতে" উপাসনা গৃহের পার্শ্বে স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র স্থান প্রস্তুত হইলে এই অভাব অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। যখন এইরূপে তাঁহারা কখন কখন বহির্বাটীতে আসিয়া উপাসনাদি করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বাটীতে পরিজনবর্গের মধ্যে (অবশ্য ইঁহাদের পরোক্ষে) কত কথাই হইতে লাগিল। কিন্তু সে কথায় কে কর্ণপাত করে? ব্যাকুল পথিকগণ অনন্যদৃষ্টি হইয়া গম্যস্থানাভিমুখেই যেমন প্রধাবিত হয়—তেমনি ইঁহারাও যাহা কর্ত্তব্য তাহার অনুষ্ঠানে বিরত হইলেন না; সুতরাং সকল কথাই অচিরে আকাশে বিলীন হইয়া গেল।

সন ১২৮৮ সাল। শ্রাবণ মাসে ফকির বাবুর প্রথম পুত্রের জন্ম হয়। শুভানুষ্ঠানের সময় না হইতে হইতেই পারিবারিক মহানন্দ ঘোর বিষাদে পরিণত হয়। শিশু মাত্র ছয় দিবস জীবিত থাকিয়া পিতামাতা আত্মীয়বর্গকে শোকসাগরে ভাসাইয়া প্রস্থান করেন। পুত্রশোকদগ্ধ পিতামাতা একমাসকাল শোকচিহ্নাদি ধারণ করিয়া আপনাদিগের বিশ্বাসানুসারে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

করেন। সকলেই বিশেষ ভাবে খোকাবুল, এজন্যই বোধ করি, এতদুপলক্ষে তেমন গোলযোগের কথা কিছু উঠে না।

১২৮৮। শারদীয় উৎসব। দেখিতে দেখিতে শারদীয় উৎসব নিকট হইল। এই উৎসব সময়ে ফকির বাবুর তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ যশোদাকুমারের প্রথম পুত্রের নামকরণানুষ্ঠান সমারোহ সহকারে সম্পন্ন হয়। ফকির বাবুই আচার্য্যের কার্য্য করেন। যদিও ইতিপূর্ব্বে একটী অনুষ্ঠান ব্রাহ্মধর্ম্মানুমোদিত বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি এই উপস্থিত নামকরণানুষ্ঠানটীই স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের প্রথম অনুষ্ঠান বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হয়। এতৎ সম্বন্ধে অনেকেই অনেক কথা কহিতে লাগিলেন সুতরাং নানা রঙের মন্তব্যও প্রকাশিত হইয়া ছিল। তবে ফকির বাবুর পিতৃদেব মহাশয় যাহা বলিয়া ছিলেন, তাহাই যথার্থ প্রকাশ যোগ্য। উপাসনা যথাসময়ে আরম্ভ হইলে তিনি পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক অনুষ্ঠানটীর আদ্যোপান্ত দর্শন শ্রবণে অতীব প্রীত হইয়া তাঁহার বৃদ্ধা জ্যেষ্ঠা সহোদরার নিকট বলেন যে "লোকে যে যাহা বলে, বলুক্ আমি যাহা স্বচক্ষে দেখিলাম তাহাতে আমার দিব্য বোধ হইয়াছে যে যদিও ইহাদের অনুষ্ঠানে তণ্ডুলাদি বাহ্যোপকরণ কিছু নাই বটে, কিন্তু আমাদের হিন্দু অনুষ্ঠান অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; লোক যে বলে ইহারা পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি করেনা তাহাও অমূলক; কারণ যাহাদের মতে অন্নপ্রাশনের ব্যাপার এইরূপ, তাহারা পিতামাতার শ্রাদ্ধ করেনা ইহা কখনই সত্য বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না। তবে আমাদের হিন্দু সমাজে যে প্রকার ব্যবস্থা সেই প্রকার না হইতে পারে এইমাত্র

প্রভেদ।" তাঁহার সম্বন্ধে এস্থলে সংক্ষেপতঃ ইহাই বলা যাইতে পারে যে তিনি অতীব নিষ্ঠাবান, সদাচার পরায়ণ এবং সৎকর্ম্মশীল হিন্দু ছিলেন।

সন ১২৮৮। মাঘ। যখন কলিকাতা মহানগরীতে মাঘোৎসব নিকট হইল, তখন ফকির বাবুর পত্নী তদ্দর্শনে যাইবার অভিলাষ প্রকাশ করেন। তিনিও তাহাতে মহানন্দে সম্মতি প্রদান করেন। মহোৎসবে গমন করিতে হইলে তেমন বাহ্য আয়োজনের বিশেষ প্রয়োজন যদিও ছিল না বটে, তথাপি এ বিষয় যতই প্রকাশ হইতে লাগিল ততই পুনরায় নানাদিক হইতে নানা প্রকার কথা উঠিতে লাগিল; কিন্তু অন্য লোকে বিপরীত কথা সমক্ষে বলিবে এমত সাহস বড় কেহ করিত না। ফকির বাবুর দেবতুল্য পিতার কোন বিষয়ে প্রতিকূল কথা বলা দূরে থাকুক বরং তিনি প্রবলতর অত্যাচার সময়েও পুত্রদিগকে সাহস প্রদান পূর্ব্বক নির্ভীকচিত্তে তাঁহাদিগের গমাস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইতে সদুপদেশ দান করিতেন। এই সময়ে ফকির বাবুর কোন শিক্ষিত বন্ধু আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া পত্র লিখিলে তিনি সে পত্রের উত্তর এই লেখেন যে—

"বড় আশার কথা শুনেছি, নাথ, তোমার মুখেতে;
তুমি বলিয়াছ ভয় নাইরে, থাকৃতে তোর দয়াল পিতে।"

কোন দিকে দৃষ্টিপাত বা কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া ফকির বাবু তাঁহার সহধর্ম্মিনীকে সঙ্গে লইয়া মহোৎসবে যোগদান করিতে নৌকাযোগে কলিকাতা যাত্রা করেন। তাঁহার মধ্যম সহোদর হৃদয় বাবুর পত্নী ও তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগি-

নীর সহিত গমন করেন। বহু ধনসম্পত্তির মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও ফকির বাবু কখন পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হয়েন নাই। অর্থোপার্জ্জন প্রণালীও তাঁহার নিকট চির অজ্ঞাত; সুতরাং তাঁহার হস্ত সদাই কপর্দক শূন্য। এমত অবস্থায় দূরদেশ যাতায়াতের পাথেয় সম্বন্ধে কথা উত্থিত হইবামাত্র তাঁহার সহধর্ম্মিনী বলিলেন যে তাঁহার গাত্রাভরণ কিছু বিক্রয় করিয়া এইতীর্থ গমনের ব্যয় নির্ব্বাহিত হইবে তজ্জন্য কিছু চিন্তা নাই। যাহা হউক মহোৎসবের প্রসাদামৃত পানপিপাসু হইয়া তাঁহাদের মন খুব অগ্রসর হইতে লাগিল বটে কিন্তু তৎসঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও প্রবল হইয়া ছিল যে যাঁহারা সমস্ত জীবন বাটীর চতুঃসীমা মধ্যেই আবদ্ধ এবং কতিপয় আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য তেমন ভদ্র মহিলাগণের সহিত আলাপাদিতে অনভ্যস্ত নহে, তাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অপেক্ষাকৃত প্রমুক্ত বায়ুতে উপস্থিত হইয়া শত শত ভদ্র মহিলাদিগের সঙ্গে কি প্রকারে আলাপ পরিচয়াদি করিবেন। যাহা হউক সকলে যথাস্থানে উপনীত হইলে দয়াময়ের কৃপায় সকল চিন্তাই চলিয়া যায়। ফকির বাবুর পত্নী যখন তাঁহার মধ্যমা ভগিনীসহ শ্রীমদাচার্য্যদেবের ভবনে প্রবেশ করিয়া আচার্য্য পত্নীকে প্রণাম করিলেন তখনই অমরাগড়ী হইতে তাঁহারা সমাগত ইহাতেই সমস্ত বুঝিতে পারিয়া আচার্য্যপত্নী তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও সমাদর প্রকাশ করিয়া বসিতে অনুমতি করেন। কিঞ্চিৎ পরেই উপাসনার সময় উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে উপাসনাস্থানে যাইতে হয়। উৎসব উপলক্ষে যে কয়েক দিবস তাঁহারা কলিকাতায় ছিলেন, মঙ্গলপাড়াতে মধ্যাহ্নে

ভোজনাদি করিয়া প্রায় অধিক সময়ই কমল কুটীরে তাঁহারা অবস্থিতি করিতেন। পূজনীয়া শ্রীমতী আচার্য্যপত্নী কন্যাসম ভাবে তাঁহাদিগের সহিত সস্নেহে কথাবার্ত্তা কহিতেন। এক দিবস তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া অতি সমাদরে ভোজন করান। শ্রীমদাচার্য্য দেবের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী কোচবিহারেশ্বরী ও পল্লিগ্রাম বাসিনী দুঃখিনী যাঁহারা তাঁহাদিগের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সমাদর সহকারে কত কথাই কহিতেন। মঙ্গলপাড়ায় প্রচারকপত্নীগণের মধ্যেও কেহ কেহ বিশেষ ভাবে তাঁহাদিগকে স্নেহ করিতেন। প্রাতঃকালীন উপাসনা এবং মহোৎসবের অন্যান্য কার্য্যে যোগ দিবার সুবিধা জন্য তাঁহারা প্রায় সমস্ত দিবস ঐ স্থানেই থাকিয়া রাত্রিতে বাত্রি নিবাসে যাইতেন। উৎসব দিবসের পবিত্র সুমধুর গাম্ভীর্য্য, নগর সংকীর্ত্তনের মহাসমারোহ, এবং আচার্য্য দেবের বলয় হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক প্রমত্ত নৃত্য, টাউনহলের মনোহর দৃশ্য এবং নববৃন্দাবন নাটকাভিনয়ের বিচিত্র রমনীয় শোভা বিশেষতঃ চারুশীলার অপূর্ব্ব ভাব দর্শনে তাঁহারা অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সংক্ষেপতঃ তাঁহারা উৎসবের প্রসাদামৃত পানে তৃপ্ত হইয়া এবং অন্যান্য প্রায় সকল বিষয়েই অত্যন্ত প্রীতি এবং আনন্দ লাভ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে এক দিন সন্ধ্যার পর শ্রীমদাচার্য্য দেবের বিশ্রামাগারে কথাপ্রসঙ্গে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমিতে কোন স্মরণ চিহ্ন স্থাপনের বিষয় উত্থাপিত হয়। ইহাতে অমরাগড়ী তাঁহার জন্মভূমি হইতে বহু দূরে অবস্থিত

নহে, জানিতে পারিয়া পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্যদেব ফকির বাবুর প্রতি সস্নেহ পরিহাসচ্ছলে কত কথাই কহিলেন—"তুমি রাজার দেশের লোক * * *। তোমাদের দেশে যাইতে আমার বড় সাধ আছে কিন্তু সকলে।" অমরাগড়ীর দুর্ভাগ্য যে তাঁহার সে সাধ তাঁহার দেহাবসান কালে পূর্ণ হইল না; সুতরাং অমরাগড়ী শ্রীভক্তপদধূলীতে স্বীয় বক্ষ রঞ্জিত করিতে না পারিয়া অকৃতার্থই রহিয়া গেল। পক্ষান্তরে ইহাই প্রচুর বলিয়া মনে করিতে হয় যে যাহারা অকৃতী অভাজন তাঁহারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ভক্তের স্নেহদৃষ্টি লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিয়া ছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন ১২৮৮। ফাল্গুন। বন্ধুসম্মিলনী সভার আশ্রয়ে যে বিশ্বাসী দলটী বিশেষ ভাবে পরিপুষ্ট হইতে ছিল, পরিশেষে প্রধানতঃ তাঁহারাই স্থানীয় ব্রাহ্ম বলিয়া পরিচিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতা মহোৎসবে যোগ দান করেন। ইত্যবসরে ফকির বাবু তাঁহাদের সকলকে কলিকাতাতে একত্রিত করিয়া সমবিশ্বাসিগণের একটী মণ্ডলী গঠনের আবশ্যকতা বিষয় জ্ঞাপন করেন। সকলে ইহা অনুমোদন করিলে স্ব স্ব ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ের প্রস্তাবটীও স্থিরীকৃত হয়। এতৎ সঙ্গে ইহাও স্থির হয় যে ফকির বাবুর নিকটেই সকলে আপনাপন ধর্ম্ম বিশ্বাস পত্রের দ্বারা জ্ঞাপন করিবেন। এই ভীষণ সময়ে সমস্ত ব্রাহ্মসমাজ যে মহা আন্দোলনে আমূল আন্দোলিত, লিখিতে প্রাণ আনন্দে

নৃত্য করিয়া উঠে যে বিধাতার কি অপার করুণা সকলেই সেই আন্দোলনে স্থির এবং অটল থাকিয়া এক মর্ম্মে পবিত্র শ্রীনববিধানে তাঁহাদিগের বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া যথাসময়ে তাঁহার নিকট পত্র প্রেরণ করেন। ফাল্গুনের শুভ ষষ্ঠ দিবসে মণ্ডলী প্রতিষ্ঠার দিন অবধারিত হইলে, সকলেই যথাসময়ে অমরাগড়ীতে সমুপস্থিত হয়েন। আজ বিশ্বাসিগণের মহানন্দ! বিধানজননী মা আনন্দময়ী তাঁহার পবিত্র হস্তে বিধান বিশ্বাসের স্বর্ণশৃঙ্খলে তাঁহার অত্রতা দীন দরিদ্র সন্তানগনকে বন্দী করিয়া বিধান তরুর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় দান করিবেন এবং তাঁহারাও পরস্পরে পরিচিত ভ্রাতা এবং বন্ধু হইয়া একত্রাবস্থান করিবেন ইহা কি সামান্য আনন্দের বিষয়? হৃদয় বাবু স্বীয় সুরুচি সহকারে উপাসনাস্থানটী অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত করেন। এদিকে শুভ সময় সমুপস্থিত হইল—বিশ্বাসিগণ স্নাত হইয়া ধীরে ধীরে আগমন পূর্ব্বক স্ব স্ব স্থান পরিগ্রহ করিলেন। ফকির বাবুই সেই দিবস আচার্য্যের কার্য্য করিবেন ইহা অবধারিত থাকাতে তিনিও যথাস্থানে উপবেশন করিলেন। নবানুরাগের প্রদীপ্ত হৃদয়ের আরাধনা প্রার্থনা সকলেরই চিত্তকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এতাবস্থায় উপাসনার প্রথমাঙ্গ সমাপ্ত হইলে বিশ্বাসিগণ একে একে পবিত্র শ্রীনববিধানে স্ব স্ব বিশ্বাস প্রকাশ করিয়া মা বিধান জননীর শ্রীচরণ সমীপে প্রার্থনা করেন। বিশ্বাসিগণ মার প্রেমে বদ্ধ হইলে যাহা গঠিত হইল তাহা "শ্রীনববিধান মণ্ডলী" নামে অভিহিত হউক এই মর্ম্মে পরিশেষে বেদী হইতে প্রার্থনা হয়। এই দিবস রাত্রিতেই নবপ্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর আচার্য্য পদে

ফকির বাবু যথাবিধি অভিষিক্ত হন। পাঠক বন্ধু! উপরি উক্ত বিশ্বাসিগণের নাম অবগত হইতে স্বভাবতঃ হয়ত সমুৎসুক। এজন্য তাঁহাদের নাম নিম্নে লিখিত হইলঃ—

(১)	শ্রীযুক্ত পাণ্ডব নাথ সিংহ—	}	রাইতড়া।
(২)	" কেদারনাথ রায়—	}	
(৩)	" আশুতোষ রায়—		খালনা।
(৪)	" হৃদয়নাথ রায়—		অমরাগড়ী
(৫)	" যশোদাকুমার রায়—		"
(৬)	" ফকিরদাস রায়—	}	"
(৭)	" এবং তাঁহার পত্নী—	}	

এক্ষণে অত্রত্য বিধানবিশ্বাসিগন মার কৃপায় যে ভাবে দলবদ্ধ হইলেন, তাহাতে তদুপরি স্থানীয় হিন্দু সমাজের বিশেষ দৃষ্টি যেন পতিত হইল। তবে কোন সূত্রাবলম্বন না করিয়া সহজে উহা কি করিতে পারে? তথাপি ঝিখিরাবাসী কয়েকটি যুবক সময় এবং সুবিধা অন্বেষণে প্রবৃত্ত রহিলেন। এমত অবস্থায় স্থানীয় নববিধানমণ্ডলীরও শারদীয় উৎসব নিকট হইল। এস্থানে ইহা অবশ্য বলিতে হয় যে জ্যৈষ্ঠ মাসে বন্ধুসম্মিলনীসভার সাংবৎসরিক উৎসব ব্যতীত এই সময় হইতে উক্ত সভার সমুদয় কার্য্যই শ্রীনববিধানমণ্ডলীর কার্য্যরূপে পরিগনিত হইতে চলিল। অতএব এই শারদীয় উৎসবই শ্রীমণ্ডলীর প্রথম শারদীয় উৎসব। শ্রীযুক্ত পাণ্ডব নাথ, হৃদয়নাথ প্রভৃতি মণ্ডলীর অন্যান্য সভ্যগণ অত্রত্য শ্রীমণ্ডলীর আচার্য্যের সহযোগী স্বরূপে আপনাদিগকে বিশ্বাস করিয়া

তৎ প্রকাশক একটী অনুষ্ঠান করেন। যার কৃপায় এই প্রথম শারদীয় উৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হয়। এই উৎসবে ধর্ম্মবন্ধু বাবু প্রিয়নাথ মল্লিক, এবং সিন্ধুদেশ বাসী প্রশান্ত চিত্ত স্বর্গীয় ভ্রাতা হিরানন্দ আগমন করেন।

এই মহোৎসব পরিসমাপ্ত না হইতে হইতেই দুই দিবস পরে ভক্তিভাজন প্রেরিত ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ পূর্ব্বক নবদ্বীপ প্রভৃতি নানা স্থান পরিভ্রমণান্তে পরিশেষে অমরাগড়ীতে পদার্পণ করেন। আহুত প্রচারক শ্রীযুক্ত নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুদিয়ালী নিবাসী হরিপ্রেমানুরাগী শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব উক্ত প্রেরিত মহাশয়ের সঙ্গে ছিলেন। হরিপ্রেমোন্মত্ত, নবীন সন্ন্যাসী মুণ্ডিত মস্তক এবং ছত্র পাদুকাবিহীন, হস্তে কমণ্ডলু এবং গৈরিক গাত্রাচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া শুভাগমন করিয়াই অত্রত্য দীনাত্মা ভগবৎ সন্তানদিগের প্রতি যথাযোগ্য স্নেহ সমাদর প্রদান করতঃ অগ্রে প্রচার কার্য্যের ব্যবস্থা হয় এই রূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। তাঁহারাও প্রফুল্ল অন্তরে প্রণত হইয়া ভক্তের অভ্যর্থনা করেন। পথশ্রমজন্য তাঁহাদের সকলেরই দেহ পরিশ্রান্ত, সুতরাং কথা হয় যে কোন ভদ্র অথচ নিকটবর্ত্তী পল্লিতে আজ প্রচার কার্য্য হইলেই ভাল হয়। নিকটবর্ত্তী ভদ্র পল্লির মধ্যে ঝিখিরা নিকটতর এজন্য ঝিখিরা গ্রামই সকলের মনোনীত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢুলি দ্বারা প্রচার সংবাদ জ্ঞাপনার্থ ব্যবস্থা করা হয়। যথাসময়ে উপাসনা ও আহারাদি সমাপন করিয়া ঝিখিরা যাত্রার উদ্যোগ হয়। গ্রামবাসিগণ যদিও ব্রহ্মোপাসনাদিতে যোগ দিতেন না

তথাপি অনুরাগ সহ সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতেন। সুতরাং ঋষিরা যাত্রাকালে অনেকগুলি ভদ্র ও সাধারণ গ্রামবাসী সঙ্গে গমন করেন। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭০।৮০ জন লোক হইবে। ঋষিরা গ্রামের মধ্যঃস্থলে কোন প্রকাশ্য স্থানে পঁহুছিতেই একটী ভদ্র বেশধারী যুবা পুরুষ সদর্পে কহিতে লাগিলেন যে "আপনারা কোথায় যাইতেছেন? যাইবেন না" "প্রেরিত" ভক্ত মহাশয় এবং তাঁহার সহযাত্রিগণ কেহ কেহ সংকীর্ত্তন আরম্ভের উদ্যোগ করেন। ইতিমধ্যে তত্রত্য জনৈক ডাক্তার ফকির বাবুকে স্বীয় ঔষধালয়ে ডাকিয়া পাঠাইলে তিনি তথায় গমন করেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ডাক্তার বাবুর ডিস্পেনসারী লোকে পূর্ণ হইয়া গেল। সুতরাং একাকী ফকির বাবু তাঁহাদের কয় জনকে কয়টী কথা কহিতে পারেন, বিশেষতঃ যাঁহারা বুঝিবেননা তাঁহাদিগকে বুঝাইতে বা কে সক্ষম? পরিশেষে তিনি কিছুতেই তাঁহাদিগকে প্রশমিত করিতে না পারিয়া অগত্যা এক প্রকার নিরাশ হইয়াই প্রত্যাগত হন। পাঠকবন্ধু দেখুন যে এক্ষণে সংসার অতীব বীভৎস মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কীদৃশ আচরণে প্রবৃত্ত! সংকীর্ত্তনের মৃদঙ্গ বাজিতেছে "প্রেরিত" ভক্ত মহাশয় সেই দলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া কার্য্যারম্ভের শুভসময় প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইতিমধ্যে ফকির বাবু ডিস্পেনসারী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া একটি ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণের সহিত কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে একটী বালক এক হাঁড়ি দুর্গন্ধ যুক্ত কর্দ্দম লইয়া "প্রেরিত" মহাশয়ের গাত্রে দিবার অভিপ্রায়ে

দৌড়িয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে ফকির বাবু সেই ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণকে মিষ্ট পরিহাস-চ্ছলে দুই একটী কথা বলাতে ভট্টাচার্য্য লজ্জিত হইয়া দৌড়িয়া গিয়া সেই বালকের হস্ত হইতে সেই বিষ্টাসম কর্দ্দমের হাঁড়ি ফেলাইয়া দেন। ইত্যবসরে ফকির বাবু "প্রেরিত" মহাশয়ের সমীপস্থ হইয়া প্রতিপক্ষ দলের অপ্রশমনীয়তা বিষয় নিবেদন করিলেন। ইতি মধ্যে দৃষ্ট হইল যে কিঞ্চিৎ দূরে প্রায় দুই তিন শত লোক দলবদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তন্মধ্যে ১৫।১৬ টী ঢুলী মদ বা তাড়ি খাইয়া এমনি ভাবে ঢোল বাজাইতেছে যে সে শব্দ শুনিলে কাণ ফাটিয়া যায়। বলিতে লজ্জা হয় যে ভদ্রবেশধারী কেহ কেহ আপনারাও পানসুখে বঞ্চিত হয়েন নাই। ঢোলের শব্দেই ত প্রাণ আকুল, তাহার উপর সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক পাঁচ ছয় শত লোকের কোলাহল এবম্প্রকার অবস্থায় ঐ প্রকাণ্ড দলটী ঢুলীগুলাকে দক্ষযজ্ঞের শিবানুচরগণের ন্যায় সাজাইয়া বিকটচিৎকার করিয়া নাচিতে নাচিতে যথাস্থানে উপস্থিত হইল। এদিকে সংকীর্ত্তনকারী ভক্তদল অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘোড়ার বিষ্টা, ধূলা ও খোলা কুচির আঘাত অকাতরে সহ্য করিয়া হরিগুণকীর্ত্তনেই প্রবৃত্ত। একপক্ষে প্রাণাধিক পূজনীয় প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গের আদরের শ্রীখোল মধুর ধ্বনি সহকারে ভক্তবৃন্দের প্রাণে আনন্দ বর্ষণ করিতেছে, পক্ষান্তরে সংসার তাহার বিবিধ মদে প্রমত্ত অনুচরগণের স্কন্ধে ঢোল পরাইয়া অপূর্ব্ব নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। ক্রমশঃ প্রকাণ্ড দলটা ভক্তদলকে পরিবেষ্টন করিয়া পূর্ব্ববৎ নৃত্য চীৎকার করিতে লাগিল। ইহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া পরিশেষে তাহারা ঢলিয়া ঢলিয়া গায়ে পড়িতে আরম্ভ করিল। অনেকেরই

মুখে সুরাগন্ধ, তাহাতে ঐ রূপ আচরণ। কি ভয়ঙ্কর কুৎসিত দৃশ্য!! এই রূপ অবস্থায় আর কিছু উপায় নাই এবং সন্ধ্যা সমাগত ইহা দেখিয়া ভক্তদল ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া পথান্তরে যাইতে চেষ্টা করিলেন; সংসার-মদ-মত্ত দলটীও তদবস্থ থাকিয়াই ঢোল বাজাইয়া চীৎকার করিতে করিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। অনন্তর ভক্তদল হরিগুণকীর্ত্তন করিতে করিতে ঝিখিরা ত্যাগ করিয়া যখন রাউতড়া গ্রামে প্রবেশ করিলেন তখনও প্রতিপক্ষদল ক্ষান্ত নহে। পরিশেষে সংকীর্ত্তন শেষ করিয়া রাউতড়ার বহির্ভাগে ক্ষুদ্র নদী পার হইয়া যখন ভক্তদল অমরাগড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন তখন প্রতিপক্ষ দল তাহাদের সুরুচির পরিচায়ক "যো" "যো" শব্দে গগন ভেদ করিয়া নিবৃত্ত হয়। বিশেষ দুঃখের বিষয় এই যে এইরূপ প্রতিকূলাচরণের নেতৃগণের মধ্যে কেহ কেহ তত্রত্য হরি-সভার প্রধান সভ্য। হায়! তাঁহারা যদি এইরূপ বিকৃতাচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বধর্ম্মানুরাগ চরিতার্থ করিতে নিষ্ঠাবান্ হইয়া সাধনে রত হইতেন তাহা হইলে কি সুখেরই বিষয় হইত। আপনারাও কৃতার্থ হইতেন দেশও পবিত্র হইত।

পর দিবস উপাসনাকালে ভক্তের কাতর প্রার্থনায় কাহার প্রাণ না কাঁদিয়াছিল? সে দিনকার উপাসনা যথার্থ প্রাণপ্রদ। পরে মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে জয়পুর গ্রামে সকলে গমন করেন। বলা বাহুল্য যে স্থানীয় ব্রাহ্মগণ সকল স্থানেই "প্রেরিত" ভক্ত মহাশয়ের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। জয়পুর নিবাসী বাবু গোলানাথ মণ্ডল প্রমুখ তত্রত্য ভদ্র মণ্ডলী তাঁহাদিগকে অতি আদরে গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন ও হরি প্রসঙ্গাদি কার্য্যের বিধিমতে

আয়োজন করিয়া দেন। পর দিবস তন্নিকটবর্ত্তী খাল্না গ্রামে প্রচার যাত্রা হয়। খাল্না নিবাসী হিন্দু ব্রাহ্মণ-সজ্জনগণ যে কিছুতেই পশ্চাৎ পদ হইয়া ছিলেন তাহা নহে। তাঁহারাও সমধিক আদরের সহিত "প্রেরিত" মহাশয়কে গ্রহণ করিয়া ছিলেন। এই দুই গ্রামে প্রচার কার্য্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। যদিও "প্রেরিত" মহাশয় স্বয়ং এবং কীর্ত্তনমত্ত কুঞ্জবিহারী বাবু উপস্থিত ছিলেন তথাপি দীন ফকির দাসের নেতৃত্বে সে দিবস খাল্না গ্রামে যে মধুময় সংকীর্ত্তন হইয়া ছিল তাহার স্বর্গীয় সুন্দর চিত্র বিশ্বাসী দর্শকবৃন্দের মধ্যে অনেকেরই অন্তরে চিরকাল মুদ্রিত থাকিবে। খাল্নার কার্য শেষ করিয়া অমরাগড়ীতে প্রত্যাগমন করা হয়। পরে প্রসিদ্ধ খানাকুল কৃষ্ণনগর যাইবার অভিপ্রায়ে মধ্যে এক দিবস নতিপপুর গ্রামে অবস্থিতি করিতে হয়। ভয়ানক মড়কে গ্রামটী প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে, পীড়িত রোগীদিগের সেবার্থে দ্বারে দ্বারে হরি-নাম-গুণ-কীর্ত্তন হইলে, কোন স্থানে কয়েকটী লোক উপস্থিত হওয়াতে "প্রেরিত" মহাশয় তাহাদিগকে দুই চারিটী ধর্ম্মকথা বলেন। এই অবকাশে বলিয়া রাখি যে, যে সময়ে সুবিধা পাইতেন, "প্রেরিত" মহাশয় ফকির বাবুর [illegible] স্থানীয় সমাজ ও তত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা কহিতেন। দেখিলে মনে হইত দুইখানি হৃদয় তন্মধ্যে একখানি অপর খানিকে আকর্ষণ করিতেছে এবং অপরখানি একেতে মুগ্ধ হইতেছে। ভক্তের আশীর্ব্বাদ নাকি মহামূল্য ধন এজন্য এস্থানে একটী কথা উল্লেখ করিতে হইল। পথিমধ্যে কোন কৃষক কর্ত্তৃক "প্রেরিত" মহাশয় জিজ্ঞাসিত হইলে "আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক" ইহা বলিয়া

তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করেন; তাহাতে অজ্ঞ কৃষক বোধকরি বুঝিতে না পারিয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করে যে "তোমরা কি * * বাবুর লোক" ইহাতে "প্রেরিত" মহাশয় "হাঁ" এই কথা উত্তর দান করিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া আসিয়া আপন প্রিয় ফকির দাসের মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কতই আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন যে "আজ এই প্রদেশে তোমার নামে আমাদিগকে পরিচিত হইতে হইল, অতএব শ্রীহরির কৃপায় তুমি এই প্রদেশে তাঁহার পবিত্র নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হও"। সে যাহা হউক পর দিবস সূর্য্যোদয় না হইতেই তাঁহারা কৃষ্ণনগরাভিমুখে যাত্রা করেন। মহাত্মা রাজা রাম মোহন রায়ের পুরাতন বাটীতে তাঁহারা উপনীত হইলে তাঁহার পৌত্রদ্বয়ের মধ্যে কেহ বাটীতে না থাকায় তাঁহাদের মেনেজার শ্রীযুক্ত গোপাল বাবুই সকলকে সসম্মানে গ্রহণ করিয়া ঐ বাটীতেই আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে কৃষ্ণনগরের পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় আগমন করেন। তিনি বিশেষ সমাদরের সহিত কত কথাই কহিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সদাশয়তা অতীব প্রশংসনীয়। বাজারে বক্তৃতা হইলে তিনি এবং গোপাল বাবু মহাশয় দুই জন যেন পথ প্রদর্শক হইয়া গ্রামের নানাস্থানে সংকীর্ত্তনকারী ভক্তদিগকে লইয়া গিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পথিমধ্যে মহাত্মা কণাদের আদি বাটীতে প্রবেশ করা হইয়াছিল। পর দিবস রাজহাটী যাত্রা।

এখানকার ব্যাপার অতীব অদ্ভুত। যথাস্থানে প্রায় দুই সহস্র লোক উপস্থিত; এমত সময়ে "প্রেরিত" মহাশয় বক্তৃতা

আরম্ভ করেন। ভক্তমুখে হরিগুণ মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সহস্র সহস্র লোক 'হরি হরি' ধ্বনি করিয়া আকাশকে নিনাদিত করিতে লাগিল। দীর্ঘ কাল নাম মাহাত্ম্য শ্রবণে উৎফুল্ল-প্রাণ-শ্রোতৃবর্গের অন্তরে অধিকতর সুধাবর্ষণের অভিপ্রায়ে শ্রীহরি তাঁহার সদা প্রেমোন্মত্ত শ্রীগৌরাঙ্গকে সঙ্গে লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মুদিয়ালী নিবাসী ভক্ত কুঞ্জবিহারী দেব শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন কৃষ্ণনগর গমন করিতে পারেন নাই। 'প্রেরিত" মহাশয় ও সে দিবস কিছু অধিক পরিশ্রান্ত সুতরাং সংকীর্ত্তনের বাহ্যতঃ অধিক ভারই দীনাত্মা ফকির দাসের উপর পতিত হয়। হরিগুণ মাহাত্ম্য শ্রবণে উথলিত প্রাণে যখন তিনি উচ্চরবে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন তখনই প্রথমে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। আহা! কৃপাময় শ্রীহরির কি অপার করুণা! দেখিতে দেখিতে নিমেষ মধ্যে সেই প্রেমোন্মত্ততা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। জানি না কে কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন কিন্তু দেখা গেল যে প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানি মধুর মৃদঙ্গ লইয়া প্রায় চারি শত লোক উন্মত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত দলে যোগ দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পল্লিগ্রামে সেরূপ ব্যাপার প্রায় দৃষ্ট হয় না। এপ্রকার অবস্থায় সেই সমস্ত লোক রাজহাটী হইতে নিকটবর্ত্তী সেনহাট গ্রামে গমন করেন। তথায় উপনীত হইলে বিশেষ অনুরোধ হেতু ফকির বাবু এবং বাবু নন্দ লাল বন্দোপাধ্যায় কিছু কিছু হরি কথা বলিতে বাধ্য হন। পরে কিঞ্চিৎকাল কীর্ত্তন হইলে রাত্রি প্রায় ২ টার সময় কার্য্য সমাপ্ত হয়। অনন্তর তাঁহারা সাদরে নিমন্ত্রিত হইয়া একটী দরিদ্র ভক্তিমান্ গোপ গৃহে গমন

করেন। রাত্রি প্রায় অবসান্ এমত সময়ে তথায় ভক্তসেবা হয়। জলন্ত উৎসাহে যাঁহার প্রাণ সদা প্রদীপ্ত, তিনি অলস হইয়া বসিয়া থাকিবার লোক নহেন। রাত্রি প্রভাত হইল, "প্রেরিত" মহাশয় বলিলেন যে আজ অমরাগড়ী প্রত্যাগমন করা যাউক। অমনি তৎক্ষণাৎ সকলেই প্রস্তুত হইলেন। পথিমধ্যে অতি বিস্তীর্ণ জলরাশি উত্তীর্ণ হইবার যে কি ভয়ঙ্কর ক্লেশ তাহা বর্ণনাতীত। রাত্রিতে নিদ্রা নাই; পূর্ব্ব দিবস সেই মহা-সংকীর্ত্তনে দেহ কি প্রকার অবস্থায় অবস্থিত সহৃদয় পাঠক বন্ধু ভাবিয়া দেখিবেন। তাহার পর প্রায় দেড় মাইল পথ দুই তিন ফিট গভীর জল ও কাদা পার হইয়া যাইতে হইতেছে। স্থূলকায় কুঞ্জবিহারী বাবু তাঁহার হরি প্রেমানুরাগ জন্য বিশ্বাসীমণ্ডলী মধ্যে বিশেষ ভাবেই পরিচিত আছেন। এই নিদারুন কষ্টের সময়ে মাঝে মাঝে তাঁহার নাম অধিক বারই স্মরণ হইতে লাগিল যে ভাগ্য ক্রমে তাঁহার আসা হয় নাই; তিনি আসিলে কি মহাবিপদেই পড়িতে হইত! যাহাহউক প্রাণান্তকর ক্লেশের পর সকলে অমরাগড়ীতে বেলা প্রায় আড়াই প্রহরের সময় উপনীত হয়েন। স্নান অন্তে উপাসনা ও ভোজন।

পরদিবস ফকির বাবুর পিতৃদেব মহাশয়ের সদর বাটীতে কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। সে দিবস "প্রেরিত" ভক্তের শ্রীমুখে "মা" নাম মাহাত্ম্য শ্রবণ হৃদয়োন্মত্তকর হইয়াছিল। লিখিতে লিখিতে মনে হইতে লাগিল যেন সে নেশা এখন ও সম্পূর্ণ রূপে যায় নাই। অনন্তর আমতা যাত্রা।

তৎকালে তত্রত্য জনসমাজের শ্রদ্ধাভাজন মুনসিফ বাবু অনন্ত রাম ঘোষ "প্রেরিত" মহাশয়ের একটী পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু।

সুতরাং তাঁহার অভ্যর্থনা সুমিষ্ট এবং কার্য্যে অনুরাগ প্রদর্শন সমধিক হইবে ইহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই সময় হইতে অমরাগড়ীর প্রতি মুন্সিফ বাবুর বিশেষ দৃষ্টি পতিত হয়। আমতার প্রচার কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে পরদিবস খড়িয়প গ্রামে বসু বাবুদিগের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। খড়িয়প বসু পরিবারের অলঙ্কৃত চূড়া স্বরূপ বাবু অম্বিকা চরণই স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া সকল বন্দোবস্ত করিয়া দেন। অনন্তর নিশ্চিন্ত পুর গ্রামে প্রচার কার্য্য।

এখানকার ব্রাহ্মন এবং কায়স্থ ভদ্র বংশীয়গণ সকলেই বিশেষ সমাদর সহ ভক্তদলকে গ্রহণ করিয়া প্রচার কার্য্য সম্বন্ধে উত্তমরূপে সহায়তা করেন। পরদিবস নৌকাযোগে "প্রেরিত" মহাশয় এবং তাঁহার বন্ধুগণ আমতা হইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। ফকির বাবু ও ভ্রাতৃবন্ধুগণ সঙ্গে বাটী প্রত্যাগমন করেন। এতাধিক কাল মহানন্দের পর বিদায় কালের যথার্থ হৃদয় বিদারণ দৃশ্য দর্শন করিয়াছিলাম বটে কিন্তু কে কাহার মুখ পানে তাকাইয়া অশ্রু বর্ষণ করেন তাহার নির্দেশ এখন আর কে করিবে?

আমাদের মণ্ডলীস্থ কোন সুরসিক ভক্ত বলিয়া থাকেন যে "প্রচারে বাহির হইলে একবেলা ভাত আর একবেলা লুচি কেহ ছাড়ায় না"। কথাটা প্রায় অনেক স্থলেই সত্য বটে। এমত পল্লিগ্রাম সমূহে ও দরিদ্র অমরাগড়ী ব্যতীত অন্যত্র প্রায় কোন স্থানেই লুচি ইত্যাদি বড় দুষ্প্রাপ্য হয় না। এস্থানে আর একটী কথা বলিয়া রাখি যে পাঠক বন্ধু মনে করিবেন না প্রথমোক্ত গ্রাম ব্যতীত অন্যান্য গ্রামবাসী ভদ্র মহাশয়গণ হিন্দু

ধর্ম্মের চক্ষুঃসীমার অন্তর্গত নহেন। তাঁহাদের অনেকেই অতীব নিষ্ঠাবান্ এবং স্বধর্ম্মানুমোদিত সদাচার সম্পন্ন। তবে ঝিখিরা বাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া সুরুচির পরিচয় দিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত ইঁহাদের আচরণ বিষয়ে এতাধিক প্রভেদ যে কেন লক্ষিত হইল তাহার কারণ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানই জানেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এই সময় হইতে ঝিখিরা বাসীগণ উপর্যুপরি জাতীয় সভা আহ্বান করিয়া ব্রাহ্মদিগকে শাসন করিবার জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে স্বধর্ম্মানুরাগী যুবক দুই একটীই দৌত্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। কোন্ কোন্ ব্যক্তি থাল্না প্রভৃতি কোন কোন্ স্থানে কি ভাবে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন এস্থলে তাহা উল্লেখ করিতে আমরা নিতান্ত অনিচ্ছুক। তবে ইহা বলিতে আমরা কখন ক্ষান্ত হইব না যে বিধাতার এমনি করুণা এবং কৌশল, সংসার স্বীয় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া যে সমুদয় উপায় উদ্ভাবন করিত, তৎসমুদায়ই তাহার চক্ষের সমক্ষে প্রথমতঃ আকাশে হাউইর মত উঠিত বটে কিন্তু নিমেষ মধ্যে প্রমাণ হইত যে সে সমুদায়ের আর কিছুই নাই, কেবল অবশিষ্ট ভস্ম আর কাঠি। যাহা হউক ঝিখিরা বাসীগণ শত্রুবেশে স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের জাতীয় সভা হইতে বেতন

ভোগী বৈষ্ণব খুলীদিগকে জাতিচ্যুতির ভয় প্রদর্শন করিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের কার্য্য করিতে নিষেধ করেন সুতরাং তাহারা ও কার্য্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বেগশালিণী স্রোতঃস্বিনীর গতি কে অবরুদ্ধ করিবে? বিধাতা তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানমণ্ডলীর মধ্য হইতে এমনই সুদক্ষ সুন্দর যুবা পুরুষত্রয় রচনা করিলেন যে তাঁহারা অমরাগড়ীর ব্রাহ্মমণ্ডলীর এবং স্থানীয় জনসমাজের সেবার্থে প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের অনেক স্থলেই অদ্যাবধি তাঁহার সেবার্থে ব্যবহৃত হইতেছেন। যে বেতনভোগী খুলীদিগকে সংবৎসর মধ্যে অতি অল্প দিন পাওয়া যাইত একনে বিপক্ষতাচরণের মধ্য হইতে সুকৌশলী বিধাতা এমনি রত্ন তাহাদের পরিবর্ত্তে দান করিলেন যে সে ধন নিত্য ভাঙ্গাও আর নিত্য সম্ভোগ কর। কত গভীর আনন্দ! এজন্য বলি হায়! শত্রুতা! তোমাকে চুম্বন করি; শত্রুভাই! তোমাকে নমস্কার করি।

একদা ফকির বাবু বালক ত্রৈলক্য নাথকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন যে তুমি নাকি কিছু বাজাইতে পার? তাহাতে সে বালক লজ্জায় মস্তক অবনত করিয়া চুপ করিয়া রহিল। পরে তিনি তাহাকে তাঁহাদের দৈনিক প্রাতঃকালীন উপাসনার সময়ে আসিয়া খোল বাজাইতে অনুমতি করিলেন এবং আরো ইহাও বলিলেন যে তুমি কোন কারণে লজ্জা ভয় করিও না। সরল মতি বালক কিছু সাহস এবং আদর পাইয়া প্রতিদিন যথাসময়ে আসিয়া যেমন তেমন করিয়া চেষ্টা করিতে লাগিল। শিক্ষক নাই, তেমন সহায় নাই, তথাপি জানি না, বিধাতা কি অপূর্ব্ব কৌশলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ক্ষুদ্র বালককে বৃদ্ধের

কার্য্যের উপযুক্ত করিয়া দিলেন। তখন বালক ত্রৈলক্য নাথ পাকা লোকের মত মধুর মৃদঙ্গ বাজাইয়া প্রাণে কত অধিক সুখ ও আনন্দ দান করিতে লাগিলেন। বালক ত্রৈলক্য অতি অল্প কাল মধ্যে তাঁহার স্বাভাবিক সুমধুর কণ্ঠে ব্রহ্মসংগীত ও সংকীর্ত্তন শিক্ষা করিতে লাগিলেন কিছু দিন পরে তাঁহাকে সমাজ সম্বন্ধীয় একটী গুরুতর কার্য্যে ব্যবহৃত হইতে হইয়াছিল। নির্ম্মল চরিত্র ত্রৈলক্য নাথের শিক্ষকতার উপর নির্ভর করিয়া অত্রত্য বালিকা বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হয়। এই রূপে কৃপাময় বিধাতা তাঁহার বিশ্বাসীমণ্ডলীকে নানাভাবে শোভিত করেন।

সংসারের প্রতিকূলাচরণের অত্যাঘাত সহ্য করিলে, যদি দয়াময় শ্রীহরির কৃপাগুণে এমন সুখদ সামগ্রী সম্ভোগের অধিকার এবং সুবিধা পাওয়া যায় তবে দুর্ব্বল মানবের সামান্য শত্রুতাচরণকে ভয় করিয়া যে ব্যক্তি অবিশ্বাসী হইয়া আপনাকে দেব প্রসাদে বঞ্চিত করে তাহার জীবন ও জন্মে শত ধিক! সংসার স্বীয় স্বভাব গুণে শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইল কিন্তু পক্ষান্তরে মঙ্গলময় বিধাতা তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানগণের কার্য্যে অপ্রতিহতবেগ এবং হৃদয়ে প্রভূত বল সঞ্চার করিয়া দিলেন। সুতরাং অধিকতর অনুরাগ সহকারে সমুদায় কার্য্যই নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল; দলটী ও দিন দিন পরিপুষ্ট হইতে লাগিল। যাঁহারা পূর্ব্বে দর্শক মাত্র ছিলেন তাঁহারা উপাসকের স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়েই দুইটী যুবা সহোদর তাঁহাদের পিতার গৃহ হইতে তাড়িত হয়েন। আহা! সে কত উৎসাহ! কত উদ্যম! স্মরণেও হৃদয় নৃত্য করে।

সন ১২৮৯। মাঘ

মা অভয়ার অভয় পদে যে ব্যক্তি প্রাণ সপিয়াছে, তাঁহাকে ভয় প্রদর্শন দ্বারা কে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতে বিরত করিতে পারে? পবিত্র মাঘোৎসব নিকট হইল ফকির বাবুও মহোৎসবে যোগ দিবার জন্য তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিনী সহ কলিকাতা যাত্রা করিলেন। এবার তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ যশোদাকুমার স্বীয় পত্নীসহ গমন করেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে কেবল কথায় নাকি কিছু হয় না, সুতরাং এসময়ে তেমন কোন কথাও হয় না। যাহা হউক তাঁহারা মার কৃপায় নিরাপদে মহানগরীতে পঁহুছিয়া আচার্য্য ভবনে গমন করেন। শুনাগেল যে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রতি আচার্য্য পত্নীর প্রশস্ততর স্নেহ প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি ফকির বাবুর দুঃখিনী পত্নির প্রতি "বৌমা" সম্বোধন স্নেহ সমাদর প্রকাশ করিয়া কত কথাই কহিতেন। তিনিও আচার্য্য পত্নীর সস্নেহ ব্যবহারে অত্যন্ত সুখী ও প্রীত হইয়া তাঁহার নিকটে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। এবার তাঁহারা শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু "প্রেরিত" মহাশয়ের বাটীতেও বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হয়েন "প্রেরিত" বাবু মহেন্দ্র নাথ বসুর পত্নীও তাঁহাদিগকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় স্নেহ করিতেন। উৎসব সমাপন দিবসে পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেব স্বয়ং স্বহস্তে মোহনভোগ প্রসাদ সকলকে প্রদান করিতেন। তিনি বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রসাদ বিতরণ করিতেছেন এমত সময়ে আচার্য্য পত্নী আচার্য্য দেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন যে অমরাগড়ীর বৌমাদিগকে উত্তমরূপে আশীর্ব্বাদ কর যদ্দ্বারায় তাঁহারা তথায় মার নামে জয় গান করিয়া

কৃতার্থ হইতে পারেন। আচার্য্য-দেব তাঁহাদের হস্তে প্রসাদ প্রদানান্তে প্রশান্ত বদনে সুমিষ্ট বচনে কহিলেন যে "এখনও কি আমার আশীর্ব্বাদ বাকী আছে? অমরা গড়ীতে মার বিধানের জয় হউক আমি দেখিয়া সুখী হই"। আহা! তাঁহার সস্নেহ শুভাশীর্ব্বাদ কি পূর্ণ হইবে? এবারও তাঁহারা দুই ভগিনী উৎসবের প্রসাদামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই রূপে দরিদ্র অমরাগড়ী ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের নিকট পরিচিত হইল।

সন ১২৮৯। ফাল্গুন।

অত্রত্য শ্রীনববিধান মণ্ডলীর সাম্বৎসরিক উৎসব নিকট হইল। স্থানীয় সমগ্র বিশ্বাসী হৃদয় একেবারে বাজিয়া উঠিল। মণ্ডলীর সভ্যগণ প্রায় সকলেই যথাসময়ে আগমন করিলেন এবং যাঁহারা প্রত্যহ রাত্রিতে উপাসনা ও তত্ত্বালোচনাদিতে উপস্থিত হইতেন তাঁহারাও এক্ষনে বিশেষ অনুরাগ সহকারে উৎসবে যোগদান করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয়ের উচ্ছাসে ও মহাতরঙ্গ সমুত্থিত হইল। ভক্তগণ প্রাণ ভরিয়া উৎসবামৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইলেন। উপাসনা কীর্ত্তন এবং সৎপ্রসঙ্গাদিতে অনেকেই আপনাদিগকে উপকৃত বোধ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহার জীবনে নবীনতর ভাবের লক্ষণ ও প্রকাশ পাইয়াছিল। উৎসবান্তে কতিপয় দিবস গতে একদা হটাৎ কে জানে, কোন দুষ্টলোক "পূর্ব্বোক্ত কাছারী বাটীর" ভিতরস্থ কুটরী হইতে স্থানীয় সমাজের ২০।২৫ খানি সুন্দর সুন্দর লিখিত পতাকা এবং কতকগুলি পরিধেয় বস্ত্র চুরি করিয়া লইয়া যায়। শুনাগেল যে সে দুষ্ট সকলই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। অব্যবহিত পরে

একটী অতীব ভীষণ ব্যাপারের সূচনা হয়। এ সময়ে ফকির বাবু কোন বিশেষ ব্রত জন্য স্বহস্তে রন্ধনাদি করিতেন। একদা ভোজনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই কোন বিশ্বাসী লোক বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া তাঁহার নিকট এই সংবাদটী আনয়ন করে যে যখন রাত্রিতে উপাসনা করিয়া তিনি একাকী বাটী যাইবেন সেই সুযোগে কোন ধনবান ব্যক্তির প্ররোচনায় কয়েকটী দুষ্ট লোক তাঁহার প্রাণ সংহারের সঙ্কল্প করিয়াছে। হঠাৎ এই ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি কিঞ্চিৎকাল স্থির হইয়া রহিলেন। অনন্তর পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্যদেবের নিকট এই সংবাদ দিবার জন্য তাঁহার কলিকাতাস্থ কোন বন্ধুকে পত্র লিখিয়া তৎক্ষণাৎ ডাকযোগে পাঠাইয়া দেন। পরে তাহার তৃতীয় সহোদর শ্রীমান্ যশোদা কুমারকে আমতার মুন্সিফ বাবু অনন্ত রাম ঘোষের নিকট পাঠাইয়া দেন। তৎকালে অনন্তরাম বাবু যে প্রকার সাধুতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা চিরস্মরণীয়। তিনি স্বইচ্ছায় পুলিষ ষ্টেশনে আগমন করিয়া যে ভাবে কয়েকটী কথা বলিয়াছিলেন তাহাতে পুলিষ জাগ্রত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে ত্রুটী করে না। এদিকে আচার্য্যদেব এই ভীষণ সংবাদ পাইবামাত্র "প্রেরিত" অমৃত বাবু মহাশয়কে ডাকিয়া পাঠান। তিনি উলুবেড়ীয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে লইয়া অমরাগড়ী আগমন জন্য প্রস্তুত হইয়া আচার্য্য-দেব সমীপে আগমন করেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য-দেব বলিলেন যে "যখন পরীক্ষা আসিতেছে তখন পরীক্ষা বহনের ক্ষমতা বিধাতা পূর্ব্বে দিয়াছেন; আমাদের কেহ গিয়া তাঁহাদের প্রাপ্য গৌরবের অংশ লওয়া ঠিক নহে; দেখা যাউক চিন্তা

কি ?" আচার্য্যদেবের এই কথাতে "প্রেরিত" মহাশয় নিরস্ত হইয়া তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া ফকির বাবুকে একখানি আশীর্ব্বাদ সুচক পত্র লেখেন। বড় দুঃখের বিষয় বহু অনুসন্ধানেও সে পত্রখানি এক্ষনে পাওয়া গেল না। যাহা হউক সায়ংকালীন সমবেত উপাসনাদি পুর্ব্ববৎ অপ্রতিহত বেগেই চলিতে লাগিল। এস্থলে সত্যানুরোধে এই কথা বলিতে হয় একদা ফকির বাবু ঈশ্বরাদিষ্ট হইয়া অতি অসহায় অবস্থায় সন্ধ্যাব সময়ে সেই ধনবান বাবুর বাটীতে গমন করিয়া ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ দিয়া আসেন। কথোপকথন কালে তিনি তাঁহাকে বারম্বাব স্পষ্টরূপে বুঝিতে দিয়াছিলেন যে কোন প্রকারে তিনি তাঁহার গৃহে মিথ্যা সন্তোষ সাধন জন্য আসেন নাই। ভগবানের শুভাশীর্ব্বাদ দানই অদ্যকার বিশেষ অভিপ্রায়। সে দিবস পরিজনবর্গের কত ভয়ানক আশঙ্কার প্রতিকূলেই তাহাকে একার্য্য করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক দয়াময় শ্রীহরির কৃপাগুনে সকলই সফল হয়। নিরাপদে সে দিবস তিনি বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া রাত্রিতে মহানন্দে সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

১২৯০। চাক্রবৎ ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় শ্রীমণ্ডলীর শারদীয় উৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। এই মহোৎসবে ফকিরদাস অতি দীনভাবে মণ্ডলীস্থ সভ্য বন্ধুগণের এবং সমাগত ভক্তগণের পদপ্রক্ষালন করিয়া দেন; এবং তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিনী স্বীয় মস্তকাভরণ বিশেষ বিক্রয় করিয়া সভ্য বন্ধুগণকে গৌরীক উত্তরীয় প্রদান করেন। উৎসবের কার্য্য চলিতেছে এমত সময়ে "প্রেরিত" ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত লাল বসু মহাশয় বার জেরটী বন্ধু

সমভিব্যাহারে অমরাগড়ীতে আগমন করেন। নিকটবর্ত্তী কোন প্রকাশ্য স্থানে একটী বন্ধু বক্তৃতা করিতেছেন এমত সময়ে তাঁহাদের শুভাগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ফকির বাবু কতিপয় বন্ধু সঙ্গে তাহাদের অভ্যর্থনার্থে গমন করেন। "প্রেরিত" মহাশয় বন্ধুগণ সঙ্গে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া গ্রামে প্রবেশ করেন। সকলের প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সমাদর প্রদত্ত হইলে ভক্তি ভাজন "প্রেরিত" মহাশয় সেই দিবসের কার্য্যস্থানে গমনের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। এদিকে বক্তৃতান্তে স্থানীয় বন্ধুগণও সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। দুই দলে মিলিত হইলে মহানন্দে কীর্ত্তন যেন পুনরারম্ভ হইল। ইহাতে নবীন ভাবের উত্তাল তরঙ্গ সমুত্থিত হয়। ভক্তদল বাটী প্রত্যাগমন করিলে বহুক্ষণ ঐরূপ প্রমত্ত সংকীর্ত্তনান্তে ঐ দিবসের কার্য্য শেষ হয়।

পরদিবস ভক্তগণ স্নাত হইয়া ফকির বাবুর পিতৃদেব মহাশয়ের বহির্বাটীতে উপাসনা করেন। অবশ্য "প্রেরিত" মহাশয়ই বেদীর কার্য্য করিয়াছিলেন। তিনি মার প্রেমে বিগলিত হৃদয় হইয়া তাঁহার শ্রীপদ ধারণ পূর্ব্বক এই দরিদ্র প্রদেশের সেবার জন্য বিশেষভাবে একটী সেবকদল ভিক্ষা করেন। শুনিয়াছি ভক্তের এই প্রাণগত প্রার্থনার ফল স্বরূপ বিধাতার করুণা বণা দানাত্তা ফকির দাসের হৃদয়ে বীজাকারে প্রবিষ্ট হয়। বিধাতা কর্ত্তৃক প্রোথিত অমোঘ বীজ কথনই ব্যর্থ হইবার নহে। বিশ্বাসী পাঠক প্রশান্ত চিত্তে ক্ষণকাল প্রতীক্ষা করুন। মার পবিত্র বিধানে এ বীজ অঙ্কুরিত বৃক্ষে পরিনত এবং সেই বৃক্ষটীও ফল ফুলে সুশোভিত হইয়া

তিনি অচিরেই দর্শন করিতে পারিবেন।

অনন্তর ভক্তিভাজন "প্রেরিত" মহাশয় বন্ধুগণ সঙ্গে "জয়পুর ইংরাজী স্কুল" গৃহে পর দিবস উপাসনা ও আহারাদি সমাপন করিয়া অপরাহ্ণে থলিগা হইতে দামোদর নদের উপর দিয়া নৌকা যোগে কলিকাতা যাত্রা করেন। উৎসবের অবশিষ্ট কার্য্য পশ্চাতে সম্পন্ন হইলে কতিপয় দিবস গতে হৃদয় বাবু স্থানীয় কয়েকটী উপাসক বন্ধু সঙ্গে খাল্‌না, বাইনান, চাকুর, মুগকল্যান, প্রভৃতি গ্রামে একপক্ষকাল স্থানীয় শ্রীমন্দিরের জন্য ভিক্ষা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করেন। যদিও অল্পকালস্থায়ী তথাপি ইহাই প্রথম চেষ্টা। অনন্তর কয়েক মাস পরে শ্রীমান্ নটবর প্রভৃতি বন্ধুগণ মিলিত হইয়া উত্তর পাড়া গ্রামে কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করেন।

উৎসব পরিসমাপ্ত হইলে কিছুদিন মধ্যেই হৃদয় বাবুর দ্বিতীয় কন্যাটী অতিশয় কঠিন পীড়াতে আক্রান্ত হন। ইতিপূর্ব্বে তাহার প্রথম পুত্রটী দুঃখিনী জননীকে গভীর শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া প্রস্থান করেন। পুত্রশোক কিছুমাত্র প্রশমিত না হইতে হইতেই পুনরায় এই বিপদ সমুপস্থিত। স্থানীয় চিকিৎসকগণের চিকিৎসা ফলপ্রদ না হওয়াতে এবং স্থান বিশেষ হইতে বিশেষ সাহায্যেরও আশা প্রাপ্ত হইয়া তাহারা পতিপত্নী উভয়ে দুইটী কন্যাকেই সঙ্গে লইয়া দ্বিতীয়াটীর চিকিৎসার জন্য কলিকাতা যাত্রা করেন। এই বিপদ কালে কোন কোন বন্ধু কৃপাকরিয়া কিছু কিছু অর্থানুকূল্যও করিয়াছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ও স্নেহ জন্য বিশেষ সাহায্য করেন। ব্যক্তি বিশেষের জীবনে অর্থোপার্জ্জন প্রনালী চির অপরিজ্ঞাত

থাকাতে এবং পূর্ব্বোক্ত আশার স্থান নানা কারণে নিরাশ হইলে, সন্তানের দুঃখিনী শোকবিধুরা জননীই স্বীয় গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়াই প্রায় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। অর্থাদির অভাবে অল্পাহার প্রায় প্রতিদিন; মধ্যে মধ্যে অনাহারও গিয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী বিপদ-দুর্দ্দিনে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আত্মীয়গণ তাঁহাদের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা সঙ্কোচ করিতে প্রায় ত্রুটী করেন নাই। এক দিবস মহাবিপদ কালে শ্রীমান্ আশুতোষ রায় তাহাদের সঙ্গে ছিলেন। সে দিবস অনেকেরই সহিত সাক্ষাৎ হয় কিন্তু কেহ কিছু তত্ত্বই প্রায় লইলেন না। বিপন্ন জনের রক্ষাকর্ত্তা যিনি তিনিই শ্রীমান্ আশুতোষের হস্তে ধরিয়া তাহাকে তাহাদের সঙ্গী করিয়া দিলেন নচেৎ তাঁহারা পতিপত্নী উভয়ে জ্যেষ্ঠাকন্যাসহ যে প্রাণ সংশয় অবস্থায় পড়িয়াছিলেন তাহাতে কি জানি কি ঘটিত। কলিকাতাতেও কোন প্রকার চিকিৎসায় কিছু মাত্র উপকার হইল না। দিন দিন সন্তানটী রোগে জীর্ণ দেহ হইয়া এমনি ভয়ঙ্কর অবস্থায় নিপতিত হইতে লাগিল যে অনেকেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পিতামাতার প্রাণ কি কখন [illegible] জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারে? হস্ত সম্পূর্ণ [illegible], দেহ অধিক সময়েই অভুক্ত, এক দিন রাজবধু, আর [illegible] পতি সঙ্গে পথের ভিখারিনীর ন্যায় মৃতপ্রায় সন্তানকে [illegible] গ্রহন পূর্ব্বক স্থানান্তরে আশ্রয় পাইবার আশাতে গম্ভীর রজনীতে কলিকাতার রাজ পথে চলিতেছেন। কখনও [illegible] অনাহারের যাতনা ভুলিয়া গিয়া মৃতপ্রায় কন্যাটিকে মধ্যস্থলে শয়ন রাখিয়া আপনারা দুই জনে দুই পার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রাণাধিক

সন্তানের শেষ মুহুর্ত্ত গণণা করত অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে রাত্রি যাপন করিতেছেন ! এবম্প্রকার অবস্থা চলিতেছে এমত সময়ে দীনবৎসল বিধাতা শ্রীহরির বিশেষ করুণা ভগ্ন-হৃদয়কে স্পর্শ করিল, বিনামূল্যে অমোঘ ঔষধ হস্তগত হইল, মৃত সন্তানও দয়াময়ের অপার করুণাগুণে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল। মানুষের প্রাণগত যত্ন চেষ্টায় যাহা সাধিত হইল না, নিমেষ মধ্যে দেব কৃপাগুণে সেই অসাধ্য সাধন হইল। সেই জন্য বলি "হে দেব ! তোমার প্রসাদ বারি কি গুণ ধরে।"

ইতিমধ্যে যে হৃদয় বিদারণ মহাবিপদের কঠিন কষাঘাতে ভারতের ক্ষতবিক্ষত বক্ষ হইতে শোকশোণিত প্রবাহিত বিশ্বাসী জগতের অমূল্য রত্ন খচিত চূড়া স্খলিত, এস্থলে সে বিপদ সম্বন্ধ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহার বিশেষ কারণ অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পাইবে। গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত সন্তানকে লইয়া রাত্রি যাপিত হইতেছে, এমন অবস্থায় রাধাদাসীতে ফকির বাবুর পিতার ইটখোলাতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পূজ্যপাদ ভক্তচূড়ামনি শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দেব স্বর্গারোহন সংবাদ লইয়া সহসা উপনীত হন। এই প্রাণান্তকর সংবাদ শ্রবণ মাত্র 'আজকার মত তোমার কন্যাকে লইয়া সাবধানে থাক" এই কয়েকটী কথা মাত্র ফকির বাবু তাঁহার পত্নীকে বলিয়া উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, আশুবাবুও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। রাজগঞ্জ হইতে কলিকাতা গমণাগমনের ষ্টীমারখানি ছাড়িয়া যায় এমত সময় তাঁহারা দুই জনে প্রাণপণে দৌড়িয়া জাহাজে আরোহন করেন। কিঞ্চিৎ বিলম্ব জন্য হৃদয় বাবু জাহাজ ধরিতে পারেন

থাকাতে এবং পূর্ব্বোক্ত আশার স্থান নানা কারণে নিরাশ হইলে, সন্তানের দুঃখিনী শোকবিধুরা জননীই স্বীয় গাত্রাভরণ বিক্রয় করিয়াই প্রায় সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। অর্থাদির অভাবে অল্লাহার প্রায় প্রতিদিন; মধ্যে মধ্যে অনাহারও গিয়াছে। এই দীর্ঘকালব্যাপী বিপদ-দুর্দ্দিনে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আত্মীয়গণ তাঁহাদের স্বাভাবিক স্নেহ মমতা সঙ্কোচ করিতে প্রায় ত্রুটী করেন নাই। এক দিবস মহাবিপদ কালে শ্রীমান্ আশু-তোষ রায় তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। সে দিবস অনেকেরই সহিত সাক্ষাৎ হয় কিন্তু কেহ কিছু তত্ত্বই প্রায় লইলেন না। বিপন্ন জনের রক্ষাকর্ত্তা যিনি তিনিই শ্রীমান্ আশু[illegible]র হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গী করিয়া দিলেন নচেৎ তাঁহারা পতিপত্নী উভয়ে জ্যেষ্ঠাকন্যাসহ যে প্রাণ সংশয় অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন তাহাতে কি জানি কি ঘটিত। কলিকাতাতেও কোন প্রকার চিকিৎসায় কিছু মাত্র উপকার হইল না দিন দিন সন্তানটী রোগে জীর্ণ দেহ হইয়া এমনি ভয়ানক অবস্থায় নিপতিত হইতে লাগিল যে অনেকেই তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিলেন, কিন্তু পিতামাতার প্রাণ কি কখন সে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে পারে? হস্ত সম্পূর্ণ রূপে রিক্ত, দেহ অধিক সময়েই অভুক্ত, এক দিন রাজবধু, আজ তিনি পতি সঙ্গে পথের ভিখারিনীর ন্যায় মৃতপ্রায় সন্তানকে বক্ষে গ্রহন পূর্ব্বক স্থানান্তরে আশ্রয় পাইবার আশাতে গভীর রজনীতে কলিকাতার রাজ পথে চলিতেছেন। কখনও বা অনাহারের যাতনা ভুলিয়া গিয়া মৃতপ্রায় কন্যাটীকে মধ্যস্থলে শয়ান রাখিয়া আপনারা দুই জনে দুই পার্শ্বে উপবেশন করিয়া প্রাণাধিক

সন্তানের শেষ মুহূর্ত্ত গণনা করত অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে রাত্রি যাপন করিতেছেন ! এবম্প্রকার অবস্থা চলিতেছে এমত সময়ে দীনবৎসল বিধাতা শ্রীহরির বিশেষ করুণা ভগ্ন-হৃদয়কে স্পর্শ করিল, বিনামূল্যে অমোঘ ঔষধ হস্তগত হইল, মৃত সন্তানও দয়াময়ের অপার করুণাগুণে পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল। মানুষের প্রাণগত যত্ন চেষ্টায় যাহা সাধিত হইল না, নিমেষ মধ্যে দেব কৃপাগুণে সেই অসাধ্য সাধন হইল। সেই জন্য বলি "হে দেব ! তোমার প্রসাদ বারি কি গুণ ধরে।"

ইতিমধ্যে যে হৃদয় বিদারণ মহাবিপদের কঠিন কষাঘাতে ভারতের ক্ষতবিক্ষত বক্ষ হইতে শোকশোণিত প্রবাহিত বিশ্বাসী জগতের অমূল্য রত্ন খচিত চূড়া স্খলিত, এস্থলে সে বিপদ সম্বন্ধ ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহার বিশেষ কারণ অনতিবিলম্বেই প্রকাশ পাইবে। গৃহে মৃত্যুশয্যায় শায়িত সন্তানকে লইয়া রাত্রি যাপিত হইতেছে, এমন অবস্থায় রাধাদাসীতে ফকির বাবুর পিতার ইটখোলাতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ পূজ্যপাদ ভক্তচূড়ামনি শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের স্বর্গারোহন সংবাদ লইয়া সহসা উপনীত হন। এই প্রাণান্তকর সংবাদ শ্রবণ মাত্র ' আজকার মত তোমার কন্যাকে লইয়া সাবধানে থাক" এই কয়েকটী কথা মাত্র ফকির বাবু তাঁহার পত্নীকে বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন, আশুবাবুও পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলেন। রাজগঞ্জ হইতে কলিকাতা গমনাগমনের ষ্টীমারখানি ছাড়িয়া যায় এমত সময় তাঁহারা দুই জনে প্রাণপণে দৌড়িয়া জাহাজে আরোহন করেন। কিঞ্চিৎ বিলম্ব জন্য হৃদয় বাবু জাহাজ ধরিতে পারেন

না। ষ্টীমারখানি অপরাহ্ণ ৫ টার সময় কলিকাতা হাইকোর্টের ঘাটে পঁহুছিলে তাঁহারা স্তভয়ে নিমতলারদিকে পূর্ব্ববৎ উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে তাঁহারা যথাস্থানে উপনীত হইয়া দেখিলেন যে নিমতলার ঘাট ও বাহিরের পথ বহুদূর পর্য্যন্ত গাড়ী ঘোড়া ও লোকে পরিপূর্ণ। বহুকষ্টে তাঁহার ভিতরে প্রবেশ করিলে "প্রেরিত" শ্রীযুক্ত প্রসন্ন কুমার সেন মহাশয় ফকির বাবুর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটে লইয়া গিয়া যাহা দেখাইলেন তাহাতে ইহাই স্পষ্ট দৃষ্ট হইল যে একখানি সোনার দেবমূর্ত্তি মহাযোগাবেশে শান্তি নিকেতনে শয়ান থাকিয়া দূর হইতে জগতের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি দ্বারা "অগ্রসর হও" ইহা সহাস্য বদনে ইঙ্গিত ক[illegible]তেছেন। ক্ষণকাল ফকির দাস অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভাবাবেশে [illegible]ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক প্রাণাধিক ভক্তের শ্রীমুখ চন্দ্র দর্শনা[illegible] ভক্তচরণ হৃদয়ে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দান করিয়া ভূতলে লুণ্ঠি[illegible]ইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত সময়ে তিনি [illegible]াটের কোন নিভৃত স্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রুজলে ভ[illegible]ে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ পরে তিনি চক্ষু উন্মিলন করিয়া দেখিলেন যে সেই সোনার মূর্ত্তি ভস্মে পরিণত হইতেছে। পরক্ষণে তিনি নিমীলিত-নয়ন হইলে পুনরায় কত ভাবই যুগপৎ আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিতে লাগিল। 'সংসারের নিদারুন যাতনার পেষণে আজ চারি মাস কাল অস্থি চূর্ণ হইতেছে, পুনরায় তাহার উপর এই প্রাণান্তকর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত। যাঁহার মুখচন্দ্র দর্শনে এক দিন পুত্রশোক ভুলিয়াছে যে সুবর্ণ মণ্ডিত মূর্ত্তিতে শ্রীদেবমূর্ত্তিও দর্শন

হইয়াছে, আজ সেই সোনার প্রতিমা কোথায় লুকাইল ?"
ইত্যাকার কত ভাবনাই তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল।
এতদবস্থায় দীনাত্মা ফকির দাস স্থির নয়নে দেখিলেন যে
ভক্ত জননী তাহার প্রাণাধিক ভক্ত সন্তানকে স্বীয় অঞ্চলে
আচ্ছাদন করিয়া সহাস্য বদনে বলিতেছেন "যিনি তোমাদের,
তাঁহার জন্য তাঁহার প্রজ্বলিত চিতানলে আত্মাহুতি দান
কর, দুঃখ নাই, সেবাব্রত গ্রহণ কর, দরিদ্র প্রদেশে আমার
শ্রীনববিধানের জয় ঘোষণা কর"। এবম্প্রকারে অনুগৃহীত
ভৃত্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ "তথাস্তু"
বলিয়া মার শ্রীচরণকমল বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক প্রণত
হইলেন। নবজাত সন্তানের মুখচন্দ্র দর্শনে প্রসূতি যদ্রূপ
প্রসব বেদনা বিস্মৃত হয়েন, ঠিক তদ্রূপ তিনি অনতি
দীর্ঘকাল স্থিতি করিয়া অপার আনন্দে মগ্ন হইয়া মৃদুস্বরে
নিম্নলিখিত সংগীতটী গান করিতে লাগিলেন।

"দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম আননে,
কি ভয় সংসার শোক ঘোর বিপদ শাসনে।

*　　*　　*　　*

রোগ, শোক, অনাদর, অনাহার ইত্যাদি নানাবিধ
অবস্থা জনিত অবিরাম অশ্রুজলের শৈত্য এবং উপস্থিত
চিতাগ্নির তাপ এতদুভয়ের সহযোগে মার শ্রীহস্তের পূর্ব্ব
প্রোথিত অমোঘ বীজ আজ শুভক্ষণে মার কৃপায় অঙ্কুরিত
হইল—দিব্যাবস্থা প্রাপ্ত হইল। ধন্য মা, তুমি ধন্য! এজন্যই
কি তোমার ভক্তগণ তোমাকে সর্ব্বসন্তাপ—হারিণী বলিয়া
কীর্ত্তন করেন ? দুঃখ বিপদের কি এজন্যই এত মাহাত্ম্য

বর্ণিত আছে ? দুঃখঃশিলার গুরুভার গলদেশে বন্ধন না করিলে বুঝি, মা, তোমার অতলস্পর্শ গম্ভীর প্রেমসাগরে কেহ মগ্ন হইতে পারে না ? তবে হে রসনা ! এই বলিয়া নিরন্তর কীর্ত্তন কর "দুঃখেতে পাই যদি হে তোমায়, আমি চাহি না সুখ সম্পদ ওহে হরি দয়াময়" ।

এদিকে দেখিতে দেখিতে সকলই ফুরাইল—রহিল কেবল ক্রন্দন আর ভস্ম। গত্যন্তর বিহীন হইয়া সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অস্থি-ভস্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর স্নানান্তে উত্তরীয় ইত্যাদি যথাবিধি ধারণ করিয়া সকলেই স্ব স্ব স্থানে গমন করেন। পরদিবস দীনাত্মা ফকির দাস তাহার দ্বিতীয় সহোদর সঙ্গে রাধা-দাসীতে গমন করেন। পূর্ব্বদিবসের সংবাদের মর্ম্ম তেমন স্পষ্টভাবে পরিগৃহীত হয় নাই কিন্তু এক্ষনে দেখিয়াই তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিনী এবং অন্যান্য পরিজনগণ বুঝিতে পারিলেন মস্তকে যে ভয়ঙ্কর বজ্রপতন হইয়াছে। তিনি ধীরে ধীরে নিকটস্থ হইয়া পত্নীর গলদেশে গৌরীক উত্তরীয় দান করিলেন শোকানল ও পুনরায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! অন্যান্য সমুদায় বিষয় তাঁহারা সকলেই যথাবিধি পালন করিয়াছিলেন।

মাঘ মাস প্রায় শেষ হয় এমত সময়ে ফকির বাবু মৃত সন্তানকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া স্বীয় পত্নীসহ বাটী প্রত্যাগমন করেন। তাহারা নিরাপদে বাটী পঁহুছিয়া উপস্থিত মহোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হন। বিদ্যালয় এবং মণ্ডলীর কার্য্য সমুদায়ই পূর্ব্ববৎ চলিতে আরম্ভ করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

১২৯০। ফাল্গুণ।

যথাসময়ে শ্রীনববিধান মণ্ডলীর দ্বিতীয় সাংবৎসরিক মহোৎসব সমাগত হইল। বিশ্বাসীগণের হৃদয় তন্ত্রী পুনরায় বাজিয়া উঠিল। যাহারা দূরদেশে অবস্থিতি করিতেছিলেন তাহারাও যথাকালে উৎসবক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ফাল্গুনের শুভষষ্ঠ দিবসে সর্ব্বদিনব্যাপী উৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়। পরদিবস প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় পবিত্রাত্মা দ্বারায় পরিচালিত হইয়া পশ্চিম বঙ্গদেশে মা বিধান জননীর পবিত্র নববিধান ধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রকাশ্য চিরব্রত গ্রহণ করেন। কেবল এই সময় হইতে এক বর্ষকাল কোন বিশেষ কারণ জন্য ভিক্ষা লব্ধ অর্থ বা কোন বৈষয়ীক কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদন এবং পরিবার প্রতিপালন করিবেন। সুতরাং ঐ ভাবেই সংবৎসরকাল যাপিত হইয়াছিল। এই সময়ে দানশীল শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণ চন্দ্র আশ তাঁহার সেবাজন্য প্রতিমাসে ৪৲ চারি টাকা প্রেরণ করিতেন। উৎসবের অন্যান্য দিবসীয় কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে যথারীতি শান্তিবাচন হইয়া উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের স্বর্গারোহনান্তে ফকির বাবু বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গমন করেন। তৎকালে গড়ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশ চন্দ্র রায় এবং নারানচন্দ্র রায় তাঁহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে

আপনাদিগের বাসায় লইয়া যান। তাঁহাদের যত্নে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে প্রায় দশ পণর দিবস তথায় অবস্থিতি করিতে হয়।

"জয়পুর ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহ নির্ম্মান জন্য ঋণ তৎকালেও কিছু অবশিষ্ট ছিল। বিধাতার কি অপূর্ব্ব কৌশল! যেমন ফকির বাবুর বৈষয়িক কার্য্য বিশেষে ব্যাপৃত থাকিয়া নিরূপিত সময় মাত্র বারটী মাস গুনিত হইতে লাগিল, তেমনি গভর্ণমেণ্ট অযাচিত ভাবে বিদ্যালয়টীকে সাহায্যকৃত করিবার অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। বিনা চেষ্টায় গভর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্তির ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হইল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইতি মধ্যে শ্রীনববিধানমণ্ডলীর সারদীয় উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উৎসব সময়ে শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় একটী গুরুতর অনুষ্ঠান করেন। মণ্ডলীর সভ্যবন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই সাংসারীক সম্বন্ধে তাঁহার কনিষ্ঠ কিন্তু তথাপি ঈশ্বরাদেশে সমগ্র সভ্য বন্ধুগণের পদপ্রক্ষালিত জল ভক্তিপূর্ব্বক সেবন করিয়া তাঁহাদের সকলের চরণে প্রণাম করেন। এদিকে বিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার শিক্ষক সম্বন্ধের কালও প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার কার্য্য-ত্যাগ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত-সাহায্য মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে দুই শত টাকা একত্রিত হওয়াতে সেই অবশিষ্ট ঋণ পরিশোধ করিয়া উদ্বৃত্ত ৮০৲ টাকা তাঁহার তৃতীয় সহোদরের হস্তে প্রদান করত বিদ্যালয়ের নিত্য পরিদর্শনভার তাঁহাকে অর্পণ করেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে পারিতোষিক

বিতরণ করা হয়। আমতার মুন্সিফ শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তরাম ঘোষ মহাশয় দয়া প্রকাশ করিয়া সে দিবস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। ১২৯১। ৫ই ফাল্গুণ রবিবার। এই দিবস ফকির বাবু তাঁহার প্রিয় ছাত্রগণের বিলাপ ও ক্রন্দনের মধ্যে নব বিধান ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রকাশ্যতঃ শিক্ষকতা কার্য্য ত্যাগ করেন। বলাবাহুল্য যে ইহা ব্যতীত বিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁহার যে অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ তাহা পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণই রহিল।

১২৯১। ফাল্গুন। নববিধানমণ্ডলীর তৃতীয় সাম্বৎসরিক মহোৎসব। কয়েক দিন পূর্ব্বে উৎসবের আয়োজন জন্য ফকির বাবু কলিকাতা গমন করেন। ইতিপূর্ব্বে যে কাছারী বাড়ি তাঁহারা ব্যবহার করিতেন তাহাতে তাঁহার পিতৃদেব মহাশয়ের সত্ব থাকিলেও অন্যান্য অংশী থাকায় বার্ষিক জমা ধার্য্য করিয়া ফকির বাবু ঐ বাটী জমা করিয়া লয়েন। তৎকালে খড়ুয়া ঘর গুলি উত্তমরূপে মেরামত করান হয়। এবার প্রকাশ্যতঃ ৫ই ফাল্গুন হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধেয় বাবু নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে পূর্ব্ব দিবস আগমন করেন। এবারকার মহোৎসবের মহানন্দের সীমা নাই। মা বিধান জননী স্বয়ং শতহস্ত প্রসারণ করিয়া প্রমুক্ত হস্তে প্রসাদামৃত বিতরণ করিয়াছিলেন। ফাল্গুণের শুভ ষষ্ঠ দিবস সমাগত, যার গৃহ-প্রবেশার্থিগণের প্রাণ আনন্দে পুলকিত। যাঁহারা ইতিপূর্ব্বে বিধানতত্ত্ব শিক্ষাধীনে ছিলেন তাঁহারা সকলেই সমবেত হইলেন। নবসংহিতার বিধি অনুসারে দীক্ষার পূর্ব্বাংগ স্বরূপ জলাভিষে-কানুষ্ঠান শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পন্ন হয়। ভাত উপাসক বন্ধুগণ সহ দীক্ষার্থিগণ নামগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে

সুসজ্জিত উপাসনাস্থলে আগমন পূর্ব্বক স্বস্ব স্থান পরিগ্রহ করিয়া অত্রস্থ মণ্ডলীর আচার্য্য যথারীতি উপসনা করেন। প্রথমাঙ্গ সমাপ্ত হইলে, প্রথমতঃ স্থানীয় নববিধান মণ্ডলী "অমরাগড়ী নব বিধান ব্র হ্ম সমাজ" নামে অভিহিত হইবে এই মর্ম্মে প্রার্থনা হইয়া সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। অনন্তর শ্রীযুক্ত পাণ্ডব নাথ এবং যশোদা কুমার দীক্ষার্থিগণকে আচার্য্য সমীপে আনয়ন করিলে তাঁহারা নবসংহীতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষিত ভ্রাতা সাতটীর নাম এই:—শ্রীমান্ হরলাল রায়, অখিলচন্দ্র রায়, নটবর দাস, হিরালাল মণ্ডল, ননীগোপাল হাজারা, হৃদয়নাথ রায় (ছোট), এবং অনুকুলচন্দ্র মণ্ডল। মধ্যাহ্ন ভোজনান্তে উপাসকগণের প্রার্থনা এবং শ্লোক ব্যাখ্যাদি অন্যান্য কার্য্য হয়। স্বায়ং কালে শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু মহাশয় বেদীব কার্য্য করেন।

১২৯১। ৭ই ফাল্গুন। পবিত্র উষা প্রত্যহ যেন মার নব নব শুভ সংবাদ লইয়া দরিদ্র দীনাত্মাদিগের দ্বারদেশে উপস্থিত হইতেছে। আজ আবার মা জননী একটী নতন খেলা খেলিবেন। ফকির বাবু প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ধীরে ধীরে স্বীয় শয়নাগারে পত্নীর নিকট গমন করত তাঁহাকে কহিলেন যে "অ.দ্য রাজবাটী ত্যাগ করিয়া পর্ণ কুটীব বাসিনী হইতে হইবে এবং রাজ বধুত্ব পরিহার করিয়া পতিসঙ্গে ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন যাপন ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে"। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে তিনি তাঁহার পত্নীকে এতৎ সম্বন্ধে স্পষ্টরূপে কোন কথাই বলেন নাই। সে যাহা হউক ইহা শুনিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিনী তৎক্ষণাৎ এই কথা বলিয়া উত্তর দান করিলেন যে "আমি জানি আমার আশ্রয় এবং গতি আমার পতিতে, আমার স্বতন্ত্র কিছু অভিপ্রায় আছে ইহা মনে করিবার

ও প্রয়োজন নাই; অন্যত্র যাহা করিতে হইবে, তাহা করা হউক। পত্নীর ঈদৃশ ব্যাক্যে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তিনি তাঁহার দেবতুল্য পিতার সন্নিধানে এ বিষয়টী বিশেষ ভাবে নিবেদন করেন। পিতার বহু স্নেহপূর্ণ বাক্যের পরে তিনি অনুমতি প্রাপ্ত হন। অনন্তর ভ্রাতা ও বন্ধুগণ সঙ্গে যথাবিধি স্নাত হইয়া তিনি তাঁহার শয়নাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার পূজ্যপাদ পিতৃদেব মহাশয়ের পদপ্রক্ষালন করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক সেই পবিত্র পাদোদক পান করেন এবং স্বীয় পত্নী ও সহোদরগণকে দান করেন। অনন্তর পিতার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলে পিতা সজল নয়নে এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন যে—"বাবা, তোমার শুভকামনা ঈশ্বর পূর্ণ করুন"। পরে তিনি অন্যান্য গুরুজনগণকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিনী দুইটী কন্যা সঙ্গে ছায়ার ন্যায় পতির অনুগমন করিলেন। এ অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে পরিজনবর্গ দুঃখে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি প্রশান্ত চিত্তে "চল ভাই, সবে মিলে যাই, সেই পিতার ভবনে,—"এই সংকীর্ত্তনটী গান করিতে করিতে পিতৃগৃহ হইতে বহির্গত হইয়া ভ্রাতা ও বন্ধুগণ সঙ্গে পরম পিতার উপাসনা মণ্ডপে উপনীত হইলেন। ভারতবর্ষীয় নববিধান ব্রাহ্মসমাজের শ্রীদরবার সমীপে আবেদন পত্র প্রদান করিয়া তিনি স্বীয় আসন গ্রহণ করিলে শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু মহাশয় উপসনা আরম্ভ করেন। সে দিন আরাধনা প্রার্থনাদি যথার্থই সময়োচিত হইয়াছিল।

আবেদন পত্রের অবিকল নকল এই :—

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ভাই গৌরগোবিন্দ রায়

"প্রেরিত দিগের শ্রীদরবারের সম্পাদক মহাশয়

সমীপেষু—

ভক্তিভাজন মহাশয়,

আমি কয়েক বৎসর হইল, পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া নববিধান ধর্ম্ম প্রচার কার্য্য করিয়া আসিতেছি একণে প্রেরিত মণ্ডলী মধ্যে প্রবেশ করা আমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে। এ বিষয়ে আমি বিধাতার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়াছি। অতএব প্রার্থনা যে আমাকে মণ্ডলীমধ্যে কৃপা করিয়া গ্রহন করেন এবং আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি বিধাতার নির্দ্দেশে এবং আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে বিধান বিধাতার কার্য্য ক্ষেত্রে একজন পরিশ্রমী সেবক হইয়া স্বীয় জীবনের উচ্চ লক্ষ্য সাধন করিতে সক্ষম হই। মা আনন্দময়ী আমার সহায় হউন। ইতি

১২৯১। ৭ই ফাল্গুন। প্রণতদাস

অমরাগড়ী।— শ্রীফকির দাস রায়।

শ্রীযুক্ত ফকির দাসের বিগলিত হৃদয়ের প্রার্থনান্তে শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু মহাশয় অতি সুমিষ্ট প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ দান করেন। অনন্তর তিনি তাঁহাকে একতারা, গৈরিক উত্তরীয় ইত্যাদি অর্পণ করিয়া অতি স্নেহ ভরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন দান করেন। পরিশেষে তাঁহার এই ক্ষুদ্র পরিবারটী বিধাতার দাস পরিবার রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে তদুপরি তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করা হয়। এইরূপে মহানন্দে প্রাতঃকালীন উপাসনা শেষ হয়। সায়ংকালীন উপাসনা সময়ে ফকির দাস স্থানীয় সমাজের শ্রীমন্দিরের জন্য ভিক্ষাব্রত গ্রহণ করেন। শ্রীমান্ হরলাল এবং

অখিলচন্দ্র উভয়ে ভিক্ষাব্রত গ্রহণে তাঁহাকে অনুসরণ করেন। উপাসনাস্থলেই ভিক্ষার ঝুলিতে কিছু ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইব্রত গ্রহনানুষ্ঠানটী অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

পরদিবস পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের সমাধি যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়। লিখিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে যে বিগত ১২৯৩ সালের মহা অত্যাচার সময়ে কোন দুষ্ট লোক মণ্ডলীর অতি প্রিয় বস্তু বোধে তাহা নষ্ট করিয়াছে। ১৬ই পর্য্যন্ত অন্যান্য কার্য্য হইয়া ঐ দিবস শান্তি বাচন ও প্রার্থনান্তে মহোৎসব পরিসমাপ্ত হয়। এই বৎসর হইতেই দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎসব হইতে আরম্ভ হয়। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎসবের মধ্যে কার্য্য বৈচিত্র্যও যথেষ্ট ছিল। এই সময়ে (১২ই) শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ বটবৃক্ষটী "সাধন বট" বৃক্ষ নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপাসনান্তে সকলে মিলিত হইয়া শ্রীমন্দিরের জন্য ভূমিখণ্ড প্রস্তুত করিতে মৃত্তিকা কর্ত্তন ও বহন করেন। অনন্তর খালুনা গ্রামে প্রচার যাত্রা। তথায় সংকীর্ত্তন অতি মধুর এবং শ্রোতৃবর্গের মন মুগ্ধকর হইয়াছিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু "প্রেরিত" মহাশয় ফকির দাসের প্রচার ব্রত গ্রহণের শুভসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সস্নেহ আশীর্ব্বাদ সহ একটী সুন্দর কাষ্ঠ নির্ম্মিত কমণ্ডলু এবং একখানি গৈরিক উত্তরীয় বস্ত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন।

এই মহোৎসব পরিসমাপ্ত না হইতে হইতেই প্রেমোন্মাদিনী জননী পুনরায় আর একটী নূতন খেলা খেলিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ নিম্নলিখিত আবেদন পত্র প্রদানান্তর যথাবিধি প্রার্থনা করেন।

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায়
অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য মহাশয়
সমীপেষু

মহাশয়,

আমি পবিত্রাত্মা দ্বারা পরিচালিত হইয়া অদ্যকার শুভদিনে নববিধান জননীর শ্রীচরণে আমার সমস্ত জীবনের ভার অর্পণ করিলাম। "অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজের" একটী ক্ষুদ্র দাস হইয়া পশ্চিম বঙ্গের নরনারীগণের সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পরি। মা আনন্দময়ী আমার চির সহায় হউন। ইতি.

সন ১২৯১। ১৭ই ফাল্গুণ। কাঙ্গাল
শুক্রবার শ্রীআশুতোষ রায় (খাল্না)

উৎসব সময়ের মধ্যে অমরাগড়ীতে নগর সংকীর্ত্তনের দিন একটী বিশেষ আনন্দের দিন। এই দিবস মহাপ্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং তাঁহার প্রিয় বৈকণ্ঠবাসী ভক্তগণ সঙ্গে দীনদরিদ্রাত্মা-দিগকে কত যে সুখদ প্রাণপ্রদ হৃদয়োন্মত্তকর অমৃত প্রসাদ মুক্ত হস্তে বিতরণ করেন, তাহা অত্রস্থ দুর্ব্বল দীনাত্মা-দিগের মহাবল এবং মহানন্দ দর্শনে কিঞ্চিৎ বুঝিতে পারা যায়। অধমতারণ দীনবৎসল শ্রীহরি কৃপা করিয়া কত যে বিচিত্র চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার সংখ্যা বা বর্ণনা করিতে এ অধম নিতান্ত অযোগ্য। তবে যে কিঞ্চিদাভাস মাত্র প্রকাশ পায় তাহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে প্রেমনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ হরিগুণ কীর্ত্তন শিক্ষামাত্র দিয়াছেন তাহা নহে; তিনি স্বয়ং প্রেমগুরু নেতা হইয়া আপনি ও প্রমত্ত হইয়া

এবং আশ্রিত দীনাত্মাদিগকেও মাতাইয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করাইতেছেন। কখন সেই প্রেমতত্ত্ব শ্রীগৌরাঙ্গ এই দীনাত্মাদিগের মধ্যে নৃত্য করিতেছেন—কখন সেই ভক্তিরস পানে প্রমত্ত ধর্ম্মবীর হুঙ্কার করিতেছেন—কখন বা তিনি মা বিধান জননী নৃত্যকারিনী আনন্দময়ী—গলা জড়াইয়া মৃদুস্বরে মা, মা, বলিতে বলিতে অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছেন—কখন মার অঞ্চলের মধ্যে মুখ ঢাকা দিয়া লুকাইতেছেন—কখন বা শ্রীঈশা, মুষা জনক, মোহম্মদ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া মাকে পরিবেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছেন—কখন বা কনিষ্ঠ ব্রহ্মানন্দকে বুকে লইয়া প্রগাঢ় প্রেমালিঙ্গন দান করতঃ সাদরে মুখ চুম্বন করিতেছেন এবং বলিতেছেন "ভাই, ব্রহ্মানন্দ! তুমি ধন্য! তোমারই গুণে সমুদয় পৃথিবী হরিপ্রেমে প্লাবিত হইল" বারম্বার ইহাই বলিতেছেন আর পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতেছেন। কখন মা আনন্দময়ী তাঁহার কোলের শিশু সন্তানটীকে কোলে লইয়া প্রিয় সাধু সুপুত্রগণ সঙ্গে স্বয়ং উম্মাদিনীর ন্যায় নৃত্য করিতেছেন আর বলিতেছেন "প্রেমে মত্ত", "প্রেমে মত্ত" আহা! ইহা শ্রবণ করিয়া ক্রোড়স্থ সুন্দর মোহনরূপধারী শিশুও আধ আধ স্বরে ঐ মহাবাক্য সাধন করিতেছেন। ভক্তবন্ধু! মার কৃপায় যাহা দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি লেখনী সত্যতঃ তাহার কিঞ্চিদাভাস মাত্র প্রকাশ করিল। সকলের কথা কি আর বলিব? মহাসংকীর্ত্তনের মহামেলায় একা শ্রীগৌরাঙ্গের যে কত রস রঙ্গ তাহার সংখ্যা বা স্বরূপ বর্ণন কে করিবে? তবে হে বিশ্বাসী বন্ধু! বিচার করিও না, প্রেমাস্রুরঞ্জিত নয়নে স্থির প্রশান্ত মনে মার কৃপা

ভিক্ষা কর, দর্শন পাইবে; অতএব দর্শনে সম্ভোগ কর আর মত্ত হও। ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ভিক্ষার্থীদলের প্রথম যাত্রা। শ্রীমন্দিরের জন্য ভিক্ষাব্রত-ধারী শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় সহযোগী শ্রীমান্ হরলাল এবং অখিলচন্দ্র প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে বাটী হইতে যাত্রা করেন। তাঁহাদের গমনকালের দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়াছিল। যখন তাঁহারা ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে লইয়া বাহির হন তৎকালে পুরনারীগণের মধ্যে অনেকেই অশ্রু বিসর্জন করেন। বাস্তবিক এ প্রদেশে এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া অনেকেরই মনে অতি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। এ যাত্রায় খালুনা, দক্ষিণ খালুনা, চাকুর, বাইনান, তাজপুর প্রভৃতি গ্রামে ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। মাঝে মাঝে এক এক বাটীতে অতি মধুর সংকীর্ত্তণ হইত। তন্মধ্যে তাজপুরে "রায় বাবুদিগের" পুরাতন বাটিতে যে একদিবস সংকীর্ত্তন হয় তাহার মাধুর্য্য বর্ণনাতীত। সে দিবস নবদ্বীপ হইতে সমাগত এক অতি নিষ্ঠাবান্ বৃদ্ধ বৈষ্ণবের সহিত এতৎ সম্বন্ধে যে প্রকার কথোপকথন হইয়াছিল তাহা এস্থলে সংক্ষেপে প্রকাশ করিতেছি। তিনি ভিক্ষার্থীবন্ধুগণের সহিত যখন আলাপ করিলেন তখনই প্রথমে ফকিরদাসকে "নাতি" সম্বোধনে কহিলেন যে "ভাই! আপনার সহিত প্রথমে বিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া পশ্চাতে বিশেষ আলাপ করিলেই সুমিষ্ট হইবে সে বিরোধ অন্য কিছু নহে, আমার একটী

প্রশ্নের মীমাংসা। অতএব সে প্রশ্নটী এই যে "উপাস্ত সম্বন্ধে আপনারা দ্বৈতবাদী—না—অদ্বৈতবাদী" ? ফকিরদাসের নিকট ইহার প্রকৃত উত্তর পাইবা মাত্র বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার গলদেশ ধারণ করিয়া কত বিলাপ করিলেন এবং বলিলেন "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ হইল"। ইহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি এই বলিয়া উত্তর দিলেন যে তিনি যখনই সংকীর্ত্তনের মধুর শব্দ শুনিতে পাইলেন তখনই তাঁহার বিশ্বাস হইল যে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ স্বয়ং সংকীর্ত্তন করিতেছেন এবং ঐ বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কিয়দ্দূর দৌড়িয়াও গিয়াছিলেন। পরে যখন শুনিলেন যে ব্রহ্মজ্ঞানী * * বাবু প্রভৃতি সংকীর্ত্তন করিতেছেন তখন পশ্চাৎপদ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এতাবৎকাল তাঁহাদিগকে উপাস্য-উপাসকের ভেদ রাহিত্য দোষে দূষিত পুরাতন ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষপাতী বলিয়া যদি এ মিথ্যা সংস্কার পোষণ না করিতেন তাহাহইলে আজ তাঁহাকে এ সংকীর্ত্তনের স্বর্গীয় রসে বঞ্চিত হইতে হইত না। ভগবানের অপ্রাকৃত রূপের উল্লেখ করিয়া বৃদ্ধ বৈষ্ণব বারংবার এই কথাই বলিতে লাগিলেন যে ঐ মধুর রূপই ভক্তের বাঞ্ছনীয় বটে।

অনন্তর তাজপুরে কার্য্য শেষ হয় এমত সময়ে তাঁহা-দিগকে বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হইয়া বাঁড়ুয়া ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় যাইতে হয়। উৎসব সমাপনান্তে তথা হইতে "প্রেরিত ভক্ত শ্রীযুক্ত অমৃত বাবু মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহারা মঙ্গলগঞ্জ, বনগ্রাম, মাজেরগ্রাম প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। এই কয়েক স্থানেই কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

অনন্তর কলিকাতায় আগমন করিলে সিমলা, ভবানীপুর, এবং স্বর্গীয় জয়গোপাল সেনের বাটীতে সংকীর্ত্তনাদি হয়। ভক্তি-ভাজন "প্রেরিত" মহাশয় তাঁহার প্রাণাধিক ফকিরচাঁদকে পাইয়া যেন মাতিয়া উঠিলেন। তেমনি কীর্ত্তনানন্দেরও মহাতরঙ্গ সমুত্থিত হইল। তাঁহার মনের সাধ যে তাঁহারা উভয়ে এবং মুদিয়ালী নিবাসী কুঞ্জবিহারী বাবু একত্রে তিনজনে মিলিত হইয়া একদিবস মহাসংকীর্ত্তন করিবেন। সেই উপলক্ষে মুদিয়ালীও যাওয়া হয় কিন্তু কুঞ্জবিহারী বাবু বাটীতে না থাকায় সে আশা মনেই রহিয়া গেল। "প্রেরিত" মহাশয় কলিকাতা প্রত্যাগমন করিলেন কিন্তু ফকিরদাস সহযোগী তিনটী বন্ধুকে লইয়া মুদিয়ালী গ্রামবাসীগণের দ্বারে দ্বারে হরিনাম কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পথ দেখাইবার লোক নাই, আলো নাই; কিন্তু বিধাতার কৃপায় অচিরে সকলই মিলিল। অনন্তর পথিমধ্যে তাঁহারা এমত এক স্থানে গিয়া পঁহুছিলেন যে তথায় পনর ষোলটী লোক গাঁজা প্রস্তুত করিতেছে, একবার ফিরিয়াও চাহিতেছে না। শুনাগেল সেই স্থানটী সেই গ্রামের হরিসভা মণ্ডপ। তাহাদিগের এই আচরণে দীনাত্মা ফকিরদাস প্রাণে বড় ব্যথিত হই শ্রীহরিনাম বার বার কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। মধুর হরিনামে পাষাণও বিগলিত হয় পরিশেষে সেই লোকগুলি একে একে সকলে নামিয়া আসিল। তাহারা নামিয়া আসিবা মাত্র ভক্তগণ সেই স্থান ত্যাগ করিলেন কিন্তু তাহারা তৎকালে আর সঙ্গ ত্যাগ করিতে না পারিয়া সঙ্গেই রহিয়া গেল। অনন্তর এক ব্রাহ্মণের বাটীতে অতি অপূর্ব্ব কীর্ত্তন হইয়া সে দিবস

কার্য্য শেষ হয়। কুঞ্জবিহারী বাবুর বাহিরের উঠান, গাছের নারিকেল, এবং (যদি পাওয়া যায় তবে) বাজারের মুড়ি ভরসা ছিল কিন্তু তাঁহারা গিয়া দেখেন যে বিবিধ উপকরণ সহ প্রচুর পরিমান লুচি এবং শয্যাদি প্রস্তুত করিয়া মা আনন্দময়ী শ্রান্ত সন্তানগণের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। মার হস্তে পরমানন্দে ভোজন করিয়া তাঁহারা সেই প্রস্তুত শয্যাতে শ্রান্তদেহ বিস্তার করিয়া নিদ্রা দিলেন। মা, ধন্য তোমার সন্তান বৎসলতা! এদিকে "প্রেরিত" মহাশয় কলিকাতায় গমন করিয়া সিমলাতে সংকীর্ত্তন করিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন। সিমলায় এই মহাসংকীর্ত্তনে মনঃসাধ কথঞ্চিৎ পূর্ণ হইল বটে কিন্তু সেই সংকীর্ত্তন করিয়াই ভক্তিভাজন "প্রেরিত" মহাশয় কঠিণ প্রাণ সংশয় পীড়াতে আক্রান্ত হন। অনন্তর খিদিরপুরে ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। ইতি মধ্যে ফকিরদাসের অম্লশূল পীড়া বৃদ্ধি হওয়াতে বন্ধুগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া তিনি বাটী প্রত্যাগমন করেন। এই সময়ে ভিক্ষার কার্য্য কিছু দিনের জন্য বন্ধ থাকে কিন্তু তিনি বাটীতে আসিয়াই পূর্ব্ববৎ উপাসক ভ্রাতাদিগের সহিত উপাসনা এবং তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করিলেন। যাহাহউক এইরূপ পরিশ্রম সত্বেও বাটীতে কিছু দিন থাকাতে পীড়ার কিছু উপশম হয়।

১২৯২। বৈশাখ। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত যে কয় মাস বাটীতে থাকা হইয়াছিল তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুলি কার্য্য হয়। ইতি মধ্যে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের গৃহখানি প্রস্তুত হয়। যে ভূমিখণ্ডে এক্ষনে ফকিরদাস

বাস করিতেছেন তাহাতে নারায়ন চন্দ্র সিংহ প্রভৃতির মাধরাজ সম সমুদায় ক্রয় করা হয়। স্থানীয় শ্রীনববিধান মণ্ডলীর নিয়মাবলী যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভাদ্র মাসের প্রথমেই ভিক্ষার্থীদলের দ্বিতীয় যাত্রা। এ সময়ে হাওড়া, ব্যাটরা, রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর, চক্রবেড়ে, শালগাছি প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষা সংগ্রহ করা হয়। ভয়ানক বৃষ্টি জন্ম বাহিরের কার্য্যে সকল দিন সুবিধা হইত না। এই স্থানে এক এক দিবস সংকীর্ত্তনে অতি অদ্ভুত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে। যাহারা ব্রাহ্মদিগের প্রতি ভয়ানক শত্রুতা বশতঃ প্রাণ সংহারে উদ্যত তাঁহারাও সংকীর্ত্তনে যোগ দান করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আলিঙ্গন করিয়াছেন এবং বাটীতে পুনরাগমনের জন্ম অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে মিনতি করিয়াছেন। আহা! দয়াময়ের নামে সকলই সম্ভবে। ব্যাটরা ব্রাহ্ম-সমাজের সামাজিক উপাসনা দিবসে ভিক্ষার্থী দল প্রায়ই সম্পাদক হরকালী বাবুর বাটীতে গমন করিতেন। হরকালী বাবুও অনেক সময় তাঁহাদের বাসায় আসিয়া যথাসময়ে ভিক্ষা কার্য্যে যোগদান করিতেন। হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালিদাস দাস বিশেষ যত্ন সহকারে তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। এই সময় হইতে ইঁহাদের দুই জনের সঙ্গেই বিশেষ যোগের সূত্রপাত হয়। কালী বাবু শীঘ্রই স্বীয় পত্নীসহ অমরাগড়ীতে আগমন করিয়া যথাবিধি বিধান ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। শান্ত প্রকৃতি হরকালী বাবুর জীবনে ও বৃদ্ধ বয়সে নবা-নুরাগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার পর হইতে তাঁহার পরিবার মধ্যে ব্রাহ্ম ধর্ম্মানুমোদিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

হাওড়া প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষাকার্য্য শেষ হইলে কয়েকদিন কলিকাতাতে বাবু জয়গোপাল সেন, বাবু শ্রীনাথ দত্ত এবং কলুটোলা নিবাসী বাবু গোপাল চন্দ্র বসু মহাশয় দিগের বাটীতে সংকীর্ত্তনাদি হয়। গোপাল বাবুর বিনয়মাখা মূর্ত্তিটী যথার্থই শিক্ষাপ্রদ বটে।

শারদীয় উৎসব নিকটবর্ত্তী, সুতরাং সকলে বাটী প্রত্যাগমন করেন। বন্যার জলে ফকির দাসের বাসস্থানটী ডুবিয়া যাওয়াতে কিছু দিনের জন্য তাঁহার পত্নীকে কন্যাদ্বয় সঙ্গে তাঁহার পিতৃদেব মহাশয়ের বাটীতে অবস্থিতি করিতে হয়। গৃহাদি পরিষ্কার এবং উৎসবের আয়োজন যুগপৎ চলিতে লাগিল, তথাপি উৎসব সময়ে স্থানাভাব বিলক্ষণ অনুভূত হইয়াছিল। তাঁহারাও অতি কষ্টে সেই গৃহে কোনরূপে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। এরূপ অসুবিধা সত্বেও পাঁচ ছয় দিবস ব্যাপিয়া উৎসবের কার্য্য হয়। উৎসবান্তে কার্ত্তিকমাসে কোজাগর পুর্ণিমা রাত্রিতে ফকির দাসের দ্বিতীয় পুত্রের জন্ম হয়।

ভিক্ষার্থী দলের তৃতীয় যাত্রা। কিঞ্চিৎ ন্যূন প্রায় তিনমাস কাল কলিকাতার নানাস্থানে ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। বালেশ্বর নিবাসী বাবু ভগবানচন্দ্র দাস তাঁহার বাসাতে আশ্রয় দান করেন, এবং আমাদের ভক্তিমান্ বাবু জয়গোপাল সেন, মহাশয় বিশেষ শ্রদ্ধা এবং দৃষ্টি সহকারে ভিক্ষার্থীদলের আহারাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। তৎকালে তাঁহার পুত্রগণও যথেষ্ট সম্মান এবং ভদ্রতা প্রদর্শন করিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি তাঁহার আত্মীয় বন্ধু কাহারও কাহারও দ্বারা অর্থানুকুল্যও করিয়াছিলেন। ভিক্ষার্থীদল যখন সন্ধ্যাকালে গৃহস্থগণের দ্বারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্ত্তন

করিতেন তখন কলিকাতার মধ্যে অনেক স্থলেই তাঁহারা শ্রদ্ধা সমাদর পাইয়াছেন বটে কিন্তু দুই এক স্থলে কুৎসিত বাক্যে তাড়িত হইয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে অন্যান্য সকল বিষয় পরিত্যক্ত হইলেও কেবল নাম মাহাত্ম্যানুরোধে স্থল বিশেষের বৃত্তান্ত এস্থলে লিপি-বদ্ধ হইল। একদা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে একটী ভদ্র গৃহস্থের দ্বারে শ্রীযুক্ত ফকির দাস ভ্রাতৃগণ সঙ্গে শ্রীহরিনামকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। নামের সুমিষ্ট ধ্বনি কর্ণে প্রবিষ্ট না হইতেই গৃহবাসী বাবুগণ অতীব কর্কশ এবং কুৎসিত বাক্য ব্যবহারে তাঁহাদিগকে তাড়াইবার জন্য ভৃত্য বিশেষকে আজ্ঞা করেন। এবম্প্রকার ঘৃণ্য আচরণ ভগবানেরই পবিত্র নামের প্রতি অবমাননা ইহা জানিয়া তাঁহারা প্রাণে অত্যন্ত আঘাত প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু ঐ বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন এমনি সুমধুর হইয়াছিল যে, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। ব্যথিত হৃদয় ভক্তগণ অনন্যদৃষ্টি, ওদিকে আদিষ্ট ভৃত্য সম্মুখে উপস্থিত হইয়া স্তম্ভিত ভাবে দণ্ডায়-মান। সে ভৃত্য কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে সুবিধা না পাইয়া অমনি চলিয়া যায়। অতঃপর বাবুগণ তাঁহাদিগের দ্বিতল গৃহে যাইবার জন্য আহ্বান করাতে কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ তথায় গমন করিয়া দেখেন যে সাত আটটী কথোবৃদ্ধ ব্রাহ্মণ স্ব স্ব দীর্ঘকায় বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তখন ভদ্র ব্রাহ্মণের মুখে সেইরূপ সুমধুর কথা ইহা ভাবিয়া তাঁহাদের অধিকতর কষ্ট বোধ হইল। তন্মধ্যে কাহারও কাহার উদরের দৈর্ঘ্যাদি দেখিলে অনেককেই অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করিতে হয়। যাহা হউক সেই ব্যথিত প্রাণেই সংগীত ও সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। আহা! এ মধুময় স্রোতের প্রভাবে তিক্ততা আর

কতক্ষণ থাকিতে পারে! তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে চারিটি ব্রাহ্মণ বিগলিত প্রাণে রোদন করিয়া পবিত্র নামের মাহাত্ম্য কতই বলিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম—ব্রহ্মোপসনা বিষয়ে মিষ্টভাবে অনেক কথাই কহিলেন। সংকীর্ত্তনকারী ভ্রাতাদিগের মুগ্ধাবস্থা দর্শনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া তাঁহাদের প্রতিও যথেষ্ট সমাদর প্রকাশ করিলেন। পরিশেষে আর থাকিতে না পারিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ আপনারাই কুৎসিত গালি দিবার কথা উল্লেখ করিয়া যোড় হস্তে ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছিলেন। ধন্য শ্রীহরি! তোমার নামের মহিমা। ধন্য বিধাতা। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে তুমি কত বিচিত্রতাই দেখাইতে পার '

বিগত অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীমন্দিরের ইট প্রস্তুতের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ফকির দাস প্রভৃতি ভিক্ষা সংগ্রহার্থে যাত্রা করেন; সুতরাং যশোদা বাবুর উপরেই পরিদর্শন ভার ন্যস্ত হয়। এই সময় ভিক্ষার্থীদলের কলিকাতা অবস্থান কালে গড় ভবানীপুর নিবাসী বাবু সুরেশ চন্দ্র রায় এবং শরতচন্দ্র রায় ভ্রাতৃদ্বয়ের ধর্ম্মানুরাগ কিঞ্চিৎ বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়। তৎকালে সুরেশ বাবুকে যেন কিঞ্চিৎ অগ্রসর বলিয়া বোধ হইত। তাঁহারা ভিক্ষার্থীদলে প্রায় যোগ দিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শরৎ বাবু অত্রস্থ নব বিধান ব্রহ্মসমাজে দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক একজন উৎসাহী সভ্য হইয়া বহুদিন ব্যাপিয়া শ্রীমন্দিরাদির ভিক্ষা সংগ্রহ কার্য্যে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

১২৯২ ফাল্গুন।

কলিকাতায় মাঘোৎসব পরিসমাপ্ত হইলে স্থানীয় সমাজের সম্বৎসরিক উৎসব নিকট হইল। স্থানান্তরে অবস্থিত বন্ধুগণ যথাসময়ে অমরাগড়ীতে আগমন করেন। ১লা ফাল্গুন হইতে উৎসব আরম্ভ হইল বটে, কিন্তু মা বিধানজননী এই মহোৎসবে কত যে বিচিত্র লীলা প্রকটন করিবেন, পাঠক বন্ধু! কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই তাহা পাঠান্তে বুঝিতে পারিবেন। প্রথম তিন দিবস উৎসবে প্রস্তুতির জন্য নিরূপিত হয়। ৪টা, প্রাতঃকালে হাওড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীদাস দাস সস্ত্রীক যথাবিধি নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়ে রাউতড়া নিবাসী শ্রীমান্ কেদারনাথ রায়ের পত্নীও দীক্ষিতা হন। সায়ংকালে ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য বিশেষ উপাসনা। পরদিন সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব অতএব আনন্দের আর সীমা নাই; উপাসনা মণ্ডপ প্রস্তুত এবং পত্রপুষ্পাদিতে সুশোভিত হইতেছে। দীন সন্তান দগকে কৃতার্থ করিবার জন্য মার শত হস্ত যেন প্রসারিত—কেহ লতা, কেহ পাতা, কেহ পুষ্প আহরণ করিতেছেন, কেহ বা তৎসমুদায় যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতেছেন, কেহ কেহ মৃদঙ্গ সহকারে মধুর স্বরে গান করিতেছেন—কেহ বা অনতিদূরে শয়ান থাকিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় অবসান হইলে, সুমধুর নামগান আরম্ভ হয়। অনন্তর সকলে স্নাত হইয়া যথাসময়ে নূতন সুসজ্জিত মণ্ডপে আগমন করেন। প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু মহাশয় বেদীর কার্য্য করেন। উপাসনা অত্যন্ত মধুর হইয়াছিল। ব্যাকুল হৃদয় অধিকতর ব্যাকুল

হইল ; এমতাবস্থায় উপাসনান্তে মাকে পরিবেষ্টন করিয়া তাঁহার দীনাত্মা সন্তানগণ মহানন্দে সংকীর্ত্তন করেন। ভোজনান্তে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পাঠ, প্রার্থনা, ধ্যান ও সংগীতাদি নানাবিধ কার্য্য হয়। অনন্তর সায়ংকালীন উপাসনা। ধন্য তাঁহারা যাঁহাদিগের প্রাণ উপাসনারূপ অমৃত সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। পরিশেষে সংকীর্ত্তন হইল।

১২৯২ ৬ই ফাল্গুন। আজ পশ্চিম বঙ্গদেশ ধন্য। বিশ্বাসী মণ্ডলী ধন্য। মা বিধানজননী অদ্যকার শুভদিনে তাঁহার পবিত্র শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। কত উৎসাহ—কত আনন্দ চারিদিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। শ্রীমান্ যশোদাকুমারের তত্ত্বাবধানে শ্রীমন্দিরের জন্য ক্রীত ভূমিখণ্ড পরিষ্কৃত হইল। সে দিবস ও যেন দ্বিতীয় উৎসব দিবস মনে হইতে লাগিল। ভোজনান্তে যথাস্থানে যাইবার আযোজন হইতেছে এমন সময়ে চতুপার্শ্বস্থ গ্রামসমূহ হইতে ভদ্র ও সাধারণ লোকের সমাগম হইতে আরম্ভ হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলী বন্ধুগণ সহ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে যথাস্থানে উপনীত হইলে শ্রদ্ধেয় নন্দ বাবু মহাশয় উদ্বোধন ও আরাধনা করেন; অনন্তর অত্রস্থ মণ্ডলীর আচার্য্য শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায আনন্দ বিগলিত হৃদয়ে সর্ব্বদেবারাধ্য মা বিধানজননীর পবিত্র সন্নিধানে একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা করিয়া বৈকুণ্ঠবাসী অমরাত্মাগণ এবং পূজ্যপাদ শ্রীনববিধানাচার্য্য ও তাঁহার সহযোগী প্রেরিতবর্গের শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতঃ অতি শান্ত এবং সুগম্ভীর ভাবে "অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্মসমাজ" অঙ্কিত প্রস্তর খণ্ড যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। সহযাত্রী বন্ধুগণ "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে" ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্," "জয়

নব বিধানের জয়" ইত্যাদি মহাবাক্যের সুমধুর ধ্বনিতে আকাশকে নিনাদিত করিলেন, পুরনারীগণ অনতিদূর হইতে মহানন্দে শঙ্খ-ধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে স্থানীয় উপাসকমণ্ডলীর সভ্যগণ প্রত্যেকে এক একখানি ইষ্টক আনিয়া দিতেছেন; মণ্ডলীর আচার্য্য তৎসমুদায় স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক যথাস্থানে সন্নিবেশ করিতেছেন। আহা! সে আনন্দের আর সীমা ছিল না। দর্শকবৃন্দ হইতে 'হরি' 'হরি' ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। সত্যই, লীলারসময় শ্রীহরি অবতীর্ণ হইয়া আপনার স্বর্গরাজ্যের সূত্রপাত করিলেন। আহা! তৎকালে কি সুন্দর মনোহর দৃশ্যই হইয়াছিল! মহানন্দধ্বনির মধ্যে এই শুভানুষ্ঠানের পূর্ব্বাঙ্গ সমুদায় সুসম্পন্ন হইলে, শ্রীযুক্ত ফকির দাস "পশ্চিমবঙ্গে ভগবৎ-লীলারম্ভ" বিষয়ে কিছু বলিতেছেন, এমন সময়ে সহসা ভীষণশব্দে বজ্রপতন হইল। ভয়ানক শব্দে অনেকেরই প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কাহারও কাহার প্রাণ আকুল হইল বটে কিন্তু দেখিলাম যে, বিশ্বাসী মণ্ডলীর মস্তক বজ্রপতনাঘাতে বিশেষ ভাবে ক্লিষ্ট হইলেও চূর্ণ হইল না। এ বজ্রপতন আর অন্য কিছু নহে; ভগবানের পূর্ণানন্দ দর্শনে সয়তান দ্বেষ হিংসানলে প্রজ্জলিত হৃদয় এবং ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া শত্রুতার আকার ধারণ পূর্ব্বক দিবাসুযোগ পাইয়া প্রাণের প্রিয় বিদ্যামন্দিরে অগ্নিদান করে তথায় এমন কেহ ছিল না যে এক কলসি জল সিঞ্চন করে বা এক বিন্দু অশ্রু বর্ষণ করে। মূর্ত্তিমান শত্রুতা নির্জ্জনতা এবং সুযোগ পাইয়া তাহার মনের সাধ পূরাইতে কি মহাপাপই না করিল! "বহু যতনের ধন বহু পরিশ্রমের ফল—ধনজন-বল-বিহীন দরিদ্র দীনাত্মা দিগের প্রাণের প্রিয় বস্তু সেই বিদ্যামন্দির,—বেঞ্চ টেবিল, এবং লাইব্রেরীর

সমুদায় পুস্তকাদি সহ অতিঅল্প কাল মধ্যে ভস্মে পরিণত হইল। এদিকে যখন শ্রদ্ধেয় নন্দ বাবু মহাশয় ফকির দাসের স্কন্ধ ধারণ পূর্ব্বক সজল-নয়নে এই হৃদয় বিদারক সংবাদ প্রকাশ করিলেন প্রাণাধিক যশোদা কুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আকুল প্রাণে কাঁদিতে লাগিলেন, তখন কি যে ভীষণ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল তাহা এক্ষণে মনে করিলেও বক্ষ বিদীর্ণ হয়। তৎকালে ফকির দাস অনুজের বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া শান্তভাবে বলিলেন যে, "ভাই! স্থির হও, মা আছেন, ভয় নাই"। দেখিলাম যে আনন্দপূর্ণ হৃদয় এই ভীষণ সংবাদেও তৎক্ষণাৎ বিদ্ধ হইল না। ভ্রাতাকে ঐ কয়েকটী কথা বলিয়াই তিনি সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দেন। পূর্ব্বে গ্রাম পরিবেষ্টনের কথা ছিল কিন্তু তাহা আর হইল না। কীর্ত্তন করিতে করিতে বাটীর নিকটস্থ কোন প্রশস্ত স্থানে উপনীত হইলে আকাশে উদিত পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকাইয়া অশ্রু-বিগলিত নয়নে কাতর প্রাণে দীনাত্মা ফকির দাস দীন শরণ, ভয় নিবারণ শ্রীহরি পাদপদ্ম ধারণ পূর্ব্বক প্রার্থনা করেন। আশ্রিত-বৎসল ভগবান দগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবর্ষণ করিবার জন্য প্রকাশ করিলেন যে, "একগুণ উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হউক" এবং "ভস্মাবশেষ হইতে অট্টালিকা সমুত্থিত হউক"। আকাশবাণী শ্রবণে হৃদয় কথঞ্চিৎ প্রশান্ত হইল। বাহিরের অগ্নি ক্ষণকাল মধ্যে নির্ব্বাণ হইল বটে কিন্তু হৃদয়াভ্যন্তরে সেই অগ্নি যেন ভিন্নাকার প্রাপ্ত হইয়া প্রজ্জলিত হইতে আরম্ভ করিল।

অনন্তর তৎকালে উপস্থিত সমুদায় ভদ্রলোক দিগকে লইয়া একটী সভা আহ্বান করা হয়। সভাতে ইহাই স্থির হয় যে স্থানীয় সর্ব্বসাধারণকে এই বিপদের সংবাদ জানাইয়া স্কুলের সম্মুখেই

একটী সাধারণ সভা আহূত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। পত্রাদি লিখিত হইলে সভা ভঙ্গ হয়। পরিশেষে ফকির দাস কতিপয় বন্ধু সঙ্গে প্রাণের প্রিয় বিদ্যামন্দির দর্শনে গমন করেন। তখন অগ্নি আর ভস্ম ব্যতীত কিছুই ছিল না। কিয়ৎকাল তথায় অবস্থিতি করিয়া তাঁহারা সজল-নয়নে বাটী প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর সেই রাত্রিতে প্রীতি-ভোজনের ব্যবস্থা ছিল, সুতরাং তদনুসারে কার্য্যও হয়। চতুর্থ দিবসে (৯ই) স্কুলের সম্মুখে সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রায় ছয় শত লোক সমবেত হয়েন। শ্রদ্ধেয় নন্দ বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। স্কুলের পাকাগৃহ নির্ম্মানের প্রস্তাবটী সর্ব্বসাধারণের সম্মতি ক্রমে স্থিরীকৃত হয়। ভিক্ষার্থীদল গঠিত হইলে ঐ সঙ্গে কিঞ্চিৎ দান ও সংগৃহীত হয়। ঐ দিবসের গৃহারম্ভের পূর্ব্বানুষ্ঠান স্বরূপ ইষ্টক নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়। পরে কয়েক দিবস বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কার্য্যে সকলে ব্যস্ত থাকেন। ১৪ই সংকীর্ত্তন প্রার্থনাদি হইয়া শান্তিবান হয়।

এদিকে ইষ্টক প্রস্তুত হইতে লাগিল। ভিক্ষার্থীবন্ধুগণ ভগবানের নাম করিয়া দলে দলে বিভক্ত হইয়া নানাস্থানে গমন করিলেন। এইহৃদয় বিদারণ ঘটনার বিষয় শ্রবণ করিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই সকলে সহানুভূতিপ্রকাশ করিয়াছিলেন। এই চৈত্র মাসে পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত গুণনিধি ভট্টাচার্য্য নামক একটী ব্রাহ্মণ নববিধান ধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন। এক্ষণে তাঁহার সম্বন্ধে আমারা আর কোন নিশ্চিত সংবাদ পাই নাই। ৯ই চৈত্র শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায়ের দ্বিতীয় পুত্রটীর নামকরণানুষ্ঠান নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু মহাশয় শিশুকে শ্রীমান সুব্রতানন্দ নামটী প্রদান করেন।

অনন্তর একদা শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায়-প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে স্থানীয় ব্রাহ্মমণ্ডলীর প্রদত্ত "আচার্য্য" আখ্যা ত্যাগ করিয়া-ঈশ্বরাদেশে সেই মণ্ডলীর সেবক স্বরূপে "উপাচার্য্য উপাধিটী গ্রহণ করেন।

কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের নিমন্ত্রণে তথায় যাইবার জন্য ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত উপাচার্য্য মহাশয় বন্ধুগণ সঙ্গে কলিকাতা গমন করেন; কিন্তু স্কুলের কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে কাঁথি যাইতে না পারায় শ্রদ্ধেয় নন্দবাবু তাঁহার বন্ধুগণকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করেন। কাঁথির বন্ধুগণের অভিপ্রায় অনুসারে তথায় শ্রীমন্দির এবং স্কুল-গৃহের জন্য ভিক্ষা সংগৃহীত হয়। অনন্তর কাঁথিতে কার্য্য সমাপন করিয়া—তাঁহারা মেদিনীপুর, মহিষাদল, হেঁড়ে' তমলুক, ঘাটাল, প্রভৃতি নানাস্থানে ভিক্ষাসংগ্রহ করিয়া—জ্যৈষ্ঠ মাসে বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। অমরাগড়ীর সীমার মধ্যে স্কুলগৃহ নির্ম্মিত হইলে গ্রামস্থ ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বিশেষ ভাবে সাহায্য প্রদান করিবেন এইরূপ আশা পাওয়াতে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঐ গ্রামের সীমান্তে ১২৯৩ সালের ১৭ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্নে বহু ভদ্রলোক সমক্ষে 'জয়পুর ইংরাজী স্কুল''গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র হাজরা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাঠকবন্ধু, এক্ষণে তোমায় কি : প্রকারে উপহার প্রদানে প্রবৃত্ত হইতেছি? তিক্তদ্রব্যদানে ইচ্ছা হয়না; তবে ইহা সত্য যে প্রদত্ত উপহারের অভ্যন্তরে বিশেষ মিষ্টতা আছে এজন্য ভরশা করি, সুচতুর পাঠক কখন তদাস্বাদনে বিরত হইবেন না। প্রিয়-বন্ধু, যদি অত্রস্থ দীনন্যাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বাহিরে অশ্রু বিসর্জ্জন করতে চাও এবং ভিতরে দীনবৎসলা জননীব অপাব করুণা দর্শন কবিয়া আনন্দে নৃত্য করতে চাও, তবে স্থির প্রশান্ত চিত্তে নিম্নলিখিত বিষয়টি পাঠ কর। এইরূপ ব্যাপার ব্রাহ্ম জগতে কখন ঘটেনা, এই উনবিংশ শতাব্দীতে ভদ্র সমাজে এইরূপ ঘটিতে পারে ইহাও অনেকে অবস্থা বিশেষে কল্পনা করিতেও পারেন না। যাহাহউক এই মর্ম্মভেদী নিদারুণ বিষয়টির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

সন১২৯৩।১৭ই জৈষ্ঠ রাত্রিতে অত্রত্য নববিধান ব্রাহ্মসমাজেব জনৈক নিষ্ঠাবান্ উপাসক শ্রীমান হৃদয়নাথ রায়ের ক্ষয় রোগে মৃত্যু হয়। তিনি তাহার পিতা বা হিন্দু আত্মীয়গণের অনুরোধে আপন ধর্ম্ম বিশ্বাসের প্রতিকুলে হিন্দু বিধি অনুসারে প্রায়শ্চিত্তাদি করেন না। তাঁহার মৃত্যুব পর তাঁহার দেহ সৎকার সম্বন্ধে স্থানীয় হিন্দু-সমাজে আপত্তি উত্থাপিত হয়। রোগীর ক্ষয়রোগে মৃত্যু হইয়াছে এবং ক্ষয়রোগ জন্ত বিধিমতে প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই এমন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পিতা স্থানীয় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক পুত্রের মৃতদেহ সৎকার এমন কি স্পর্শ করিতেও জাতিচ্যুতির ভয়প্রদর্শনে নিষিদ্ধ হন। এতৎসঙ্গে এই নিষ্ঠুর আজ্ঞাও তাঁহার প্রতি প্রদত্ত

হয় যে তিনি ঐ মৃতদেহ মুর্দ্দফরাশ দ্বারা স্থানান্তরিত করিয়া ফেলেন। বৃদ্ধ পিতা পুত্রের মৃত্যুর পর যে গোপনে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে কোন প্রকার ভয়প্রযুক্তই হউক বা না বুঝিতে পারিয়াই হউক সম্পূর্ণরূপ গোপন করিয়া রাখেন। অবশ্য এস্থলে সত্যানুরোধে ইহা বলিতে হইবে—যে উক্তমৃতদেহ সংকার সম্বন্ধীয় আপত্তি সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায়ের বিশেষ আত্মীয় পরিজন বর্গের নিকট হইতেই উত্থাপিত হয়। তাঁহারাই অন্যান্য কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে উত্তেজিত করেন। কারণ অতি অল্পকাল পূর্ব্বে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে কোন বিশেষ ব্যক্তি স্বয়ং উপাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আগমন পূর্ব্বক মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়া যান। যাহাহউক অতি শীঘ্রই এই বিষয় লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হয়। একমাত্র পুত্রের বিয়োগজন্য শোকাতুর বৃদ্ধ পিতা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্থানীয় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক আদি হইয়া কি পর্য্যন্ত যে মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন তাহা সহৃদয় পাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। একে হৃদয় শোকানলে দগ্ধ, তাহার উপর এই নিদারুণ শেলসম বাক্য! উপাচার্য্য মহাশয় স্নান করিতেছেন এমত সময়ে সেই শোকশেল বিদ্ধ কাতর পিতা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে কতই বিলাপ করিলেন তবে তৎসঙ্গে তিনি ইহাও বলিলেন যে সমাজভয়ে এবং জাতিরক্ষার অনুরোধে অগত্যা তিনি পুত্রের মৃতদেহ ত্যাগ করিতে বাধ্য সুতরাং মুর্দ্দাফরাশ দ্বারাই দেহটীকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। তাহার স্থির অভিপ্রায় অবগত হইয়া উপাচার্য্য কহিলেন যে—যে কারণেই হউক পিতা পুত্রের মৃতদেহ ত্যাগ করিলে মুর্দ্দাফরাশ দ্বারা কিছু করাইতে হইবেনা।

যাঁহারা হৃদয় নাথের ধর্ম্ম-বন্ধু আছেন তাঁহারাই তাঁহার প্রতি সস্নেহ সম্মান জন্য সেই মৃতদেহের যথাবিধি সৎকার করিবেন। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমত সময়ে অত্রত্য উপাসক বন্ধু অনেকেই তথায় উপস্থিত হইলেন। উপাচার্য্য মহাশয় তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করাতে সকলেই একমত হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হন। এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্ম-বন্ধুগণ কর্ত্তৃক প্রিয়হৃদয় নাথের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নবসংহিতানুসারে সুসম্পন্ন হয়।

ক্ষয়রোগ জন্য প্রায়শ্চিত্ত না হওয়াতে মৃতদেহ সৎকার হইল প্রথমতঃ এই সূত্র অবলম্বন করিয়া গোলযোগ উপস্থিত হয়। তাহা হইতেই পশ্চাতে—মহাভীষণ ঘটনাও সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। গ্রামবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আত্মীয় এবং কুটুম্ব; বিশেষত তাঁহারা দীনস্থাফকির দাসের প্রতি আন্তরিক স্নেহ মমতা করিয়া থাকেন, কিন্তু দুষ্টলোকের প্ররোচনায় সে সময়ে যেন কেমন ভেল্কী লাগিয়া গেল যে তৎপ্রভাবে ধনী নির্দ্ধন সকলেই সমস্ত বিস্মৃত হইয়া মহাঘোরে পতিত হইলেন। গ্রামস্থ কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকট সাহস পাইয়াই অন্য সাধারণে—যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইল না। যাহাহউক হিন্দু-বিধি বহির্ভূত উক্ত প্রকার আচরণে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মদীগের সহিত আহারাদির সংস্রব ত্যাগ করিবার অভিপ্রায়েই প্রথমতঃ গ্রামে হিন্দুদিগের একটী জাতীয় সভা আহূত হয়। অমরাগড়ীতে জাতীয় সভার এইরূপ দুই একটি অধিবেশন হইতে লাগিল বটে, কিন্তু কোন বিষয়ে মীমাংসা হইলনা তবে মত্ততা কিছু কিছু বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমত অবস্থায় খাঁটুরা নিবাসী বাবু লক্ষণচন্দ্র আশের পিতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে—উপ-

চার্য্য মহাশয় তথায় গমন করেন। তৎকালে কেবল তাঁহার সহোদরগণ এবং কতিপয় ব্রাহ্মবন্ধু বাটিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় বশবর্ত্তী হইয়া ঝিখিরা গমন করিলে কর্ত্তৃপক্ষীগণ তথায় তীক্ষ্ণ বিষধরের দংশনে বিঘূর্ণিত মস্তক হইয়া একেবারে সকলই ভুলিয়া গেলেন। গ্রামবাসী যুবকগণের মধ্যে অনেকেই বিশেষভাবে ঘোর আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইল। ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিগণের সহাস্য দৃষ্টির প্রতি যাহাদের লক্ষ্য এবং ধনবান্‌দিগকে কোন উপায়ে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই যাহারা কৃতার্থ তাহাদের শ্রেণীর লোকেরাই বিশেষতঃ কার্য্যতঃ অত্যাচারী হইয়া দাড়াইয়াছিল। ২৪শে।২৫শে জ্যৈষ্ঠ দুইদিবস ঝিখিরা গ্রামে চতুঃপার্শ্বস্থ দশ পনর খানা গ্রামের লোক তাহাদিগের মহাসভাতে সমবেত হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মদিগের বিরুদ্ধে ভয়ানক আন্দোলন করেন।

পরিশেষে তাঁহাদিগের সেই বিরাট সভাতে স্থির হয় যে, "ব্রাহ্মদিগকে তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্ম ত্যাগ করাইতে বা যদি না ত্যাগ করে তবে উত্তমরূপে শাসন বা দেশত্যাগী করিতে যাহা কিছু করিতে হইবে তাহাতে সকলেই একমত। হিন্দু সমাজের "হুকা-ছিলেম" বন্ধের প্রথম উপায় টা অত্রত্য ব্রাহ্মদিগের পক্ষে নিষ্ফল হইবে এবং তাঁহারা একত্র ভোজনাদিরও প্রয়াসী নহেন ইহা জানিয়া অদ্য হইতে কোন ধোপা নাপিত ব্রাহ্মদিগের কার্য্য না করে এইরূপ ব্যবস্থা হয়। যাহা হউক ঝিখিরা হইতে এইরূপে বলপ্রাপ্ত হইয়া গ্রামবাসিগণ মাতিয়া উঠিলেন। ইহা সত্য বলিয়া প্রতীতি হয় যে, তাঁহাদের সভাতে যে, সকল বিষয়ের মীমাংসা বা হুকুম হইত এমত বোধ হয় না; তবে যে যাহা করিত—তাহাতে সে হয়ত প্রশ্রয় পাইত।

সে যাহা হউক ২৬শে জ্যৈষ্ঠ হইতে অত্যাচার আরম্ভ হয়। লিখিতে প্রাণে বেদনা হয় যে, ঐ দিবস প্রাতঃকালে প্রায় ৮টার সময় উপাচার্য্য মহাশয়ের একটী জ্ঞাতি-ভ্রাতা নেতা হইয়া একটা প্রকাণ্ড দল সঙ্গে লইয়া "কাছারী বাড়ী" নামক বাটীর সম্মুখে বহির্দ্দেশে উপস্থিত হন। সেই বাটীতে উপাচার্য্য সপরিবারে বাস করিতেন। তৎকালে তাঁহার সহোদরগণ তথায় উপস্থিত ছিলেন না। সংবাদ পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহারা যথাস্থানে আগমন করেন। দলপতি তখন সদর্পে কহিতে লাগিলেন, "এই বাটীতে আমার অংশ আছে আমার ইয়ার বন্ধুগণ বাটীতে প্রবেশ করিয়া যথেচ্ছ ব্যবহার করিবে, বেদীর উপর পাঁটা কাটিবে, মদ খাইবে। এবম্প্রকার নানা অশ্লীল কথা তিনি কহেন। প্রথমতঃ শ্রীমান্ যশোদা কুমার তাঁহার পায়ে ধরিয়া মিনতি সহকারে কহিতে লাগিলেন যে, "এ বাটীতে বড় বধুঠাকুরাণী আছেন, অতএব বড় দাদা আসুন, তাঁহাকে যে প্রকার বলিতে হয় বলিবেন, সম্প্রতি ক্ষান্ত হউন"। তাঁহাদের পিতৃদেব মহাশয়ও সেই দলপতিকে সান্ত্বনা করিতে বৃথা চেষ্টা করিয়া ছিলেন। পরে উপাচার্য্য মহাশয়ের ভীমবলশালী কনিষ্ঠ সহোদর যথাস্থানে উপস্থিত হইয়া সবলে যখন এই কয়েকটী কথা বলিলেন যে, "যখন বাটীর মধ্যে বড় বধুঠাকুরাণী আছেন তখন আমাদের উপস্থিত তিন ভায়ের প্রাণ থাকিতে যে কেহ হউক কাহাকেও বাটীমধ্যে প্রবেশ করিতে দিব না—যাঁহার অংশ আছে বড় দাদা বাটীতে আসিলে তিনি তাঁহার সহিত বুঝিবেন। অতএব আমি দ্বারে দাঁড়াইতেছি—যাহার ক্ষমতা আছে সে অগ্রসর হউক"। বোধ হয় এই কথা গুলিতে দলপতি কিছু সঙ্কুচিত হইয়া তাঁহাদের

জ্যেষ্ঠাগ্রজকে সংবাদ দিয়া শীঘ্র আনাইবার কথা বলিলেন। তাহাতে তাঁহারাও স্বীকার করিলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রের ভ্রাতা তাঁহাকে হস্তগত করিয়া কয়েকটী দুষ্টের হস্তে সমর্পণ করে। গ্রামস্থ কোন বিবাহক্ষেত্রে কতৃপক্ষীয়গণ এবং অন্যান্য বহু লোক উপস্থিত ছিলেন। দুষ্টেরা অখিলচন্দ্রকে পাইয়া চোরের ন্যায় তথায় ধরিয়া লইয়া যায় ইত্যবসরে শ্রীমান্ নটবর শত্রুহস্ত এড়াইয়া প্রস্থান করেন, তাঁহাকে আর পরে ধরিতে পারে না ; কিন্তু অখিলচন্দ্রকে অগ্রপশ্চাৎ ঘেরিয়া নানাপ্রকার কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে দিতে বিবাহক্ষেত্রে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের নিকটে লইয়া উপস্থিত করে। চারিদিকে পুরনারীগণ সজল-নয়নে দরিদ্র যুবকের ঈদৃশ অবস্থা দেখিতে লাগিলেন। কর্ত্তৃ-পক্ষীয়গণ প্রথমতঃ অখিলচন্দ্রকে বসিতে বলিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করেন বটে, কিন্তু সকল প্রশ্নের মর্ম্ম অন্য আর কিছু নহে কেবল প্রাহার অবলম্বিত ধর্ম্ম তাঁহাকে তাগ করিতে হইবে এবং ফকির দাসের নিকট আর কখন যাইতে পারিবেন না। অখিলচন্দ্র নির্ভীকচিত্তে সমুদায় প্রশ্নেরই উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করিয়াছি তাহা ত্যাগ করিব প্রাণ থাকিতে একথা মুখে আনিতে পারিব না ; এবং ধর্ম্ম লইয়াই আমাদিগের উপাচার্য্য শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় মহাশয়ের সহিত সম্বন্ধ ; সুতরাং আমার ধর্ম্ম থাকিলেই তাঁহার সহিত সেই সম্বন্ধ থাকিবে ; অতএব তাঁহার নিকট যাইব না একথাও বলিতে পারিব না। এবম্প্রকার স্পষ্ট উত্তর পাইয়া উপস্থিত সকলেই ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন। কেহ বলেন "আমাদের আসন ছাড়িয়া বস্" কেহ বলেন "ব্যাটা যেন পেহ্লাদ"—কেহ বলেন, "উহাকে এক-

বারে দেশ ছাড়াইয়া দাও"। তন্মধ্যে ঝিখিরা বাসী একটী ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের কর্ত্তৃক তাঁহার কতই অর্থনাশ! আর কতই বা তিনি সহ্য করিবেন। সুতরাং তিনি অধীর হইয়া অনেকগুলি অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করিলেন না। যাহা হউক পরিশেষে স্থির হইয়া সকলে একবাক্যে ইহাই বলিলেন যে, "আমারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আজ তোকে আমাদের গ্রামের বাহির করিয়া দিব; যদ্যপি দুই মাসের পর তোদের ব্রাহ্মসমাজের কোন চিহ্ন থাকে, তবে ফিরিয়া আসিস্, নচেৎ এদিকে আর কখনও মুখ ফিরাস্ না"। এইরূপ আদেশ হইবামাত্র পার্শ্বস্থ দুতগণ মহোল্লাসে নৃত্য করিতে করিতে দীন অখিলচন্দ্রের কর্ণ ধারণ পূর্ব্বক নানাপ্রকার অশ্লীল অশ্রাব্য কটূক্তি করিতে করিতে তাঁহাকে গ্রামের বাহির করিয়া দিবার জন্য লইয়া চলিল। "রক্ষা কর, হে করুণাসাগর, বিন্দু কৃপা তব দাও আমারে" এই সংগীতাংশটী বার বার মৃদুস্বরে গাণ করিতে করিতে সকল অপমান নীরবে সহ্য করিয়া গম্ভীর ভাবে তিনিও অগ্রে অগ্রে চলিলেন। আহা! আশ্রিতবৎসল শ্রীহরির কি অপার করুণা! সত্যই তিনি এক্ষণে শত্রুগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া মাতৃবেশে আপন পুত্রকে ক্রোড়ে লইবার জন্য সম্মুখে অবতীর্ণ হইলেন! অখিলচন্দ্রের গর্ভধারিণী দূর হইতে সন্তানের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে দৌড়িয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে, অখিলচন্দ্র মাতাকে সংক্ষেপে সকল কথা কহিয়া বলিলেন যে, ইহারা আমাকে গ্রামের বাহির করিয়া তাড়াইয়া দিবে। অনন্তর অখিলচন্দ্রের মাতা আপন পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়া যখন গৃহে লইয়া যাইতে

উন্মত্ত হইলেন, তখনই কি আশ্চর্য্য ! অত্যাচারী যুবকগণের সকল লম্ফ ঝম্ফ ফুরাইল, তবে কেহ কেহ বলিতে লাগিল যে, "ও আমাদের নিকটে বলুক যে, ফকির বাবুর নিকট যাইব না— তাহা হইলে আর কোন কথা নাই"। ইহাতেও অখিলচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত নির্ভীকচিত্তে বলেন যে, "তাহা হইবার নহে"। যাহা হউক এইরূপে অখিলচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়া তাহারা যথাস্থানে প্রস্থান করে। অখিলচন্দ্রও মাতার সঙ্গে গৃহে গমন করেন। এই দিবসই অতি প্রত্যূষে স্থানীয় জনৈক উপাসক বন্ধুর পিতা এবং পিতামহ তাঁহাকে প্রহার করিবার অভিপ্রায়ে প্রমত্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমত সময়ে তাহারা উপাচার্য্য মহাশয়ের তৃতীয় সহোদর যশোদাকুমার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহাদেরই সদর বাটীর নিকটে অতি কুৎসিত কথাতে গালি দেয়। শান্ত যশোদা কুমার হটাৎ এবম্প্রকার ব্যবহারে নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অপর দিকে দুইটি উপাসকের প্রতি কঠোর লক্ষ্য করিয়া একদল দৌড়িয়াছে ইহা তাঁহারা জানিতে পারিয়া ঈশ্বর কৃপায় কোনরূপে পলায়ন করিয়া আত্ম-রক্ষা করেন। উপাচার্য্য মহাশয়ের থাটুরা হইতে প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে কয়েক দিবস অতিনিষ্ঠুর ভাবে অনেকেই তাঁহাদিগের অভি-ভাবকগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত হয়েন। কাহাকেও দড়ি দিয়া হাত পা বাঁধিয়া বুকের উপর চাপিয়া শাসন করা হইয়াছে; কাহারও গলায় বাঁশ দিয়া বুকে ইট চাপাইয়া মুখে বিষ্ঠা দিবার ভয় প্রদর্শন করা হইয়াছে, এই কয়েকদিন প্রমত্ত যুবকদল যেন বর্গী অত্যাচারের সময় ফিরাইয়া আনিয়া ছিল। কেহ দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুগ্ধবন্ধ করিবার জন্য দুগ্ধ প্রদাতাকে ভয় প্রদর্শন করিতেছে,

কেহ বা দোকানদারকে সাবধান হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। বিশ্বাসীগণ প্রাণাধিক শ্রীহরির মুখপানে তাকাইয়া এই সমুদায় অপমান অত্যাচার লাঞ্ছনা নিপীড়ন নীরবে বহন করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত বিষয় পত্রে উল্লেখ করিয়া—শ্রীমান্ যশোদা কুমার তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ উপাচার্য্য মহাশয়ের নিকট—খাঁটুরাতে সংবাদ প্রেরণ করেন। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র প্রিয় শ্রীমান্ হরলালকে সঙ্গে লইয়া বাটী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তিনি উলুবেড়ীয়ার শ্রীযুক্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমুদায় বিষয় জ্ঞাত করাতে তিনি বিশেষ বন্ধু ভাবে যে প্রকার পরামর্শ দিয়া ছিলেন এস্থলে তাহার প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন উপাচার্য্য তাহাতে সম্মত না হইয়া এই কথা বলিলেন যে, "সর্ব্ব-নিয়ন্তা বিধাতার রাজ্যে সংসারের প্রকোপ কতদূর বাড়িতে পারে একবার দেখা ভাল এবং তাঁহার জন্য ঐ দুঃর্বিসহ প্রকোপ সহ্য করিলে উত্তমরূপ লাভই আছে"। ডেপুটী বাবুর সহিত এইরূপ কথোপকথনান্তে তিনি ঘাটাল ষ্টীমারে বাটী যাত্রা করিয়া রাত্রি প্রায় দুই প্রহরের সময় স্বগ্রামে উপনীত হয়েন। তৎকালে গ্রামস্থ একটী দোকানদার তাঁহাদিগকে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়া কহে যে রাত্রিতে দলে দলে দুষ্টেরা পথে বেড়াইয়া থাকে, তাহারা দেখিলে হটাৎ অনিষ্টের সম্ভাবনা। যাহা হউক উপাচার্য্য মহাশয়ও তাহার নিষেধ শুনিলেন না বটে, কিন্তু সাবধান হইলেন! তাঁহারা উভয়ে গাত্রাচ্ছাদন গুলি খুলিয়া সেই দোকানদারের স্কন্ধে দিয়া বলিলেন যে, তুমি সঙ্গে এস, ভয় নাই—রক্ষাকর্ত্তা আছেন।" এমত অবস্থায় যেন বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার বাটী প্রবেশ করেন।

বিগত ২৬শে জ্যৈষ্ঠ হইতে পাঁচ দিন প্রাতঃকালে সমবেত উপাসনা বন্ধ হয়। উপাচার্য্য মহাশয় রাত্রিতে বাটী পঁহুছিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে দৈনিক উপাসনা আরম্ভের প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে উচ্চরবে যদ্রূপ ঘণ্টা পূর্ব্বে বাজিত তদ্রূপ বাজাইতে অনুমতি করেন। তৎকালে সকলের যথাসময়ে উপাসনায় যোগ দিবার সুবিধা জন্য ঐরূপ ঘণ্টা বাজিত। অনন্তর তিনি সহোদরগণ সঙ্গে স্নানার্থে পুষ্করিনীতে গমন করেন। এ দিকে ঘণ্টার শব্দ পাইয়া অখিলচন্দ্র, নটবর প্রভৃতি কেহ কেহ কর্ত্তব্য বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ জন্য তথায় উপস্থিত হন। ইহাতে তিনি বলিলেন যে অন্য কার্য্য বা উপায় কিছু নাই, কেবল প্রতিদিন উপাসনায় যেমন যোগ দেওয়া হইত ঠিক তেমনি যোগ দেওয়া চাই হ চাই, ইহার ত্রুটী না হয়। পথে তোমাদের প্রতি যদি কেহ কিছু মন্দ ব্যবহার করে বা গালি দেয় তোমরা তদুত্তরে ভাল বা মন্দ কোন কথা না কহিয়া নীরবে চলিয়া আসিবে। এই সমুদায় কথাতে তাঁহারাও আনন্দচিত্তে সম্মত হইলেন। এইরূপে প্রাতঃকালে সেই দিবস হইতে মিলিত উপাসনা পুনরারম্ভ হইল। আহা! বিধাতার কৃপাগুণে সে উপাসনার মাধুর্য্য এবং জমাটভাব দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পাঁচ ছয় দিন পরে ব্রাহ্মসমাজে ঘণ্টার শব্দ পুনর্ব্বার শুনিয়া প্রতিপক্ষ দলস্থ অনেকেই কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কোন বিপক্ষ আত্মীয় বিশেষের সহিত উপাচার্য্য মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন—কখন আসা হইল? উপাচার্য্য মহাশয়ও সেই প্রশ্নের উত্তর মাত্র

দান করিয়া চলিয়া যান, সুতরাং অন্য কোন কথা আর হইল না।

প্রতিপক্ষীয় যুবকগণের লম্ফ ঝম্ফের ত বিরাম নাই। কেহ এক কালে সাত জনকে খুন করিতেছে, কেহ বা বলিতেছে যে, "মাংসের অভাবের দিনে কচি কচি গুলাকে মদের সঙ্গে চাট করিয়া ফেলা যাইবে। এইরূপ করিতে করিতে দল পাতলা হইয়া গেলে সহজে কার্য্য সিদ্ধ হইবে"। ইহাদের মধ্যে একজন প্রকাশ্যে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিল যে, "ফকির বাবুর জীবন আর আমার জীবন, ইত্যাদি।" যাহা হউক এইরূপ কত আর লিখিব। বুদ্ধিমান্ পাঠক সহজেই অবস্থা বুঝিয়া লইতে পারিবেন। এবম্প্রকার অবস্থার উপর আবার অর্থবল ও লোকবল প্রচুর। তবে আর একটী কথা আছে, সে কথাটী যেমন হাস্যোদ্দীপক তেমনি গভীর রূপে মর্ম্মভেদী। সে বিষয়টী পাঠ করিলে কেহ কখন হাস্য করিবেন অনেকে অশ্রু বিসর্জ্জনও করিবেন। সে বিষয়টী অন্য আর কিছু নহে—বিষ্ঠার হাঁড়ী। স্বগ্রামবাসিগণ ধনবল লোকবলে অধীনস্থ বলবান্ মন্দমতি যুবকদিগকে মদ্য মাংসাদির দ্বারা প্রতিপালন করিতেন, কখনও বা লাটিয়াল আনাইয়া নানাবিধ উপায়ে অত্যাচারের প্রয়াস পাইতেন। গ্রামবাসিগণ ব্রাহ্ম-নিধনের এই সমস্ত উপায় বলেই মহাস্ফালন করিতে লাগিলেন কিন্তু নিকটবর্ত্তী জনৈক হরিভক্তি পরায়ণ (!) বুদ্ধিমান্ বৃদ্ধ বৈষ্ণব অমরাগড়ীতে আসিয়া লোক-শাসনের উৎকৃষ্ট এমনকি প্রধানতম উপায় স্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া "বিষ্ঠার হাঁড়ী" বিষয়ক শাসনতত্ত্বটি শিক্ষা দিয়া যান। ঐ যুবকদলও এমনি তীক্ষ্ণমতি যে তাহারাও তৎক্ষণাৎ শিক্ষালাভ করিয়া অধীনস্থ

লোক বিশেষের দ্বারা শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। শক্রশাসন হউক বা না হউক তাহা পরের কথা কিন্তু অগ্রে দশজনের বিষ্ঠা একজন মাথায় লইয়া বেড়াইবে এই উপদেশটী যেমন আশুফলপ্রদ তেমনি উপদেষ্ঠার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও পরিচায়ক! এই রূপ গভীর নরকে ডুবাইতে না পারিলে কি বন্ধুতার পরিচয় হয়? বৈষ্ণব প্রদত্ত "বিষ্ঠার হাঁড়ী" দরিদ্র ব্রাহ্ম-দিগকে যত শাসন করিতে পারুক বা না পারুক, শিষ্যেরা যেন গুরুদক্ষিণা স্বরূপ সেই বিষ্ঠার হাঁড়ীকে "মাল্‌সা ভোগ" উপাধি দান করিয়া লোকের নিকট পরিচয় দিতে লাগিল। কারণ তাহারা আপনারাই বলিয়া বেড়াইত যে "আজ অমুকের বাড়ীতে রাত্রিতে মাল্‌সা-ভোগ দেওয়া হইবে"। উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত দক্ষিণাই বটে! হা! প্রেমনিধি শ্রীগৌরাঙ্গ! তোমার বংশে ঐরূপ সুসন্তানের না জন্মানই ভাল ছিল, সে হতভাগ্য শক্র হইয়া স্থানীয় ব্রাহ্মবিশ্বাসিগণের অন্তরে বিশ্বাসাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিল বটে, এবং তোমার অপমানে ব্যথিত হইয়া যদিও তাহারা তোমার পদে মস্তক রাখিয়া কতই ক্রন্দন করিল কিন্তু "তার না জন্মান ভাল ছিল" কিংবা শিলা গলদেশে বন্ধন করিয়া "সিন্ধুজলে ডুবিলেও হত মঙ্গল"। পুনশ্চ ঐ বৃদ্ধেরই পরামর্শে কোন ভদ্রলোকের দুই তিন বিঘা ভূমির পটল ও কুষ্মাণ্ডাদি ফসল একেবারে নষ্ট করা হয়। ঐরূপ ক্ষতিগ্রস্থ লোকটীর অপরাধ অন্য কিছু নহে; কেবল তিনি অত্যাচারি-গণের সঙ্গে অত্যাচারে যোগ দেন না।

এ দিকে এক পক্ষের দল বল সাজ সজ্জা ত এইরূপ। পক্ষান্তরের অবস্থা সহৃদয় পাঠকবন্ধু জানিতে স্বভাবতই সমুৎ

মুক। হায়! দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের অবস্থা আর কি বলিব? কাহারও গৃহে অন্ন নাই, গাত্রে বস্ত্র নাই, কেহ কেহ সংসারে ঘৃণিত এবং বিশেষ ভাবে অপমানিত; বন্ধু দুই একটী ব্যতীত প্রায় ছিল না—তাঁহারাও প্রতিপক্ষদলের অত্যাচার ভয়ে এমনি শঙ্কিত চিত্ত যে তাঁহাদিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে কথা প্রায় চলিত না। এতদ্বারাই এ পক্ষের ধনজনবল পাঠকবর্গের অবিদিত থাকিবে না। তবে এ সমুদায় কিছু না থাকুক—ছিল তাঁহাদের দৈনিক মিলিত জমাট উপাসনা, পবিত্র মৃদঙ্গের মধুর ধ্বনি, সর্বেশ্বে প্রাণগত বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা, শত্রুতাচরণে সহিষ্ণুতা এবং ভ্রাতা ও বন্ধুগণের সহিত প্রেমবন্ধন। আশ্রিত বৎসল ভগবান শ্রীহরি এই সমস্ত উপকরণ লইয়াই ব্যূহ রচনা করিলেন এবং সাজাইলেন। তিনি স্বয়ং এই সমুদায় অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পরিশেষে জয়লাভ করিয়া জয়চিহ্ন আকাশে প্রকাশ করত ভূতলে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এইরূপ বিচিত্র সাজে সজ্জিত হইয়া উভয় দল সমর ক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। উপাচার্য্য খাটুরা হইতে শান্তী আগমন করিয়া মধুর ঘণ্টাধ্বনি সহকারে দৈনিক মিলিত উপাসনার পূর্ব্ব ব্যবস্থা যখন পুনঃস্থাপন করিলেন, তখন সেই ঘণ্টা ধ্বনি অন-পক্ষের কর্ণে বিষ বর্ষণ করিল। তরলমতি যুবকগণ মাতিয়া উঠিল। প্রথমতঃ যে সূত্রাবলম্বন করিয়াই গোলযোগ উপস্থিত হউক এক্ষণে যে প্রকার অবস্থা সমুপস্থিত, তাহাতে উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এক পক্ষের সুদৃঢ় সংকল্প—ব্রাহ্মসমাজের সমূলে সমুৎপাটন, অপর পক্ষের প্রার্থন

এবং যত্ন তাহাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে সংস্থাপন। এক্ষণে উভয় পক্ষই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর হইলেন। প্রতিপক্ষ স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন জন্য নানাবিধ উপায় উদ্ভাবন করিতে উপর্য্যুপরি সভা আহ্বান করিতে লাগিলেন; দীনদরিদ্র ব্রাহ্মদের দিবসের গোলযোগে বিঘ্ন আশঙ্কা করিয়া সুস্নিগ্ধ প্রাতঃকালে ভ্রাতাবন্ধু সকলে সমবেত হইয়া মার শ্রীপাদ-পীঠ ঘেরিয়া মার পূজার প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। যাঁহাদের পৃথিবীতে কেহই ছিল না—কিছুই ছিল না, তাঁহারা মাকেই সর্ব্বস্ব জানিয়া হৃদয়ের দুঃখ বেদনা,—বাসনা, কামনা—সকলই প্রাণ খুলিয়া মার নিকটেই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এইরূপ এক দিবস উপাসনান্তে উপাচার্য্য মহাশয় গ্রামস্থ সাধারণ সভা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি উপস্থিত হইলে কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পূর্ব্ববৎ সৌজন্য প্রকাশ করেন; তিনিও যথোচিত সম্মান সহকারে তাঁহাদিগের সহিত বহুক্ষণ কথোপকথন করেন। কিন্তু পরিশেষে তাঁহার বাক্‌পটুতা প্রভাবে তাঁহাদিগের সে দিবসের সভার উদ্দেশ্যটি ভঙ্গ হইয়া যায়। তবে শেষ কথা স্পষ্টতঃ বুঝা গেল যে তাঁহারা কুড়ি হাজার লোক একপক্ষে এবং ব্রাহ্মগণ কুড়িটী মাত্র অন্যপক্ষে ইহারই উপর নির্ভর করিয়া ভয়প্রদর্শন দ্বারা তাঁহারা ব্রাহ্মদিগকে তাঁহাদের নিজ বিশ্বাসাধীনে আনিতে চাহেন। তদুত্তরে উপাচার্য্য কহেন যে যখন নূতন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয় তখন এই প্রকার সংখ্যাই দেখিতে পাওয়া যায় বটে; কিন্তু বিধাতার এমনি খেলা যে কালক্রমে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়া থাকে। এজন্য সকল সময়ে লোক সংখ্যার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মের সত্যাসত্য বিচারিত

হইতে পারে না। অনন্তর অন্য একদিন প্রতিপক্ষগণ এইরূপ কথা কন যে যখন প্রতিপক্ষ সকলেই আপন আপন লোক তখন কেবল মাত্র বহুলোকের মর্য্যাদা রক্ষার্থে ব্রাহ্মদিগের পক্ষ হইতে এইরূপ কথা বলা হউক যে "কে কোথায় কি করিয়াছে আপনারা তাহা হইতে ক্ষান্ত হউন" প্রত্যুত্তরে উপাচার্য্য মহাশয় কহিলেন যে ক্ষান্ত হইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি কিন্তু যখন আমরাই স্বহস্তে ধর্ম্ম-বন্ধু বিশেষের মৃতদেহের সৎকার করি-যাছি—তখন আপনাদের অনুরোধ—"কে কোথায় কি করিয়াছে এইরূপ মিথ্যা কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? অতএব ইহা হইতে পারে না। শেষ এই পর্য্যন্ত কথাটী আসিয়া বন্ধ হয়। আর নিষ্পত্তি হইল না। যাহা হউক পাঠক বন্ধু দুঃখের কাহিনী কতই শুনিয়াছেন, আরো কতই শুনিবেন। ইতিমধ্যে একটী আমোদজনক কথা শুনুন। পূর্ব্ব দিবস সভাস্থলে উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে একটী যাজক ব্রাহ্মণ বহু যজমান সমক্ষে অস্বা-ভাবিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক দীনাত্মা (ফকির দাসকে মহা-দায়গ্রস্থ বিবেচনা করিয়া তাঁহার সহিত বৃথা তর্কে প্রবৃত্ত হইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। এরূপ ব্যস্ততা দেখিয়া তিনি সেই ব্রাহ্মণকে মিনতি করিলেও ব্রাহ্মণ নিরস্ত হইলে না। ইতি-মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গের নাম হইলে জগাই মাধাএর নাম ও উল্লেখ হয়। তাঁহারা ব্রাহ্মণপুত্র ইহা শুনিয়া পূর্ব্বোক্ত যাজক ব্রাহ্মণ কিছু অধিকতর গম্ভীর এবং উচ্চ হইয়া সকল বিদ্যা প্রকাশ করতঃ বলিলেন যে জগাই প্রভৃতির কথা যখন শ্রীমদ্ভাগবতে নাই—তখন সে কথা সত্য বলিয়া—কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইতে পারে? ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় এক্ষণে পাঠক বিবেচনা করুন।

এই সময়ে গ্রামে উপর্য্যুপরি হিন্দুদিগের সভা আহূত হইতে লাগিল। কিন্তু কোন কোন অধিবেশনে উল্টা ফল ও ফলিয়াছিল। পূর্ব্ব কথিত "জয়পুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে" অমরাগড়ী প্রভৃতি গ্রাম হইতে ছাত্র কেহ না যায়—এই বিষয়ে পীড়াপীড়ি করাতে তাঁহাদের দলস্থ একটি প্রধান লোক দলত্যাগ করেন। এইরূপে আর এক দিবস উপাচার্য্যের পিতৃদেব মহাশয়ের নিকট কথা উঠিল যে তাঁহাকে তাঁহার অন্য পুত্রদিগকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে তিনি বলেন যে তোমাদের বিশেষ অনুরোধে এবং পুত্রগণের অভিপ্রায় জানিয়া তাহাদিগের সহিত আহারাদির সংস্রব না রাখিতে সম্মত হইয়া ছিলাম কিন্তু তোমাদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিতেছি ইহাতে আমি সম্মত নহি—আমি চলিলাম। এইরূপ কথা বলিয়া তিনি বাটীতে চলিয়া আইসেন। যাহাহউক প্রতিপক্ষদলের সভা যাই ভঙ্গ হইল, অমনি অধীনস্থ যুবকদল নানা ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত হইয়া কতই আস্ফালন করতঃ ইতস্ততঃ বেড়াইতে আরম্ভ করিল। কোন দিকে দৃকপাত না করিয়া যাহার মুখে যাহা আসিতেছে তাহাই সে অসঙ্কুচিতচিত্তে চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে; তন্মধ্যে কেহ কেহ বা মদ্য মাংসাদির আহরণে মহাব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছে। সন্ধ্যা বন্দি হইল আর তাহাদিগকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য? তাহারা কোন্ দিন যে কি করিত, তাহার সম্যক বর্ণন অসম্ভব; তবে এক দিন সামাজিক উপাসনার সময়ে উপাচার্য্য মহাশয়ের আবাসবাটীর ঠিক পার্শ্বস্থ একটি কুটীরে ঐ মত্ত যবুকদলের অনেকেই মদ্য মাংসাদি লইয়া মহাগোলযোগ করিয়াছিল। সেই রবিবার দিবস বহুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া অগত্যা উপাসনা আরম্ভ করিতে হয়। তাহারাও বিকৃতস্বরে

অনুরূপ শব্দ করিয়া ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। এজন্য সে দিবস উপাসনার অত্যন্ত ব্যাঘাত হইয়াছিল। পরস্পর সকলের সুবিধা জন্য অনেক সমুদায় ব্রাহ্মগণ উপাচার্য্য মহাশয়ের আবাস বাটীতেই রাত্রিতে একত্রাবস্থান করিতেন। প্রতিপক্ষ সেই বাটীতে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার জন্য কোন কোন দিন লাঠিয়াল আনাইতেন। কোন দিন বা গভীর রজনীতে, কে জানে, কোন নীচাশয় ব্যক্তি বিষ্ঠার হাঁড়ী মাথায় লইয়া তাঁহার বাটী মধ্যে নিক্ষেপ করিবার চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইত কিন্তু তৎসাধনে তাহার চেষ্টা বিফল হইলে পরিশেষে পাড়ার মধ্যে যে কেহ ব্রাহ্মদিগের প্রতি স্নেহ মমতাযুক্ত হইয়া কথা কহিত তাহারই বাটীতে ফেলিয়া দিয়া কোনরূপে সাধ মিটাইত। দুই দিন এইরূপ দুইটী ঘটনা প্রকাশ পাইয়াছিল। একদা গভীর রজনীতে দরিদ্র শ্রীমান হরলালের বাটীর জানালার মধ্যে দিয়া এমনি ভাবে বিষ্ঠা নিক্ষিপ্ত হয় যে, তাহার ঘৃণার জনক কদাকার দৃশ্যত আছেই, তদ্ব্যতীত তাহাতে সেই দরিদ্রের পাঁচ ছয় টাকা ক্ষতি হইয়াছিল। দ্বিতীয় রাত্রির ব্যাপার অধিকতর কুৎসিত এবং ঘৃণাজনক। বেচারাম রায় নামক একটি নিরপেক্ষ লোকের বাটীতে ঐ ঘটনা ঘটে। রাত্রিতে তাঁহার একটী অল্পবয়স্ক পুত্রকে লইয়া তাহার স্ত্রী দ্বারে মসারি মধ্যে নিদ্রা যাইতেছেন এমত অবস্থায় একটী বিষ্ঠাপূর্ণ হাঁড়ী সেই মসারির উপর পতিত হইলে, সেই নিদ্রিত শিশু, এবং স্ত্রীলোকটীর সর্ব্বাঙ্গ বিষ্ঠাতে পূর্ণ হইয়া যায়। কি ভয়ানক ঘৃণা এবং ভয়ঙ্করজনক দৃশ্য ! সহৃদয় পাঠক, লিখিব আর কি ? বুঝিয়া লউন যে তৎকালে তাহাদের অবস্থা কি প্রকার হইয়াছিল। সেই গভীর রাত্রিতে তাহারা

স্নান এবং বিছানাদি পরিষ্কার করেন। তদনন্তর এক দিন একটা পচা মড়া মাটীর ভিতর হইতে তুলিয়া আনিয়া উপাচার্য্যের বাটী মধ্যে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ হইতেছে এমত সময়ে তাঁহাদের কেহ উহা শুনিতে পাইয়া তাঁহারা বিশেষভাবে সাবধান হয়েন। এইরূপে এক একদিন এক এক প্রকার নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইত।

প্রতিপক্ষের অবস্থা এবং কার্য্য চেষ্টার বিষয় কিছু কিছু প্রকাশ পাইয়াছে এক্ষণে দরিদ্র ব্রহ্মসন্তানগণের অবস্থাও লিখিত হইতেছে। দীনদরিদ্র ব্রাহ্মগণ এক দিকে যেমন জমাট উপাসনা আরম্ভ করেন তেমনি উপাচার্য্যের আবাস বাটীতে রাত্রিতে সমগ্র উপাসকবন্ধুগণের একত্রাবস্থানের ব্যবস্থা ব্যবস্থিত হয়। সন্ধ্যা হইলেই সকলে যথাস্থানে উপনীত হইতেন। অনন্তর কেহ নির্জনে একতন্ত্রী যোগে ধ্যান করিতেন; কেহ কেহ বা স্থানান্তরে মধুর মৃদঙ্গ লইয়া গুণ গুণ স্বরে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন; কেহ বা উপস্থিত বন্ধুবর্গের রাত্রি ভোজনের আয়োজন করিতেছেন; কেহ কেহ বা রন্ধনশালায় রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, কেহ বা দীর্ঘকায় বিস্তার করিয়া আরাম করিতেছেন এবং অবশিষ্ট চারি পাঁচটি সাহসী বলশালী যবুক প্রহরীর সাজে সজ্জিত হইয়া দ্বার রক্ষণাদি স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সাধন করিয়া মধ্যে মধ্যে নানারঙ্গে বন্ধুবর্গের হাস্যোদ্দীপন করিতেছেন। আহা! একদিকে যেমন জীবন ও ধর্ম্ম-রক্ষার চিন্তা এবং নানাবিধ আশঙ্কা তেমনি অপর-দিকে হরিগুণকীর্ত্তন এবং বন্ধুসহবাস জন্য বিবিধ রসরঙ্গ। কি অদ্ভুত নির্ভীকতা এবং অসমসাহসিকতা সহকারে উপচার্য্যের কনিষ্ঠ সহোদর এবং প্রেমোন্মত্ত মৃদঙ্গবাদক শ্রীমান হরলাল এ দুইজনে তাঁহাদের গুরুজনগণের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিসম্মান জন্য স্ব স্ব কর্ত্তব্য

সাগ্রহে প্রাণ ঢালিয়া দিয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন তাহা চিন্তা করিলেও প্রাণ আনন্দে নৃত্য করে! যে দিবস প্রকাশ্যে কোন দুষ্টলোক উপাচার্য্যের জীবনের প্রতি আঘাত করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে এমত সংবাদ তাঁহাদের নিকট পঁহুছিল—আহা! সে দিবস উপসনাকালে কনিষ্ঠ শ্রীমান নন্দকুমারের গভীর ক্রন্দন এখনও স্মরণ করিলে—প্রাণ সিহরিয়া উঠে। বিশেষতঃ সেই দিন হইতে পুনরায় নূতন অনুরাগ এবং মত্ততা তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিল। প্রত্যেক রাত্রিতে পঁচিশ ত্রিশটী লোকের উদরপূর্ণ হইবে দরিদ্র আশ্রমে এরূপ আয়োজন তেমন কিছুই থাকিত না। দরিদ্র আশ্রমবাসীদিগের ভিক্ষালব্ধ অন্নে জীবন ধারণ হইত বটে, তথাপি সেই আশ্রমে মার অতুল করুণাগুণে শাকতণ্ডুলের অভাব হইত না। ব্রাহ্ম-সমাজের পরিচিত দানশীল বন্ধু শ্রীযুক্ত লক্ষণ বাবুর কন্যা কোমলহৃদয়া বালিকা শ্রীমতী স্নেহলতা অমরাগড়ীর দরিদ্র ব্রহ্ম-সন্তানগণের বিপদ কাহিনী সংবাদ পত্রিকায় পাঠ করিয়া সমপাঠিকাদিগের মধ্য হইতে সংগ্রহ করিয়া ২৬।৵০ টাকা উপাচার্য্য মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করেন। তৎকালে আরো একস্থ কোন স্থল হইতে ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এইরূপ মার প্রদত্ত শাকান্ন উদরপূর্ণ করিয়া বন্ধুগণ পরমানন্দে রাত্রি যাপন করিতেন। ভোজনাদি সমাপন হইতে রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইত এবং অবশিষ্ট রাত্রির মধ্যে অত্যাচার নিবারণ এবং বাটীর পরিজনবর্গের প্রাণ রক্ষার জন্য সকলে তিনদলে বিভক্ত হইয়া কেহ কেহ প্রহরীর কার্য্য করিতেন এবং শত্রুগণ বাটীর মধ্যে বিষ্ঠাদি নিক্ষেপ করিতে না পারে এজন্য কেহ কেহ বাটীর ভিতর চতুর্দ্দিকে যে সমুদায় আলোক জ্বলিত তাহার নিকট গুপ্তভাবে অবস্থিতি করিতেন।

একদিন প্রতিপক্ষ দলের লাঠিয়াল ও মদ্যমাংসের মহা-আয়োজন দেখিয়া উপাচার্য্য মহাশয় বন্ধুদিগকে বলিলেন যে তোমরা "আজ বাটীর প্রাচীরের বাহিরে সংকীর্ত্তন কর, দেখা যাউক মা কি লীলা করেন ; হয় আজ মার নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে শত্রু হস্তে সদলে প্রাণ দিব নচেৎ হাসিতে হাসিতে মার লীলা দর্শন করিব।" অনন্তর যথাস্থানে কীর্ত্তন আরম্ভ হয়। যেন দুইটী দলই অসম-সাহসে নির্ভর করিয়া ক্ষেত্রে অবতরণ করিল। আজ কি হইত কে জানে ; সংকীর্ত্তন আরম্ভের কিঞ্চিৎ পরে যেমন একটী স্ত্রীলোক প্রতিপক্ষীয় আয়োজন এবং প্রস্তুতির সংবাদ দিল ভক্ত-বৎসলা মা জননী অমনি বন্ধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া "নিকটে পুলিশ সব্ইনস্পেক্টর" এই সুসংবাদ প্রদান করিলেন। উপাচার্য্য স্বয়ং সমুদায় বিষয় তত্ত্বাবধারনের জন্য দুইটী মাত্র বন্ধু সঙ্গে রাখিয়া সংকীর্ত্তনের দলের বাহিরে ছিলেন ; তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র দুইটী বন্ধুকে অতি নিভৃত পথ দিয়া সব্ইনস্পেক্টরের নিকট পাঠা-ইয়া দেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে সব্ইনস্পেক্টর যথাস্থানে পঁহুছিবা-মাত্র বিপক্ষীয় লোক সমুদায় আপনাদিগের আড্ডাতে সংবাদ পাইয়া দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া কে কোন্ স্থান দিয়া মদের বোতল ও মাংসের হাঁড়ী লইয়া প্রস্থান করিল। হায়! সে দিন বহু আয়োজনে বেচারাগণ বড়ই বঞ্চিত হইয়াছিল। এদিকে ভক্তগণ প্রমত্তভাবে হরিগুণ কীর্ত্তন করিয়া আনন্দরস পানে পরি-তৃপ্ত হইলেন। সবইনস্পেক্টর অনেক কথাবার্ত্তার পর একজন কন্‌ষ্টেবল প্রহরী রাখিয়া সে রাত্রি তাঁহার পূর্ব্ব কার্য্য স্থানে গমন করেন।

এবম্প্রকার নানা অবস্থার মধ্য দিয়া দরিদ্র ব্রহ্মসন্তানগণ

অনিদ্রাদি বিবিধ প্রকার ক্লেশ সহ্য করিয়া একমাস বাইশ দিন যাপন করেন। এই সময়ের এক একটী দিনের বিষয় মনে হইলে এখনও সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়। পরে স্থানীয় পুলিশ সব-ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া যখন নিজমূর্ত্তি ধারণ করিলেন তখন অত্যাচারী যুবাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া—কে কোথায় লুকাইল পলাইল। অনন্তর তাহারা পূর্ব্ববৎ অত্যাচার করিতে আর সাহসী হইল না। ইতি-মধ্যে একদিবস উপাচার্য্য মহাশয় স্নান করিতে যাইতেছেন এমত সময়ে তাঁহাদের সদর বাটীতে দুইটী লাঠিয়াল তাহাদের অবশিষ্ট বেতন আদায়ের জন্য অত্যাচারী দলের দলপতিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। তখন দলপতি লুক্কায়িত। যাহা হউক ঐ বাটীর একটী বাবু তৎকালে উপাচার্য্য মহাশয়কে দেখাইয়া তাহাদিগকে বলিলেন যে "উঁহারই বিরুদ্ধে তোমরা আসিতে।" লাঠিয়াল দুইজন ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিল "মহাশয়, আপনার সঙ্গে বিরোধ করিয়া ইঁহারা আমাদিগকে আনাইতেন, পূর্ব্বে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই এককাণ্ড বাধাইয়া দিতাম; আমরা আপনকার চাকর বাল্যকাল হইতে যে বাবুর চাকুরি করিয়া মানুষ হইয়াছি, আপনকার প্রতি ঐরূপ সম্মান করিতে তাঁহার আদেশ ছিল। আমরা কতবার আপনার বাটীতে ও স্কুলে জল খাইয়া গিয়াছি।" "তোমারা পূর্ব্বে শুন নাই; সুতরাং গোলযোগ বেশি হয় না, ভালই হইয়াছে" এই কয়েকটী কথা বলিয়া তিনি স্নানার্থে চলিয়া যান। এই সময় হইতে মাসাধিক কাল বিপক্ষদল বিপক্ষতাচরণে কার্য্যতঃ নিবৃত্ত ছিল।

অল্পদিনের মধ্যে পুনর্ব্বার কাল মেঘ আকাশে প্রকাশ পাইল। শ্রীমন্দির গঠনকারী মিস্ত্রি কিছু টাকা পূর্ব্বে দাদন স্বরূপে গ্রহণ

করে ; তাহাকে ভাঙ্গাইবার জন্য বিধিমতে চেষ্টা হয়। কিন্তু সে ব্যক্তি আপন নিরীহ স্বভাব প্রযুক্ত প্রতিপক্ষীয় দলের অনুগত হইতে পারে না। যাহা হউক ১২৯৩ সালের শ্রাবণ মাসের শেষ ভাগে শ্রীমন্দির গঠন কার্য্য আরম্ভ হয়। যেমন গঠনকার্য্য চলিতে লাগিল প্রতিপক্ষীয় ঈর্ষানলও তৎসঙ্গে জ্বলিয়া উঠিল নিদ্রিত শক্রতা পুনরায় জাগ্রৎ হইল। ঝিখিরা-বাসিগণের মধ্যে যাঁহারা পুরাতন শক্র কিন্তু নবানুরাগে সদা প্রদীপ্ত তাঁহারা যোগ দিলেন। তাঁহারা পরামর্শ দানে প্রযুক্ত হন্ত ত ছিলেনই, এবার অর্থদানেও প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় দল একযোগে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া ব্যক্তি বিশেষকে বাদী খাড়া করিয়া শ্রীমন্দিরের তলস্থ ভূমি এবং অপরাপর ভূমি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অধর্ম্মের উপর একটী মিথ্যা মোকদ্দমা আমতার মুন্সেক কোর্টে উপস্থিত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে Injunction অর্থাৎ আদালতের অনুমতি দ্বারা শ্রীমন্দির গঠন কার্য্য বন্ধ করিবার প্রার্থনা করেন। যে দিবস এইরূপ গঠন কার্য্য বন্ধ হয়, সেই দিবস ক্ষণকালের জন্য পূর্ব্ব মত্ততা পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎকালে একজন দুর্ম্মুখ উল্লাসে মত্ত হইয়া কহিতে লাগিল যে "এখন বেশ পাকা পাইখানা প্রস্তুত হইল।" যাঁহার শ্রীমন্দির তিনিও স্বকর্ণে একথা শ্রবণ করিলেন। অচিরে সে নির্ব্বোধ ফল প্রাপ্তও হইল। যাহা হউক মহা তর্জ্জন গর্জ্জনে প্রতিপক্ষ মোকর্দ্দমার আয়োজন করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে উপাচার্য্য স্বয়ং তাঁহার তৃতীয় সহোদরকে সঙ্গে লইয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের বাটীতে গিয়া মোকর্দ্দমা মিটাইবার জন্য অনেক মিনতি করেন এবং মোকর্দ্দমাটী সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা ইহা তাঁহাদিগকে বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু

যখন কর্তৃপক্ষীয়গণ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও শীতল হইলেন না বরং উত্তপ্তই হইলেন, তখন তাঁহারা দুই সহোদরে অগত্যা বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর যথারীতি মোকর্দ্দমার আয়োজন হইতে লাগিল। মোকর্দ্দমার জবাব প্রস্তুতির সময় একটী উকীল বাবু জবাবে কিছুখাদ চলিবে কি না উপাচার্য্য মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি এই বলিয়া উত্তর দান করেন যে খাদ চলিবার উপায় নাই। এই কথাটী লইয়া আদালতে কত হাস্যামোদই হইল। যাহা হউক আমতার একটি ধর্ম্মনিষ্ঠ পারদর্শী উকীল অমৃতলাল বসু যারপর নাই বিনয় এবং সৌজন্য প্রকাশ করিয়া উপাচার্য্য মহাশয়ের নাম করিয়া বার বার কহিতে লাগিলেন যে, তিনি বিপদে পতিত হইয়া তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছেন এবং বিশেষতঃ ধর্ম্ম-মন্দিরের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা এইজন্য তিনি কিঞ্চিৎ মাত্র অর্থ গ্রহণ না করিয়াই মোকর্দ্দমার সমুদায় কার্য্য অতি যত্ন সহকারে করিয়া দিবেন। তিনি তাঁহার প্রদত্ত বাক্য অতি যত্ন সহকারে পালন করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্ম মণ্ডলিকে বিশেষ ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। পাঁচ ছয় মাস মোকর্দ্দমার কার্য্য চলাতে অন্যান্য কারণে দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের অধিক টাকা ব্যয় হইয়া ছিল। কিন্তু বিধাতার এমনি খেলা যে পরিশেষে ধনীর কোষাগারের দ্বারই রুদ্ধ হইল, টাকা অপ্রতুল হইল, ক্রমশঃ তৎপক্ষীয় সকলের চিত্ত চঞ্চল হইল; বাদীও কতিপয় বন্ধুর সদুপদেশে বিপক্ষ দল ত্যাগ করিলেন। পরিশেষে মোকর্দ্দমাটী আপোষ নিষ্পত্তি হইয়া অর্থাৎ বাদী ব্রাহ্মমণ্ডলির প্রদত্ত সম্পূর্ণরূপে সত্য জবাব খানি স্বীকার করিয়া দরখাস্ত দাখিল করিলেন। সকল খেলাই ফুরাইল। পাঠক বন্ধু, এখন অনেকটা

ত অবগত হইলেন ; স্থিরচিত্তে বিশ্বাস নয়নে মার লীলা পর্য্যা-লোচনা করুন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

বিগত ৯৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অত্যাচার নিবারিত হইলে ভিক্ষার্থী বন্ধুগণ দলবদ্ধ হইয়া শ্রদ্ধেয় নন্দ বাবু মহাশয়ের সঙ্গে বালেশ্বরাভিমুখে যাত্রা করেন। বালেশ্বর, কটক, এবং পুরী প্রভৃতি স্থানে বহুদিন ব্যাপিয়া তাঁহারা ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। অমরাগড়ীতে যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভিক্ষা সংগ্রহার্থে নানা দিকে গমন করেন। বিদ্যালয়ের বিশেষ উন্নতির আশাতে পূর্ব্ব স্থান ত্যাগ করিয়া অমরাগড়ীর সীমাতে নূতন গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। মধ্যে যদিও মহাবিপ্লব হইয়া গেল তথাপি বিদ্যালয়ের যদি কিছু কল্যাণ হয় এই আশায় জ্যৈষ্ঠ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত শুভ সময় প্রতীক্ষা করা হইয়াছিল। শ্রীমন্দিরের মিথ্যা মোকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়াতে এবং এই কয়েক মাস বিপদে যে একটী দরিদ্র ব্যক্তি স্কুলকে আশ্রয় দান করিয়াছিল তাহাকেও ভয় প্রলোভন প্রদর্শন করাতে আর বিলম্ব না করিয়া পুরাতন গৃহের ভূমির উপরেই নূতন পাকা গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। কারণ অমরাগড়ীতে নির্দ্দিষ্ট স্থানটী প্রতি-পক্ষীয়গণেরই অধিকারভুক্ত। যাহা হউক গৃহ বিহীনতা প্রযুক্ত বিদ্যালয়ের বিশেষ ক্ষতি এবং অসুবিধা হইতেছে দেখিয়া নূতন গৃহ যাহাতে শীঘ্র প্রস্তুত হয় এই অভিপ্রায়ে মহা-

ব্যস্ততার সহিত গঠন কার্য্য চালাইতে হইয়াছিল। ভিক্ষালব্ধ অর্থ কার্য্যের পক্ষে প্রচুর না হওয়াতে প্রায় সহস্রাধিক টাকা তৎকালে ঋণ করিতে হয়। শ্রীমান যশোদা কুমারই স্কুল গৃহ গঠন কার্য্য পরিদর্শন ভার বিশেষ ভাবে গ্রহণ করেন। এ সময়ে উপাচার্য্য মহাশয়ের শরীর ক্রমশঃ একেবারে ভগ্ন হইয়া পড়ে। কয়েক বৎসরের মধ্যে উপর্য্যুপরি যে কয়েকটী ঘটনা উপস্থিত হইল তাহার ফল যে এরূপ হইবে ইহা নিতান্ত অস্বাভাবিক নহে। প্রথমতঃ পুত্রশোকানলে হৃদয় দগ্ধ দ্বিতীয়তঃ কন্যার প্রাণ সংশয় পীড়াও তদানুসঙ্গিক বহুবিধ মনঃপীড়া; তৃতীয়তঃ প্রাণাধিক পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের স্বর্গারোহণ, চতুর্থতঃ বড় সাধের স্কুল গৃহ দাহ; পঞ্চম অতীব নিকট আত্মীয় স্বজনগণের নিকট হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রাণ সংশয়-কর অত্যাচার অপমান এবং শ্রীমন্দির প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি। ইহার উপর অনাহার অনিদ্রা এবং অতিরিক্ত পরিশ্রমে উপাচার্য্যের শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অম্লশূলের বেদনা ভয়ানক রকমে বৃদ্ধি হইল। ক্ষুধামান্দ্য এবং ক্রমশঃ অরুচি অত্যন্ত প্রবল হইল; এমন কি গাভিদুগ্ধও গোমূত্রের ন্যায় স্বাদ বোধ হইতে লাগিল, শরীর শীর্ণ এবং কালিমাযুক্ত হইল, চলৎশক্তি খুব হ্রাস হইল যাহাহউক তাঁহার জীবন রক্ষা সম্বন্ধে অনেকেরই মনে সংশয় হইয়াছিল। পরিশেষে আহারীয় দ্রব্যের মধ্যে এক-মাত্র দুগ্ধের প্রতিও অরুচি হওয়াতে বন্ধু-বান্ধব এবং গুরুজনগণের নিকট হইতে মৎসাদি ভক্ষণের অনুরোধ আসিতে লাগিল, তথাপি তিনি বিধাতার নিকট হইতে কোন প্রকার ইঙ্গিত না পাওয়াতে ত্যক্তবস্তু পুনর্গ্রহণে বিরতই রহিলেন। কিন্তু বিধাতার এমনি

করুণা যে একদিন হটাৎ দুগ্ধে অরুচি চলিয়া যায়। যে দুগ্ধ নাসিকা বন্ধ করিয়া পান করিতে হইত, সেই দুগ্ধ সেদিবস সুমিষ্ট বোধ হইল। পুনরায় কয়েক দিবস পরেই মার বিশেষ করুণা প্রকাশিত এবং হস্তগত হইল। চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই, উপচার্য্য-পত্নি একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোকের নিকট হইতে অম্লশূলরোগের মহৌ-ষধি প্রাপ্ত হন। উপাচার্য্য মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিয়া সন্ধ্যার সময় বাটী প্রত্যাগমন মাত্র বেদনা উপস্থিত হয়। সে যেপ্রকার ভয়ঙ্কর বেদনা তাহাতে তাঁহার যাতনা দেখিলেও প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। চারি পাঁচটী খুব বলবান লোক অতিকষ্টে ধরিয়া রাখিতে পারিত না। এমত অবস্থায় উপাচার্য্য-পত্নি সজলনয়নে তাঁহাকে বলিলেন "একটী ঔষধ পাইয়াছি তাহা কি ব্যবহার করা হইবে।" ইহাতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন যে "আমার অধিক কথা কহিবার সামর্থ নাই তবে বিশেষ দুইটী কথা আছে একটী কথা "অজ্ঞলোকের ঔষধ হইলে খাওয়া হইবে না" দ্বিতীয়টী "ঔষধ গ্রহণে পৌত্তলিকতার সহিত আমার কোন প্রকার সংস্রব থাকিবে না।" তদুত্তরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বলিলেন যে দুইয়টী মধ্যে কোনটাই করিতে হইবে না। কেবল ঔষধটী নাভিস্থলে সর্ব্বদা সংলগ্ন থাকে এমতভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে। যাহা হউক এই অতি চমৎকার ঔষধি ব্যবহার করিয়া উপাচার্য্য মহাশয় প্রাণসংশয় পীড়া হইতে মার অপার কৃপাগুণে আরোগ্য লাভ করেন। ১০।১৫ দিনের মধ্যেই শরীর কিছু সবল এবং দেহের শ্রীপরিবর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়।

কিছু দিন মধ্যেই স্কুলগৃহ প্রতিষ্ঠা হয়। স্থানীয় সমাজের দ্বাৎসরিক উৎসব কার্য্য নয় দিবস ব্যাপিয়া সম্পন্ন হয়। ওই

ফাল্গুণ সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব দিবসে মার একটী সন্তান তাঁহার এই কার্য্যক্ষেত্রে চির দাসত্ব ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহার আবেদন-পত্র এইরূপঃ—

ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত ফকিরদাস রায় উপাচার্য্য মহাশয় সমীপেষু।
অমরাগড়ী নববিধান সমাজ।

ভক্তিভাজন মহাশয়।

আমি পবিত্রাত্মা দ্বারা চালিত হইয়া অদ্যকার শুভদিনে নব-বিধান জননীর শ্রীপদে আমার সমস্ত জীবনের ভার অর্পণ করিলাম। অমরাগড়ী নববিধান সমাজের প্রচারক মণ্ডলীর দাস হইয়া পশ্চিম বঙ্গের নরনারীর সেবা করিয়া যেন কৃতার্থ হইতে পারি। মা আমার সহায় হউন। ইতি

অমরাগড়ী। দীন কাঙ্গাল
১২৯৩ ৬ই ফাল্গুণ শ্রীঅখিল চন্দ্র রায়।

৯ই ফাল্গুণ রবিবার অপরাহ্নে মহাসমারোহে জয়পুর-ইং স্কুলের নূতন পাকাগৃহ প্রতিষ্ঠা ও প্রবেশ। স্কুল গৃহের সম্মুখে একটী অতি মনোহর চন্দ্রাতপে আবৃত্ত সুসজ্জিত মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। বহু পূর্ব্ব হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হয়। নহবতের সুমধুর সঙ্গীত ধ্বনি সেই আনন্দের দিনে যেন সকলের প্রাণকে অধিকতর আনন্দিত করিয়া তুলিল। নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে আমতার মুন্সিফ বাবু সর্ব্বেশ্বর মজুমদার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। "ধর্ম্মের জয়" "ধর্ম্মের জয়" আহা! এই কথাই প্রায় অধিক লোকই বলিতে লাগিলেন। শত্রুতা যে নিদারুণ শেল বর্ষণ

করিয়াছিল তাহাতে মা আশ্রিতবৎসলা যে এই অল্প দিনের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত লীলা প্রকাশ করিবেন এরূপ প্রায় অনেকেরই মনে উদিত হয় না। সভাপতি স্বীয় আসন গ্রহণ করিলে উপাচার্য্য মহাশয় তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া প্রথমে একটী প্রার্থনা করেন। অনন্তর কার্য্যারম্ভ। রিপোর্ট পঠিত হইলে বক্তাগণ নানাভাবে এই মহৎ ব্যাপারে বিধাতারই মহিমা কীর্ত্তন করেন। অনন্তর সভাপতি সমস্ত ভদ্রলোক সঙ্গে মহানন্দধ্বনির মধ্যে গৃহদ্বার উদঘা-টন করেন। পরিশেষে বালকগণ কর্ত্তৃক তাহাদের স্বাভাবিক সুললিত কণ্ঠে নিরাকারা বাগ্দেবীর একটী সুন্দর স্তোত্র পঠিত হইলে, সভাপতিকে ধন্যবাদ প্রদানন্তর সভাভঙ্গ হয়। এস্থলে স্কুলের বালকবৃন্দের মহানন্দের বিষয় কি লিখিব ? তাহারা তাহাদের মনের গভীর আনন্দ কতভাবেই প্রকাশ করিয়াছে। তাহারা আপনারাই উদ্যোগী হইয়া মহৎ বাজীপোড়ান এবং কাঙ্গালি ভোজনের ব্যয় নির্ব্বাহার্থে অধিকাংশ টাকা প্রদান করিয়াছিল। কাঙ্গালি ভোজন সম্বন্ধে একটী কথা উল্লেখ করা বি েষ প্রয়োজন। সমস্ত কাঙ্গালি স্ব স্ব স্থানে ভোজন করিতে উপবেশন করিয়াছে; দ্রব্যাদি ও পরিবেশন প্রায় শেষ হইয়াছে এমত সময়ে কোন দুষ্ট-লোক কার্য্যে বিঘ্ন জন্মাইবার অভিপ্রায়ে গোপনে তাহাদিগকে এই বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে যে "স্কুলে একটী ছেলের মাথা চাই সেই জন্য তোদের এত আদর করিয়া উহারা খাওয়াইতেছে।" পাঠক ! শত্রুতার স্বভাব নিরীক্ষণ কর। যাহা হউক তাহাদের কর্ণে এই ভয়ানক কথা প্রবেশ করিবামাত্র অমনি সেই পাঁচ সাত শত কাঙ্গালি চীৎকার করিতে করিতে উদ্ধর্শ্বাসে চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। স্কুলের উপস্থিত কর্ত্তৃপক্ষীয়-

গণও সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। পরিশেষে বিশেষ মিনতি এবং যত্ন সহকারে তাহাদিগকে খাওয়াইয়া বিদায় করা হয়। সকল কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে হিন্দু-ব্রাহ্ম সকলে মিলিত হইয়া মহানন্দে স্কুলগৃহ হইতে সংকীর্ত্তন করত উপাচার্য্যের পিতৃ-ভবনে আগমন করেন। রাত্রিতে প্রীতিভোজন। পরে কয়েক দিন অন্যান্য কার্য্য হইয়া ১৩ই উৎসবের শান্তিবাচন হয়।

নবম পরিচ্ছেদ।

১২৯৪ বৈশাখ। উৎসবান্তে ভক্তগণ কিছু দিন বাটীতে অবস্থিতি করেন। উপাচার্য্য মহাশয়ও অম্লশূলের পীড়া হইতে মুক্ত হইয়া মার কৃপায় নূতন স্বাস্থ্য বল লাভ করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিক্ষার্থী বন্ধুগণ দুইটি দলে বিভক্ত হইয়া দুইদিকে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রের দল পীড়াদি নানা কারণে শীঘ্রই বাটী প্রত্যাগত হয় কিন্তু আশুতোষ প্রভৃতি বন্ধুগণ নানা স্থানে গমন করিয়া ভিক্ষা-সংগ্রহ করেন। মার কৃপায় উপাচার্য্য মহাশয় কিঞ্চিৎ বল লাভ করিয়া তাজপুর নিবাসী কোন ধনাঢ্য পরিবারের পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তি হেতু বিশেষ ভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি শ্রীমান্ ত্রৈলক্য নাথকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করেন। কার্য্যানুরোধে কয়েক দিন অবস্থিত করিয়া তথা হইতে তাহাদিগকে গড়ভবানীপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নারায়ন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিমন্ত্রনে তাঁহার বাটীতে যাইতে হয়। নারায়ণ বাবুর নগর সংকীর্ত্তনের বড় সাধ। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র এবং হরলাল নিমন্ত্রিত হইয়া অমরাগড়ী হইতে তথায় গমন করেন। সায়ংকালে তাঁহার বাটীতেই সংকীর্ত্তনাদি হয়। বলা বাহুল্য যে

নারায়ণ বাবু এবং তাঁহার কনিষ্ঠ শশীভূষণ বাবুর বিনয় এবং সৌজন্ত গুণে ভক্তগণ বড়ই আপ্যায়িত হন। পর— দিবস প্রাতঃকালে গৃহবাসী ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে সুমধুর উপাসনান্তে উপাচার্য্য বন্ধুগণ সঙ্গে নানাবিধ উপকরণ সহ ভোজনাদি সমাপন করিয়া সংকীর্ত্তনের জন্ত প্রস্তুত হয়েন। কিঞ্চিৎ অধিক কাল নারায়ণ বাবুর বাটীতে কীর্ত্তন হইলে গ্রামের স্থানান্তরে যাওয়া হয়। নারায়ণ বাবু প্রভৃতি স্থানীয় বহু ভদ্র লোক যোগ-দান করিয়া প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করেন। তৎকালে মনে হইল, আনন্দময়ী জননী স্বয়ং নৃত্য করিতে করিতে দেবগণ সঙ্গে ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া দীনাত্মাদিগকে ধন্ত করিতেছেন। সংকীর্ত্তনান্তে একটী প্রার্থনা করিয়া কার্য্য শেষ হয়।

বাটীতে সকলে প্রত্যাগত হইলে মহর্ষি শ্রীঈশাদেবের জন্মদিন উপলক্ষে স্থানীয় দেবালয়ে রাত্রিতে বিশেষ উপাসনা হয়। প্রায় পর দিন হইতেই উপাচার্য্যের পারিবারিক অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। পাঠক বন্ধু, কত আর দুঃখের কাহিনী শুনাইব? যে জীবনে বিপদ পরীক্ষার স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত, সে জীবনের প্রশান্ত অবস্থা আর কতদিন থাকিবে! ভবানীপুরে নগর সংকীর্ত্তনের সময় আঘাত পাইয়া উপাচার্য্যের বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুলী পাকিয়া যাওয়াতে দুইবার উপর্য্যুপরি অস্ত্র করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাকে কয়েক দিন একেবারে শয্যাগত অবস্থায় থাকিতে হইয়া ছিল। এই সময়ে তাঁহার তৃতীয় পুত্রের জন্ম হয়। নবজাত শিশু ৪র্থ দিবসে পীড়িত হইয়া বার তের দিন একই অবস্থাতে জীবিত মাত্র থাকিয়া প্রস্থান করে। সন্তানের পীড়াদি কারণ বশতঃ প্রসূতি অত্যন্ত দুর্ব্বল হন। তাহার উপর পুত্রশোকশেল

দুঃখিনী প্রসূতির হৃদয়কে বিদ্ধ করিল। সত্যই তিনি শেল-বিদ্ধ হইয়া শয্যাশায়িনী হইলেন। দুই পার্শ্বে "নিউমোনিয়া হওয়াতে তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন যে এ পীড়াতে জীবন রক্ষা কদাচিৎ হইয়া থাকে। রোগীর অবস্থাও তদ্রূপ; পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা নাই, বাক্য স্ফূর্ত্তি হয় নাই—দেখিলে মনে হইত যেন একটী মৃত-দেহ পড়িয়া আছে। পীড়ার প্রথম আক্রমণে তিনি গৃহের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া শয়ন করিয়াছিলেন; পরে আর ভিতরে যাইতে পারেন না এবং রোগীর অবস্থানুসারে স্থানান্তরিত করি-বারও সুবিধা ছিল না। সুতরাং মাঘ মাসের নিদারুণ শীত রোগী এবং অভিভাবকবর্গের ভয়ানক কষ্টকর হইয়াছিল। প্রায় এক রূপ অবস্থাতে তিন মাস কাল অতিবাহিত হয়। যখন পীড়া খুব উচ্চসীমাতে উঠিল, রোগীর জীবনের প্রতি সংশয় ও প্রবলতর হইল তৎকালে মার সাম্বৎসরিক উৎসব আরম্ভ হইল। মার এ লীলারহস্য কি প্রকারে বুঝিব? মহাবিপদ-চক্রে পেশন করিয়া কি প্রকারে চঞ্চল মানবাত্মাকে হস্তগত করিতে হয় তাহার শেষ মিমাংসা তিনি ২৫শে পৌষ নিমতলার ঘাটে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ঘটনা তাঁহার লীলার স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদ। বিপদের তরঙ্গাঘাতে প্রাণ আকুল, শোকানলে হৃদয় দগ্ধ, এ অবস্থাতে মার সংসারে মার রাজ্যে কি প্রকারে তাঁহার ইচ্ছা সাধন করিতে হইবে তদ্বিষয়েরই শিক্ষাদান। ধন্য মা, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক। একদিকে মৃত্যু শয্যায় শায়িত রোগীর সেবা, সন্তানগণের লালন-পালন—অপর দিকে উৎসবের কার্য্যের গুরুভার। এই সময়ের অবস্থা স্মরণ করিলে মনে অতি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়।

উপাচার্য্য মহাশয় সদা যেন দুঃখিনী সহধর্ম্মিণীর শেষাবস্থা গণনা করিতেছেন, পরিবার বিপদ সাগরে ভাসিতেছে আবার তিনি উৎসবানন্দে মত্ত হইয়া সমুদায় গুরুভার বহন করিতেছেন। ফাল্গুণের ৪র্থ দিবসে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায় এবং শ্রীমান প্রিয় নাথ বাগ নব ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ দিবস শ্রীমান যশোদা কুমার রায়ের পত্নিও দীক্ষিতা হয়েন। ঐরূপ অবস্থাতে দীর্ঘকাল ব্যাপী মহোৎসব মার কৃপায় এমনি ভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছিল যে বাহির হইতে এ ঘোর বিপদের কোন লক্ষণ লক্ষিত হইত না। শ্রীযুক্ত আশুতোষ, অখিলচন্দ্র এবং বাবু শরচ্চন্দ্র রায় প্রভৃতি স্থানীয় উপাসকগণের মধ্যে অনেকেই উপাচার্য্য পত্নির সেবাশুশ্রূষা জন্য অকাতরে বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া তাঁহাদের সুদীন ভৃত্যের যথার্থ্য ই অশেষ কৃতজ্ঞতার ভাজন হইয়াছেন।

মার উৎসবের শান্তিবাচন হইল এবং উপচার্য্য পত্নিরও জীবনের কিছু আশা হইল এমত সময়ে পুনরায় আর একটী বিপদ দেখা দিল। বিপদ যে একাকী আসে না এই মহাবাক্যের মর্ম্ম এখন বুঝা গেল। উপচার্য্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা জ্বরবিকার পীড়াতে আক্রান্ত হইলেন। তৃতীয় দিবসেই চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের প্রতি গভীর সংশয় প্রকাশ করিলেন। অষ্টম দিবসে "আশা নাই" বলিয়া তাঁহারা এক প্রকার নিরাশ হইলেন। কন্যার ইদৃশ অবস্থার বিষয় সমস্তই তাঁহার মাতাকে গোপন করিতে হইতেছে; কারণ তৎকালেও তাঁহার এরূপ অবস্থা যে ঐরূপ নিদারুণ সংবাদ পাইলে, তাঁহার জীবনের আশাও ত্যাগ করিতে হইবে। যাহা হউক এই বিপদের অকূল সাগরে কে আর রক্ষাকর্ত্তা আছেন? ভগবানের চরণাশ্রিত ক্ষুদ্র পরিবারটী অপার বিপদ সাগরের উত্তাল তরঙ্গাঘাতে

ভয়ঙ্কর রূপ আন্দোলিত হইতে লাগিল। অকূলের কাণ্ডারী শ্রীহরিই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন। কিছু দিনের মধ্যে উপাচার্য্য মহাশয়ের পত্নি এবং কন্যা উভয়েই যাঁর কৃপায় পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী বিপদে দয়ার্দ্রচিত্ত চিকিৎসকগণ তাঁহাদের দর্শনি গ্রহণ না করিয়া বিনা মূল্যে ঔষধ প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের পাথেয় ও রোগীর শুশ্রূষা জন্য কিছু অধিক ব্যয় হইয়াছিল। এতৎ সম্বন্ধে কোচবিহারেশ্বরী শ্রীমতী মহারাণী মহোদয়া বিশেষ দয়া প্রকাশ করেন। কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বসু এবং স্থানীয় উপাসকগণের মধ্যে অনেকেই এবং দয়ালু চিকিৎসকগণ তাহাদের দয়া প্রদর্শন জন্য বিপন্ন গৃহস্বামীর চির কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

ইতিপূর্ব্বে ১২৯৪ সালের ফাল্গুণ মাসের পঞ্চদশ দিবসে সায়ংকালে উপাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং অখিলচন্দ্র প্রভৃতি ভ্রাতৃত্রয় সঙ্গে মিলিত হইয়া স্থানীয় উপাসনা গৃহে যথাবিধি প্রার্থনা করিয়া দুঃখী পশ্চিম বঙ্গের সেবার জন্য তাঁহাদিগের আহূত হওন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করেন। তাঁহারাও স্ব স্ব বিশ্বাসানুসারে উত্তর দান করেন। নববর্ষোপলক্ষে দেবালয়ে বিশেষ উপাসনা হয়। এই শুভদিনে ঈশ্বরালোকে কয়েকটী দীনাত্মা শ্রীঈশাচরিত্রের অংশ বিশেষ বিশেষকে লক্ষ্য করিয়া ব্রত গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র রায়ের প্রতি তাঁহার প্রার্থনা এবং সাধনাদির গতি বুঝিয়া (১২৯৪।৩রা চৈত্র) পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত স্থানীয় "ব্রাহ্মমিলনের" অধ্যক্ষ-

তার ভার অর্পিত হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম হইতেই শ্রীমন্দির গঠন কার্য্য পুনরারম্ভ হয়। এবারকার কার্য্য প্রায় সমস্তই বাবু হলায়নাথ পর্য্যবেক্ষন করেন। গ্রামবাসী পত্রিকার সম্পাদক বাবু প্রিয়নাথ মল্লিকের যত্নে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সম্মিলনী সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে উপচার্য্য বন্ধুগণ সঙ্গে কয়েকথায় বাটুল উলুবেড়ীয়া প্রভৃতি স্থানে গমন করেন উলুবেড়ীয়াতে কার্য্যকালে মুন্সেফ বাবু শিতিকণ্ঠ মল্লিক এবং উকীল বাবু যোগেন্দ্রনাথ মিত্র এবং অন্যান্য উকীল মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ আগ্রহ যত্ন সহকারে সমুদায় কার্য্যে যোগদান করেনা বিশেষতঃ যোগেন্দ্র বাবুর স্নেহ সমাদর যথার্থ্যই হৃদয়স্পর্শী।

বাটুল হইতে প্রত্যাগত হইয়া উপাচার্য্য মহাশয় প্রিয় ত্রৈলোক্য নাথকে সঙ্গে লইয়া আম্‌তা গমন করেন। স্থানীয় উকীল বর্গের অনুরোধে প্রাতঃকালেই নগর-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা হয়। সুতরাং খুব প্রত্যূষে উপাসনান্তে উপাচার্য্য যথাবিধি প্রার্থনা করিয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কিয়দ্দুর গমন করিলে স্থানীয় বাজারে "সংসারে-ধর্ম্ম-সাধন" বিষয়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা হয়। অনন্তর তিনি গৌরপদ ধুলী অঙ্গে লেপন করিয়া যে অদ্ভুত মত্ততার সহিত বেলা ২টা পর্য্যন্ত সমস্ত আম্‌তা সহর হরিগুণ কীর্ত্তন করেন তাহা দেখিলে পশুও নাচিয়া উঠে। তথায় কয়েক দিন আলোচনা এবং ভিক্ষা সংগ্রহাদি কার্য্যে যাপিত হয়। তাঁহারা উদঙ্গ গ্রামে দুই চারি দিন অবস্থিতি করিয়া উলুবেড়িয়াতে গমন করেন। ত্রৈলোক্য নাথ পীড়িত হইলে উপাচার্য্য একাকীই ভিক্ষাসংগ্রহ করিয়া তথা হইতে কলিকাতা শ্রীযুক্ত কেদারনাথের বাসাতে আশ্রয় লন। এই স্থানে একটী ব্রাহ্ম সপরিবারে বাস করিতেন। উপাচার্য্য

মহাশয়ের সহিত সেই ব্রাহ্ম বাবুটীর আলাপ পরিচয়াদি হইলে তাঁহাদের উভয়ের জীবনে দৈনিক উপাসনার বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য তিনি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করেন। অনন্তর কলিকাতা নিবাসী বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেনের ভবনে ভিক্ষার্থী বন্ধুগণ আশ্রয় প্রাপ্ত হয়েন। বৈকুণ্ঠ বাবু মহাশয় অতি যত্ন সহকারে ভিক্ষার্থী বাবুদিগের আহারাদির ব্যবস্থা এবং ভিক্ষা সংগ্রহে সহায়তা করিয়া স্থানীয় সমাজকে চির কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বাটীতে কিঞ্চিৎন্যূন প্রায় তিন মাসকাল অবস্থিতি করা হয়। এই সময়ে উপাচার্য্য সঙ্গে কেবল শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং ত্রৈলোক্যনাথ ছিলেন। শারদীয় উৎসব জন্য তাঁহারা যথাকালে বাটীতে আগমন করেন। এ বৎসরও প্রবল বন্যা জন্য স্থানাভাব প্রযুক্ত মাসাধিক কাল উপাচার্য্য পত্নিকে কন্যা পুত্র সঙ্গে শ্রীমান হরলালের বাটীতে আশ্রয় লইতে হয়।

বর্ত্তমান বর্ষে শারদীয় উৎসব সমারোহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হয়। তৃতীয় দিবসে সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব হয়। শেষ দিবস প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে বন্ধুগণ সঙ্গে উপাচার্য্য কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার পিতৃ ভবনে গমন করিয়া পারিবারিক কল্যাণ জন্য প্রার্থনা করেন। সে সময়ে তাঁহার পিতৃদেব মহাশয় করযোড়ে পরম পিতার শ্রীপদতলে দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনায় যোগদান করিলেন এবং সেই সুবৃহৎ পরিবারস্থ পুরনারীগণ গলবস্ত্র হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন আহা! সে সময় কি স্বর্গীয় দৃশ্যই লক্ষিত হইল। অনন্তর তথা হইতে প্রত্যাগত হইলে যথারীতি প্রার্থনা ও শান্তিবাচন হয়।

উৎসবান্তে কতিপয় দিবস গত হইলে প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে অমরাগড়ী নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের "শ্রীদাসমণ্ডলী" প্রতিষ্ঠিত হয়।

অল্প দিন মধ্যেই উপাচার্য্যের বাসগৃহ এবং একটী দেবালয় নির্ম্মাণের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য "মিশন হোম ফণ্ড" নামে একটি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র এই ফণ্ডের সেক্রেটরী। শ্রীমান ত্রৈলোক্য নাথ তৎকালেই এই ফণ্ডে কিছু দান করেন।

উৎসবান্তে শ্রীযুক্ত আশুতোষ অন্যান্য ভিক্ষার্থী ভ্রাতাদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া ভিক্ষা সংগ্রহার্থে উত্তরপাড়া নিবাসী বাবু তারিণী চরণ চট্টোপাধ্যায়ের কল্পাশ্রমে আশ্রয় লয়েন। তারিণী বাবু একটী নিষ্ঠাবান হিন্দু ব্রাহ্মণ। তথাপি দরিদ্র ব্রাহ্মদিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত আদর যত্ন ছিল। অনন্তর সরল স্বভাব জমিদার বাবু মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে ভিক্ষার্থী ভ্রাতাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ব্রাহ্মণ জমিদার মনোহর বাবুর বাটিতে দরিদ্র ব্রাহ্ম দিগের প্রতি স্নেহ সমাদরের শৈথিল্য কখন লক্ষিত হয় না। ইতি পূর্ব্বে উপাচার্য্য স্বয়ং বন্ধুগণ সঙ্গে তাঁহার বাটীতে কয়েক দিবস অবস্থান করেন। তৎকালে তিনি এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমিদার স্বর্গীয় বাবু হরিহর মুখোপাধ্যায় কতই আদর যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া ভক্ত মুখে হরি নামগুণ শ্রবণ করেন। এক দিবস হরিহর বাবু নিমন্ত্রণ করিয়া যে প্রকার ভোজনের আয়োজন করিয়া ছিলেন তাহা দরিদ্র শাকান্নভোজী ব্রাহ্মদিগের পক্ষে শোভা পায় না।

অনন্তর চন্দননগর ব্রাহ্ম-সমাজের উৎসবের নিমন্ত্রণে উপাচার্য্য তথায় গমন করেন। তথা হইতে হাওড়ার সন্নিকট "চক্রবেড় প্রার্থনা সমাজে" তাঁহাকে যাইতে হয়। এ স্থলে প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা এবং অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন হয়। নগর সংকীর্ত্তন কালে মার অপূর্ব্ব লীলা প্রকাশিত হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ এবং পথ অজ্ঞাত

এমত অবস্থায় সংকীর্ত্তন দল এরূপ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয় যে, সে স্থানে পঁহুছিবামাত্র তত্রস্থ ব্রহ্মোপাসকগণ ভয়ে কম্পিত হইয়া বলিতে লাগিলেন যে "কোন মতে এ পথে যাওয়া হইবে না; এ পথে মহা বিপদের সম্ভাবনা তাহাতে রাত্রি হইয়াছে। বহুদূর ঘুরিয়া যাইতে হইলেও পথান্তরে যাওয়াই শ্রেয়"। "ভয় নাই" মাত্র ইহাই বলিয়া উপাচার্য্য অগ্রে অগ্রে চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া একটী প্রায় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ক্ষণকাল প্রতিক্ষা করিয়া যোড় হস্তে বিনয় প্রকাশ করতঃ সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণকে তাঁহার বাটীর মধ্যে লইয়া যান। পরিশেষে উপাচার্য্যকে আলিঙ্গন করিয়া এমনি ভাবে কাঁদিতে লাগিলেন যে তাহা দর্শনে অন্যেরও অশ্রু সম্বরণ হয় না। পরে ব্রাহ্মণের ধূলাবলুণ্ঠিতদেহে নৃত্য, ও কীর্ত্তন! আহা! সকলেই অপার আনন্দে ভাসিতে লাগিলেন। তৎকালে বৃদ্ধের অপরাপর যে সমাদর ব্যবহার তাহা এ লেখনি লিখিতে অক্ষম। এই ব্রাহ্মণও পূর্ব্বে "ব্রাহ্ম" নাম শুনিলে কোন না কোন অস্ত্র লইয়া উন্মত্তের ন্যায় দৌড়িয়া আসিতেন। যাহা হউক মার নামের গুণ এই রূপ কতই হইল কতই হইবে! ধন্য মা, তুমি ধন্য!

১২৯৫ ফাল্গুন। সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব। শ্রী আনন্দময়ীর নামে ১লা হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। ২রা জাগরণ সন্ধ্যা হইতে ২টা রাত্রি পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন ও আলোচনাদি হয়; পরে উপাসনা। ৩রা :—স্থানীয় সমাজের সাধারণ সভা। ৪ঠা :—রাত্রিতে ক্ষুদ্র "সঙ্গত" সভার তৃতীয় সাম্বৎসরিক অধিবেশন। ৫ই :—প্রকাশ্য স্থানে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন। ৬ই :—প্রাতে অসম্পূর্ণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে বিশেষ উপাসনা। রাত্রিতে নারী সমাজের উৎসব। ৭ই :

ফাল্গুন রবিবার সমস্ত দিন ব্যাপী উৎসব। প্রাতঃকালে "আত্ম-পরীক্ষা এবং আত্মশুদ্ধি "এবং সায়ংকালে" ধর্ম্মাশ্রিত "আত্মার গতি ও নিয়তি" বিষয়ে উপদেশ হয়। ৮ই :—জয়পুর গ্রামে নগর সংকীর্ত্তন ১০ই :—অতি প্রত্যূষে উদ্যানে উপাসনা। ১২ :—প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের নামে স্থানীয় সমাজ সংক্রান্তে একটী পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা। অপরাহ্নে "জয়পুর ইং স্কুলে" নীতি বিষয়ক উপদেশ। অনন্তর "সাধন বট" তলে নির্জ্জন সাধন, সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হইয়া শান্তিবাচন। পীড়া নিবন্ধন উপবাস এবং কোন দিন মাত্র জল সাগু কিঞ্চিৎ আহার করিয়া উপাচার্য্য মহাশয় এই মহোৎসবের প্রায় সমস্ত গুরুভার মস্তকে লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই মহোৎসবে উদ্যান উপাসনাকালে শ্রীযুক্ত অশুতোষ এবং ত্রৈলোক্যনাথ অতি মধুর স্বরে কীর্ত্তনাদি করিয়া অপার আনন্দ দান করেন। ভিক্ষালব্ধ অন্নাদিতে উদ্যানেই ভোজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এবার মা দীন জননী তাঁহার অধম সন্তানদিগকে করুণামৃত দানে কৃতার্থ করেন।

১২৯৬ বৈশাখ। নববর্ষারম্ভে নব উদ্যমে ভিক্ষার্থী ভ্রাতৃদ্বয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং শরচ্চন্দ্র শ্রীমন্দির এবং স্কুল গৃহের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহার্থে প্রথমতঃ চন্দননগর, বালি, কোন্নগর, পেনেটী, শ্রীরামপুর, মনিরামপুর প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এই কয়েক স্থানে কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা উত্তরে রংপুর অঞ্চলে যাত্রা করেন। অনন্তর রংপুর, মাহিগঞ্জ, নবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ফুলবাড়ী, পার্ব্বতিপুর, নীলফামারি, দিনাজপুর, রায়গঞ্জ, দুর্গাপুর, চাঁচোল, পুরুলিয়া, কাটোয়া, সাহেবগঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানে ভিক্ষা সংগ্রহ কার্য্যে শ্রাবণ মাস অতীত হয়। ভাদ্র

হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত মালদহ, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে কার্য্য হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র এবং পাণ্ডবনাথ প্রভৃতি মথুরা, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, মুক্তাগাছা, যশোহর, খুলনা, এবং কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। ভাদ্র মাসে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া উপাচার্য্য বর্দ্ধমান গমন করেন। তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা তৎকালে নিতান্ত শোচনীয়। এক দিবস নগর সংকীর্ত্তন হয়। ভিক্ষাও কিছু সংগৃহীত হইয়াছিল।

শারদীয় উৎসবান্তে উপাচার্য্য মহাশয় ভ্রাতা আশুতোষ এবং শ্রীমান্ ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গে লইয়া ধসা জগৎবল্লভপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থে গমন করেন। ধসা গ্রামে বাবু শ্যামাচরণ রায়ের বাটীতে তাঁহারা কয়েক দিবস অবস্থিতি করেন। বহুদিন পরে শ্যামাচরণ বাবু উপাচার্য্য মহাশয়কে প্রাপ্ত হইয়া সস্নেহ সমাদর প্রকাশ করিয়াছিলেন। জগৎবল্লভপুরের ধনাঢ্য বাবু বেচারাম পালের বাটীতে তাঁহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হন। এখানে নিকটবর্ত্তী কয়েকটী গ্রামে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তনাদি উত্তমরূপ হইয়াছিল। এক দিবস এই গ্রামে একটী ভিক্ষোপজীবি দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বহস্তে রন্ধন পূর্ব্বক পরম সমাদরে ভোজন করান। অনন্তর বাটীতে প্রত্যাগমন করিবার কিছু দিন মধ্যেই অনতি দূরবর্ত্তী পাঁচারুল গ্রামের "হরিসভা" হইতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া উপাচার্য্য মহাশয় শ্রীমান ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গে লইয়া তথায় গমন করেন। তত্রস্থ হরিসভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সেবক বিশেষের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে হইলে ধর্ম্মতঃ যে প্রকার ব্যবস্থা প্রয়োজন, উপাচার্য্যের বক্তৃতা এবং সংকীর্ত্তন জন্য তদনুরূপই সুব্যবস্থা করিয়া দেন। প্রায় দুই সহস্র লোক

সম্বন্ধে তিনি অতি গম্ভীর ভাবে "জ্ঞান ও প্রেম" বিষয়ক বক্তৃতা দান করেন। এতদুভয়ের সাধন প্রণালী এবং বিষয় (ঈশ্বর ও মানব) সম্বন্ধে নব বিধানের নূতন ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ বহু প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন। জ্ঞান ও প্রেম উভয়ের সহযোগে পরমাত্মা কর্তৃক মানব জীবনে ভক্ত শিশুর জন্ম হয় এ বিষয়টী অতি সুন্দর রূপে ব্যাখাত হইয়াছিল। পর দিবস প্রাতঃ কালেই তাঁহাকে তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের পুত্রের নাম করণানুষ্ঠান জন্য বাটীতে প্রত্যাগমন করিতে হয়।

১২৯৬। ফাল্গুন।

যথা সময়ে মা আনন্দময়ী তাঁহার উৎসব-দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। পরিশ্রমী ভৃত্যগণও সুযোগ বুঝিয়া মার শ্রীহস্তে প্রসাদামৃত সম্ভোগ করিয়া তাঁহার শীতল ক্রোড়ে স্থান লাভের লালসায় পবিত্র ক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। ফাল্গুনের প্রথম দিবসে পত্রাদি এবং অলোক মালায় সুসজ্জিত উৎসবগৃহ দেশীয় বাদ্যধ্বনিতে পূর্ণ হইলে সায়ংকালে বন্ধুগণসহ উপাচার্য্য মহাশয় দ্বার দেশে দণ্ডায়মান হইয়া "প্রেরিত ভক্তমণ্ডলির" শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া একটী সময়োপযোগী প্রার্থনা করেন। ২রা অপরাহ্নে প্রকাশ্যস্থানে বক্তৃতাদি। ৩রা অপরাহ্নে সঙ্গত সভার বার্ষিক অধিবেশন। অদ্য নিশীথ সময়ে উপাসনা আরম্ভ হইয়া ৪টার সময় শেষ হয়। পরে উপাচার্য্য স্বয়ং ভক্ত ভ্রাতাদিগকে সুন্দর রঙ্গে রঞ্জিত উত্তরীয় বস্ত্রে দ্বারা সৈনিক বেশে সাজাইয়া দেন। ভক্তগণ ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া গ্রামবাসীগণের দ্বারে দ্বারে ব্রহ্মমাতার অবতরণ এবং পবিত্র নববিধানের সুসমাচার সেই নিশাবসানে ঘোষণা করিতে গমন করেন। আহা! তৎকালে ক্ষুদ্র গ্রামটী ব্রহ্ম নামের সুমধুর

ধ্বনিতে পূর্ণ হয়। ঠিক ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত কালে যখন সকল দল মিলিত হইয়া প্রমত্ত সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন তখন ভক্তাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেম পূরিত দেবমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দেবগণ সঙ্গে মা বিধান জননীকে মধ্যে লইয়া অবতীর্ণ হইলেন। আহা! সে স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শনে মহাপাতকী দীনাত্মাগণ ধন্য হয়েন। এইরূপে বহুক্ষণ কীর্ত্তন হইয়া কার্য্য শেষ হয়। অনন্তর স্নানান্তে প্রাতঃকালীন দৈনিক উপাসনা। পর দিবস রবিবার সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব। ৬ই বিশেষ উপাসনা অপরাহ্নে নগর সংকীর্ত্তন। ৭ই উপাসকমণ্ডলীর অধিবেশন রাত্রিতে প্রীতি ভোজন। ৮ই নারী-সমাজের উৎসব। এই দিবস শ্রীমান নটবর দাসের পত্নি নবসংহিতানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ৯ই হইতে তিন দিবস প্রচার যাত্রা। আমতা, তাজপুর এবং খাল্না গ্রামে প্রচার কার্য্য হয়। আমতা হইতে তাজপুর যাইবার কালে বন্ধুগণ পথি মধ্যে কোন ধনাঢ্য জমিদার বন্ধুর উদ্যানে ডাব নারিকেল দুগ্ধ এবং সন্দেশাদি ভোজন করিয়া যথাস্থানে উপনীত হয়েন। আম্তা এবং তাজপুরে দুই দিবস বক্তৃতা এবং কীর্ত্তন উত্তম হইয়া ছিল। ১২ই রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা। ১৩ই সায়ংকালে "সাধন বটতলে" ধ্যানান্তে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে উপাচার্য্য গৃহে আগমন পূর্ব্বক দেবালয়ে প্রার্থনা এবং শান্তিবাচন। পরিশেষে শ্রীনববিধানাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের চরিত্র পান ভোজনানুষ্ঠান। শান্তি!

১২৯৭। বৈশাখের প্রারম্ভে কোচবিহারাধিপতি মহারাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত ভুপ বাহাদুরের নিমন্ত্রণে উপাচার্য্য মহাশয় শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্র প্রভৃতি কতিপয় বন্ধু সমভিব্যাহারে কোচবিহার যাত্রা করেন। পথি মধ্যে হাওড়া ব্যাটরাতে তত্রত্য

ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবের কার্য্যভার কথঞ্চিৎ গ্রহণ করাতে তিনি দুই দিবস অবস্থিতি করেন। নিরূপিত দিবসে কলিকাতা শিয়ালদহের ষ্টেশনে অপরাহ্ণ ৪টার মেল ট্রেনে আরোহন পূর্ব্বক তাঁহারা পথি মধ্যে কয়েকটা নদী পার হইয়া পর দিবস বেলা প্রায় ১০টার সময় মোগলহাট্ ষ্টেশনে অবতরণ করেন। নিকটস্থ নদীর পরপারে রাজাশ্রমে উপাসনা ও ভোজনাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা অশ্বযান যোগে অপরাহ্ণ ৪টার সময় রাজবাটীতে উপনীত হয়েন। ভক্তযাত্রী-গণের অবস্থান এবং ভোজনাদির জন্য রাজবাটীর যে প্রকার ব্যবস্থা তাহা অতীব সুন্দর এবং যথার্থ রাজোচিতই বটে। কিন্তু ভোজনাদির যে প্রকার ব্যবস্থা তাহাতে তৎপ্রতি যথোপযুক্ত সম্মান রক্ষা করিতে হইলে ভোজন ক্রিয়াতেই সমস্ত দিন সহজে অর্পিত হইতে পারে। তন্মধ্যে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিলাম যে ঐ রূপ রাজ ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া শত প্রহরীর দৃষ্টি অতিক্রম করিয়া বৈরাগ্যানুচর কল্মি শাক প্রভৃতি কেহ কেহ রাজপ্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দরিদ্র ভক্তদিগকে বিশেষ প্রীতি দান করিত। বুঝিলাম অতুল প্রভাবশালী শ্রীনববিধানের মাহাত্ম্য জন্যই ঐরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে। ধন্য শ্রীনববিধান!

কলিকাতা হইতে যে সমস্ত "প্রেরিত" মহাশয় এবং সাধক তথায় গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা মহানন্দে উৎসবক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলেন। দীনাত্মা যাঁহারা ছিল মা আনন্দময়ী তাহাদিগকেও আপন গৃহে ডাকিয়া লইলেন। উৎসব-দিবস অতি অপূর্ব্বভাবে যাপিত হয়। পর দিবস নগর সংকীর্ত্তনের মহাসমারোহ। এ রূপ নূতন অপূর্ব্ব দৃশ্য আর কখন নয়নগোচর হয় নাই। "প্রেরিতগণ" সাধকগণ, আচার্য্যদেবপুত্রগণ, এবং রাজ অমাত্যবর্গ সকলে সমবেত

হইয়া যথাবিধি কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। সম্মুখে নানা ভূষণে ভূষিত, সুরঞ্জিত হস্তীগণ "নববিধান" অঙ্কিত উড্ডীয়মান পতাকা পৃষ্ঠে গ্রহন করিয়া গম্ভীর পদবিক্ষেপে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিল। মহারাজ-কুমার এবং কুমারীগণ উপযুক্ত ভূষণে ভূষিত হইয়া হস্তি পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল যেন সকল চক্ষুই সেই অতুল ঐশ্বর্য্যদ্যোতক বিচিত্র শোভা সন্দর্শনে মুগ্ধ প্রায়। এমতাবস্থায় কিয়দ্দূর গমন করিলে পর, যখন কৌপীনধারী, মণ্ডিত মস্তক প্রেমাশ্রুবিগলিত-প্রাণ শ্রীগৌরাঙ্গ "হরি হরি" ধ্বনি করিয়া দুবাহু তুলিয়া নৃত্য করিতে করিতে আশ্রিত দলে মিলিত হইলেন, তখন তাঁহার দেবছ্যতি প্রকাশক শ্রীমূর্ত্তি সমুদায় নয়ন প্রাণকে যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া হরি-নাম সুধা সাগরে নিমগ্ন করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে এ দীনাত্মার নয়নাগ্রে এক মহা ঘোর সংগ্রাম হইয়া গেল। স্পষ্টতঃই দৃষ্ট হইল রাজসিক ভাব চলিয়া গেল সভ্যতা, ভদ্রতা পার্থিব ভাব সমুদায় যেন আত্মরক্ষার দায়ে সভয়ে লুক্কায়িত হইল, জ্যেষ্ঠ রাজকুমার হস্তি পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া নাচিতে নাচিতে আসিয়া যোগ দিলেন, মহারাজ ভূপ বাহাদুর ও দূরে অবস্থিতি করিতে না পারিয়া সেই দেব-সন্ন্যাসীর দলে মিলিত হইলেন তখন রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ, সভা-সুদীন সকলেই সকল প্রকার ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া এক অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলেন; শত শত লোক মনবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন; পাগলের দলে মিলিয়া সকলেই পাগলের সঙ্গে পাগল হইলেন। মধুর হরির নামের উচ্চ নিনাদে নগর পূর্ণ হইল, প্রেমিকের প্রিয় মৃদঙ্গের সুগম্ভীর ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ ও বিকম্পিত হইল। পরিশেষে

বিবাম জন্ম ভীমবলশালী রাজ-দূত হস্তিগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল কিন্তু ভক্তের মত্তভার আর হ্রাস হইল না। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত নৃত্যগীত ও কীর্ত্তনের ধ্বনিতে রাজপ্রাসাদ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, অন্তঃপুর হইতে রাজেশ্বরী ও স্বীয় সহচরীগণ সঙ্গে মহানন্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া সেই আনন্দকে দ্বিগুণিত করিতে লাগিলেন। ধন্য নববিধান, তোমার প্রভাবে সকল ব্যবধান তিরোহিত হয়। ক্ষুদ্র মানবও হরিনামানন্দ রস পানে পরিতৃপ্ত হয়। এই মহা-সংকীর্ত্তনে আমাদের উপাচার্য্য মহাশয় ও মার হস্তে গৌর প্রেম-প্রসাদ ভোজনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

এই রূপ বিচিত্র ভাবের মধ্যে উৎসব পরিসমাপ্ত হইলে ভক্তগণ কলিকাতা প্রত্যাগমন করেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া উপাচার্য্য মহাশয় মাসাধিককাল তথায় ভিক্ষা সংগ্রহার্থে অবস্থিতি করেন। কোচবিহার অবস্থান কালে উপাচার্য্য "জুবিলী মঞ্চের" সম্মুখে একটী বক্তৃতা এবং বাটী প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে "জেন্‌কিন্স হলে" প্রায় চারিশত ভদ্র লোক সমক্ষে অপর একটী বক্তৃতা দান করেন। দ্বিতীয় বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেই বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ব্রহ্ম-সেবকের প্রতি তত্রস্থ দেওয়ান বাহাদুরের সস্নেহ কোমল দৃষ্টি প্রকাশ পাইয়াছিল। দেওয়ান বাহাদুর এবং অন্যান্য উচ্চ শ্রেণীর রাজ অমাত্য অনেকেই তাঁহাদিগকে সাদরে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের মুখে হরিগুণ কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। বিদায় গ্রহণ কালে শ্রীযুক্ত মহারাজ ভূপ বাহাদুর সমীপে তাঁহারা গমন করিলে, তিনি দরিদ্র অমরাগড়ী গমনাগমনের পথ এবং উপাসক সংখ্যাদি সমাজ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক কথাই তাঁহাদিগের সহিত কহিয়া-

ছিলেন। অনন্তর তথা হইতে রংপুরে দুই তিন দিবস অবস্থিতি করিয়া উপাচার্য্য মহাশয়, শ্রীযুক্ত আশুতোষকে সঙ্গে লইয়া কাকিনায় গমন করেন। তিনি তত্রস্থ ব্রহ্ম-মন্দিরে দুই দিবস উপাসনা এবং স্থানান্তরে একটী বক্তৃতা করেন। কাকিনার রাজা বাহাদুর সকল কার্য্যেই যোগ দান করিয়াছিলেন। এক দিবস রাজ-বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতে অনেক কথাবার্ত্তা হয়। তথা হইতে রঙ্গপুর দিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহারা শীঘ্রই অমরাগড়ীতে আগমন করেন। এই আষাঢ় মাসের প্রথমে শ্রীমান ত্রৈলোক্যনাথ দাস নবধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

প্রচার ব্রত গ্রহণাবধি বার্ষিক জমা নির্দ্ধারণ করিয়া উপাচার্য্য মহাশয় সপরিবারে যে বাটীতে বাস করিতেন (১২৯৭) গত বৈশাখ মাসের প্রথমেই ঐ বাটীর কোন কোন স্বত্বাধিকারী তাঁহার মধ্যম ও তৃতীয় সহোদরদ্বয়ের প্রতি মিথ্যা কারণে মন ভার করিয়া তাঁহার সম্মুখে তাঁহাদিগের স্থির অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যে এক মাস মধ্যে তাঁহাকে ঐ বাটী ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইতে হইবে। বৈশাখ মাস প্রায় উপস্থিত সুতরাং গৃহাদি প্রস্তুতির সময় নিতান্ত অল্প, তাহার উপর বন্ধু বিশেষের দান ১৲ টাকা ব্যতীত আর কিছু ছিল না, এবং সমস্তই নূতন বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তথাপি তিনি আশ্রিতবৎসল বিধাতার দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহাদের এই নিষ্ঠুর অসময়োচিত অভিপ্রায়ে সম্মতি দান করেন। ইতি পূর্ব্বে ১২৮৮।২৩শে আষাঢ় শ্রীমান হৃদয়নাথ এবং যশোদাকুমার উভয় সহোদরে মোকুররি মৌরশী জমাই সত্ব ক্রয় করিয়া যে ভূমিখণ্ড স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের শ্রীমন্দিরের জন্ত দান করিয়াছিলেন সেই ভূমিতে শ্রীমন্দির না হইয়া স্থানান্তরে হওয়াতে উক্ত ভূমি খণ্ডের

ঐ জমাই স্বত্ব মন্দির কণ্ড হইতে "মিসন্ হোমফণ্ডেতে" উপযুক্ত মূল্যে বিগত ফাল্গুনে ক্রয় করা হয়। এক্ষণে সেই ভূমিখণ্ডের উপরে অনাথবৎসলা জননীর নিকট প্রার্থনা পূর্ব্বক উপাচার্য্য মহাশয়ের বাস গৃহের ভিত্তি সংস্থাপিত হয়। অনন্তর শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রের প্রতি সকল ভার অর্পণ করিয়া উপাচার্য্য মার কার্য্যানু-রোধে বন্ধুগণসহ কোচবিহার যাত্রা করেন। দীন ভগবদাশ্রিত সেবকের জন্য রাজ ভাণ্ডারের দ্বার যেমন উন্মুক্ত তেমনি মুষ্টি ভিক্ষা প্রদানে দরিদ্র জনেরও হস্ত সদা প্রসারিত। আহা! ইহাতে কেবল মার খেলাই দেখিলাম। যথাসময়ে উপাচার্য্য বন্ধুগণ সহ বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে নূতন কুটীরে প্রবেশের আয়োজন হইতে লাগিল। আষাঢ় মাসে যথাবিধি গৃহ প্রবেশানুষ্ঠান সম্পন্ন হইলে উপাচার্য্য মহাশয় সপরিবারে সেই দিবস হইতে তাঁহারা নূতন আশ্রমে বাস করিতে আরম্ভ করেন। মার এই ক্ষুদ্র লীলা ক্ষেত্রে দেখিলাম যে সংসার যতই দুঃখ দিবার চেষ্টা করিল মার অদ্ভুত কৌশলে সে দুঃখ সুখকে অনুচর না করিয়া একাকী কখন উপ-স্থিত হয় না। সংসার শত্রুতা করিল মা জননী তাহার মধ্যেই নিজ খেলা খেলিলেন। যাঁহাকে প্রজা হইয়া বাস করিতে হইতেছিল বিনা কারণে সময়ে সময়ে কিছু কিছু (কেন যথেষ্টই!) লাঞ্ছনা ভোগও করিতে হইত, তাঁহার সম্বন্ধে মা এখন সে সকল জঞ্জাল কাটাইয়া দিলেন। ধন্য মা! তোমার অদ্ভুত লীলা! ইতাবসরে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র একাকী এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি কয়েক স্থানে ভিক্ষা সংগ্রহার্থে গমন করেন। অনন্তর তিনি আশ্বিন মাসে শ্রীযুক্ত আশুতোষের সঙ্গে মিলিত হইয়া শ্রীরামপুর প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করেন। শ্রীরামপুরের কার্য্যকালে উপাচার্য্য কয়েক দিনের জন্য

তথায় গমন করেন। তন্মধ্যে এক দিবস সমারোহ পূর্ব্বক নগর সংকীর্ত্তন হয়। ধনাঢ্য গোস্বামী পরিবার বিশেষ আগ্রহ সহকারে ভক্তদলটীকে আপনাদিগের বাটীতে লইয়া যান। পরে সমাজগৃহে সংক্ষিপ্ত উপাসনা হয়। শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র একাকী বনগ্রাম খাটুরা প্রভৃতি স্থানে কয়েক দিন ভ্রমণ করিয়া বাটীতে প্রত্যাগমন করেন। অনন্তর তিনি শারীরিক অসুস্থতা জন্য মুঙ্গের যাত্রা করেন। তথায় ও তিনি কিছু কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

১২৯৭।২০শে শ্রাবণের পত্র। বিগত ১২৯২।১৫ই কার্ত্তিক জনৈক ভ্রাতা অত্রস্থ নববিধান সমাজের অন্তর্গত "মিশনে" যোগ দিয়া সেবা ব্রত গ্রহণ জন্য যথাবিধি প্রার্থনা এবং আবেদন করিয়াছিলেন। কিছু দিন এতদবস্থায় অবস্থিতি করিয়া আভ্যন্তরিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত তিনি সে অবস্থা হইতে বিচ্যুত হয়েন। পশ্চাতে আরও অধিকতর বালকত্ব প্রকাশ করিয়া আপন পবিত্র ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন বটে কিন্তু এক্ষণে মার কৃপায় তিনি আপন পতিতা-বস্থা জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁর গৃহে প্রত্যাগত হইয়াছেন ইহাই আনন্দের বিষয়।

১২৯৭। ফাল্গুন। ৯ম সাম্বৎসরিক উৎসব। ১লা ফাল্গুন। (সায়ং) উদ্বোধন। ২রা অপরাহ্নে প্রকাশ্যস্থানে বর্ত্তৃতা এবং সংকীর্ত্তন। ৩রা "জয়পুর ইংরাজী বিদ্যালয়ে" নীতিবিষয়ক উপ-দেশ। ৪ঠা সঙ্গীত সভার অধিবেশন। রাত্রিতে সামাজিক উপাসনা। ৫ই নারী-সমাজের উৎসব। ৬ই সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব। ৭ই নগর সংকীর্ত্তন। ৮ই স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ সভা। ৯ই কেশব লাইব্রেরীর এবং দাতব্য বিভাগীয় কমিটীর অধিবেশন। ১০ই প্রচার যাত্রা। ১১ই সামাজিক উপাসনা এবং শান্তিবাচন।

১২৯৭ চৈত্র। ইতিপূর্ব্বে উপাচার্য্য মহাশয় কলিকাতা মাঘোৎসবে গমন করিলে তথায় তাঁহার তৃতীয় সহোদর শ্রীমান যশোদাকুমারের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া শীঘ্র চলিয়া আইসেন। তিনি বাটীতে পৌঁছিয়া স্নেহাস্পদ ভ্রাতার সাংঘাতিক পীড়া দেখিয়া যার পর নাই ব্যথিত হয়েন। অত্রস্থ চিকিৎসকগণের চিকিৎসাতে কোন প্রকার সুবিধার সম্ভাবনা না দেখিয়া তাঁহাকে কলিকাতা প্রেরণ করা হয়। এ সময় স্থানীয় সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সময়। কলিকাতার দুই তিনটী সুবিজ্ঞ কবিরাজ যুক্তি করিয়া বলেন যে ব্যাধি দুরারোগ্য অবস্থায় পঁহুছিয়াছে। তথাপি তাঁহাদিগের দ্বারায় প্রায় মাসাধিক কাল চিকিৎসা করান হয়; কিন্তু পীড়া ক্রমশঃই বৃদ্ধি হইয়া সাংঘাতিক অবস্থায় দাঁড়াইলে অমরাগড়ীতে সংবাদ প্রেরিত হয়। তৎকালে শ্রীআশুতোষ শুশ্রূষা জন্য তাঁহার নিকট থাকিতেন। সংবাদ পাইবামাত্র সন্ধ্যাকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠাগ্রজ এবং মধ্যম হৃদয় বাবু কলিকাতা যাত্রা করিয়া পরদিবস (২১শে চৈত্র) প্রায় ১০টার সময় যথাস্থানে উপনীত হয়েন। লিখিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে যে তাঁহারা তথায় পঁহুছিয়া দেখিলেন সেই সৌম্যমূর্ত্তি যশোদাকুমারের দেহখানি মাত্র শয়ান আছে—তাঁহাদের প্রাণের ভাই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছেন। হায়! তিনি যে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা, স্ত্রীপুত্রগণ, ভ্রাতা বন্ধুদিগকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া এই অল্প বয়সে এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন—ইহা প্রায় সকলেরই চিন্তার অতীত। বিধাতার ইচ্ছা কে খণ্ডন করিবে? অনন্তর কলিকাতাতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বাটীতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান নবসংহিতামতে সম্পন্ন হয়। ভাগিনেয় শ্রীমান কেদার নাথের বাস ভূমির

স্থানবিশেষে তাঁহার সমাধি এক্ষণে অবস্থিত আছে। এই নিদারুণ শোক সংবাদ পাইয়া বিদ্যালয়ে তাঁহার প্রিয় ছাত্রগণ কতই ক্রন্দন করিল! যে দরিদ্র বিভাগের জন্য তিনি প্রাণগত যত্ন সহকারে কতই পরিশ্রম করিয়াছিলেন—সে দরিদ্র বিভাগ তাঁহার প্রিয় স্মরণার্থে তেমন কিছুই না করিতে পারিয়া অতীব দুঃখের সহিত মাত্র তাঁহার নামাদি অঙ্কিত একখানি প্রস্তরখণ্ড বিদ্যালয়ের স্থান বিশেষে যথাবিধি রক্ষা করিয়াছেন।

১২৯৮ বৈশাখ। বন্ধু-বিচ্ছেদানলে দগ্ধ হৃদয় কথঞ্চিৎ শীতল হইলে ভিক্ষার্থীদল পুনরায় ভিক্ষা সংগ্রহার্থে যাত্রা করেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্র এ বৎসরও পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। তন্মধ্যে জাহানাবাদ, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, রাজগ্রাম, রাণীগঞ্জ, বোলপুর, বীরভূম, রামপুরহাট, নলহাটী, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর, গোরাবাজার, সয়েদাবাদ, খাগড়া প্রভৃতি স্থানই প্রসিদ্ধ। রামপুর হাট, বহরমপুর, গোরাবাজার, কাসিম-বাজার প্রভৃতি স্থানে তাঁহাদের বিশেষ ভাবে কার্য্য হইয়াছিল। তৎ তৎ স্থানের ভদ্র সদাশয় মহোদয়গণ অনেকে ভিক্ষার্থী ভ্রাতাদিগের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সমাদর দান করেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র কলিকাতা, হাওড়া প্রভৃতি স্থানে একাকী কিছু কিছু ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। পরে তিনি শরৎ বাবুর সঙ্গে মিলিত হইয়া ফরিদপুর মানিকদহের জমিদার বাবু বিপীনবিহারী রায়ের মথুরার বাটীতে গমন করেন। অমরাগড়ীর দীনাত্মা দরিদ্র ব্রহ্মসেবকগণের প্রতি বিপীন বাবু মহাশয়ের অতুল স্নেহ এবং দয়ার বিষয় ইতিহাস পুস্তকে স্বর্ণাক্ষরে চিরকাল লিখিত থাকিবে।

অনন্তর শ্রীযুক্ত আশুতোষ এবং বাবু শরচ্চন্দ্র আন্দুল, ডায়মণ্ড হারবার প্রভৃতি স্থানে ভিক্ষা সংগ্রহ করেন। তথায় তৎ তৎ স্থানের অবস্থানুযায়ী ভিক্ষা সংগৃহীত হয় না। মধ্যে মধ্যে কাশীপুর ও হুগলী প্রভৃতি স্থানেও তাঁহারা উভয়ে গমন করেন। কাশীপুরে ডাক্তার বাবু মতিলাল মুখোপাধ্যায় এবং হুগলীতে শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয় ভিক্ষার্থী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতেন। ইতিমধ্যে অখিলচন্দ্র একাকী বিপীন বাবু মহাশয়ের বাটীতে এবং আশুতোষ মুঙ্গেরে গমন করেন।

দশম সাম্বৎসরিক উৎসব।

সন ১২৯৮ সাল। ফাল্গুন।

৫ই ফাল্গুণ মঙ্গলবার উদ্বোধন, ৬ই বুধবার প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে উপাচার্য্য মহাশয়ের বাস গৃহের ভিত্তিস্থাপন। ৭ই বৃহস্পতিবার নারী-সমাজের উৎসব। "মা ভিখারিনী, তোমরা তাঁর হস্তে জীবন ভার অর্পণ কর, ধন্য হইবে" এই বিষয়ে সুমধুর উপদেশ প্রদত্ত হয়। ৮ই শুক্রবার সমস্ত দিন-ব্যাপী উৎসব। শ্রীমান তিনকড়ী রায়ের নবসংহিতানুসারে দীক্ষা। প্রাতে "হরি ভিখারীর বেশে আমাদের বিন্দু প্রেম ভিক্ষা করিতেছেন, তাই সকল এস ইহাঁর হস্তে আমাদের প্রেমবিন্দু অর্পণ করি" এবং সায়ংকালে "বিন্দু দিলে সিন্ধু পায়, ক্ষুদ্র জীবন উৎসর্গ করিলে অনন্ত জীবন পায়" উপদেশের বিষয় ছিল। ৯ই শনিবার অপরাহ্নে কাঁকরোল গ্রামে সংকীর্ত্তন এবং "হরি নামে দুঃখ হরে, বিপদ কাটে, ভিতরের পাপের আগুণ, বাহিরের ঘরের আগুণ নিবিয়া যায়" বক্তৃতার

বিষয় ছিল। ১০ই রবিবার প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে প্রীতি ভোজন অপরাহ্নে অমরাগড়ীতে নগর কীর্ত্তন, পরে সামাজিক উপাসনা এবং শান্তিবাচন।

১২৯৮ ফাল্গুনের শেষভাগ। উৎসবান্তে কতিপয় দিবস গত হইলে বন্ধুগণ প্রায় সকলেই স্ব স্ব গৃহে গমন করেন। অতঃপর যে ভীষণ দুর্ঘটনা হইতে দীনশরণ বিধাতা তাঁহার পদাশ্রিত অত্রস্থ দাসপরিবারকে রক্ষা করিয়াছিলেন এস্থলে তাঁহারই মহিমা প্রকাশ জন্ত তদুল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা রাত্রি প্রায় আড়াই প্রহর, যখন সকলেই গভীর নিদ্রায় অচেতন, এমত সময়ে, উপাচার্য্য মহাশয়ের একটী শিশু সন্তান সহসা জাগ্রৎ হইয়া কাঁদিতে লাগিল। শিশুর ক্রন্দনে প্রসুতির নিদ্রাভঙ্গ হয়। হঠাৎ উপরের দিকে দৃষ্টি পতিত হওয়াতে তিনি দেখিলেন যে গৃহের উপরিভাগ ভয়ানক আলোকে পরিপূর্ণ। আসন্ন বিপদ আশঙ্কা করিয়া তিনি ব্যাকুল অন্তরে উপাচার্য্য মহাশয়কে জাগ্রৎ করেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ জাগ্রৎ হইয়া শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্রকে এবং তাঁহার কন্যাদ্বয়কে ডাকিতে ডাকিতে গৃহ হইতে বহির্গত হন। তিনি বাহিরে আসিয়াই দেখিতে পাইলেন যে কোন দুষ্ট ব্যক্তি শয়নগৃহের কোন স্থানে সুবিধা করিতে না পারিয়া তৎ সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র কুটীরে অগ্নি প্রদান করিয়াছে। এমত স্থানে অগ্নি প্রদত্ত হইয়াছিল যে কয়েক মুহূর্ত্তের পরেই কেহ আর সেই শয়নগৃহ হইতে সহজে বাহির হইতে পারিতেন না। অনন্তর অনেক গোলমালের পর অনেকগুলি লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা হউক মার অতুল করুণাগুণে সকলেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। শিশুর ক্রন্দনে সকলে জাগ্রৎ

হইয়া প্রাণে বাঁচিলেন, সমাগত বন্ধু ও প্রতিবেশীদিগের যত্নে গৃহাদিও রক্ষিত হইল বটে কিন্তু কয়েক মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইলে কিছুরই রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না। বিশ্বাসী পাঠক, এই অপূর্ব্ব ঘটনার মধ্যে বিধাতার করুণা দর্শন করুন। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই ভস্মে পরিণত হইত কিন্তু কি একটী অতি ক্ষুদ্র উপায় দ্বারা তিনি তাঁহার শরণাগত দাসদাসীকে তাঁহাদের প্রাণাধিক সন্তানগণ সহ রক্ষা করিলেন! আসন্নবিপদ দর্শনে মার অতুল করুণা ক্রন্দন করিতে করিতে শিশুর অন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং শিশুও তৎপ্রভাবে ক্ষণকালের জন্য ক্রন্দন করিয়া সকলের প্রাণরক্ষার উপায় হইল। মা! ধন্য তোমার করুণা! যে উপায়ে তুমি তোমার কার্য্য সাধন কর, তাহা পৃথিবীর দৃষ্টিতে সামান্য হইলেও অসামান্য; ক্ষুদ্র হইলেও তাহা নিঃসংশয়রূপে সুমহৎ।

১২৯৮ কার্ত্তিক। শ্রীমন্দির গঠনকার্য্য সম্বন্ধে ইহাই তৃতীয় বা শেষ উদ্যম। শারদীয় উৎসবান্তে কার্ত্তিক মাস হইতে শ্রীমন্দির গঠন কার্য্য পুনরারম্ভ হইয়া ১২৯৯ সনের পৌষ মাসে কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। এতাবৎ কালের মধ্যে উপাচার্য্য অধিক সময়েই অসুস্থ ছিলেন। সময়ে সময়ে উদরাময় পীড়া Dyspepsia এতই প্রবল হইত যে সমস্ত দিনের মধ্যে অর্দ্ধ পোয়া জল সাগু আহার করিলেও উদরাধ্যান হইত। যাহা হউক এই অবস্থাতে শুশ্রূষা জন্য তাঁহাকে বাঁটীতে অবস্থিতি করিতে হইত বটে কিন্তু শ্রীমন্দির গঠনকার্য্য পর্য্যবেক্ষণাদি জন্য শারীরিক নিয়ম রক্ষাদি সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন ঘটিত। বন্ধুগণের মধ্যে কেহ কেহ দূর দেশে অবস্থিতি করিতেন। কেহ বা কলিকাতায় থাকিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া পাঠাইতেন। এমত অবস্থায় অর্থা-

দির অপ্রতুলতা বিলক্ষণ লক্ষিত হইত। তিনি তাঁহার রুগ্ন শরীরে সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া সমুদায় কার্য্যই আদ্যোপান্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার শরীরের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইতে লাগিল বটে কিন্তু মা আনন্দময়ীর অতি সুন্দর শ্রীমন্দির গঠিত হইল। দুই বিঘা পরিমাণ প্রশস্ত ভূমি খণ্ডের মধ্যে পশ্চিমাভিমুখে (বাহিরের মাপ) দীর্ঘ চল্লিশ ফিট, প্রস্থ সাড়ে চৌদ্দ ফিট এই সুবৃহৎ সুন্দর শ্রীমন্দির সংস্থাপিত। উত্তর দিকে নিম্নে সঙ্গীত বিভাগ। উপরে মহিলাগণের জন্ত গ্যালারি। বেদী মধ্যস্থলে অতি সুন্দর রূপে গঠিত। দেখিলে মনে হয় যেন শ্বেত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। মন্দিরের সম্মুখস্থ অনতি প্রশস্ত পথটী কিয়দ্দূর গিয়া বাহিরে "সাধনবট" বৃক্ষের দুই পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া পরিশেষে সাধারণ প্রশস্ত পথে গিয়া মিলিত হইয়াছে। সম্মুখস্থ পথের উভয় পার্শ্বে সুপ্রশস্ত পুষ্পোদ্যান। বন্যার অত্যাচার কথঞ্চিৎ নিবারণ জন্ত চারিদিক বাঁধের দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই ভূমিখণ্ডের উত্তর পূর্ব্বদিকে শ্রীমন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চ এবং উদ্যান প্রস্তুত করিবার কারণ একটী অতি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী খনন করাইতে হইয়াছে। শ্রীমন্দিরটী যে স্থানে সংস্থাপিত তাহার সম্মুখে চারি পাঁচ মাইল পরিমিত প্রশস্ত ক্ষেত্র বৎসরের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিচিত্র শোভা প্রকাশ করিয়া দর্শক বৃন্দের নয়নতৃপ্তিকর হয়। সম্মুখদিকের মধ্যস্থলে প্রায় বিয়াল্লিশ ফিট উচ্চ একটী চতুষ্কোণ সুন্দর চূড়া নির্ম্মিত। তন্নিম্নভাগে বৃহদাক্ষরে স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত "মা" নামটী খোদিত চারি দিকে পুষ্পমালা অতি সুকৌশলে নির্ম্মিত হইয়া দোদুল্যমান রহিয়াছে। দেখিলে মনে হয় মা আনন্দময়ী বিশ্বাস জননী তাঁহার ভক্তপুষ্পহার সাদরে গলদেশে পরিধান করিয়া

বিরাজিত। পুনশ্চ তাহার নিম্নদেশে লিখিত "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্"। এই মহামন্ত্রটী দীনাত্মা প্রবেশার্থীকে তৎসাধনে রত হইতে ইঙ্গিত করিতেছে। সত্যই মার শ্রীমন্দির এই রূপ নানাবিধ শোভাতে সুশোভিত হইয়া দর্শকবৃন্দের নয়ন মন হরণোপযোগী দৃশ্য ধারণ করিয়াছে। ধন্য মা আনন্দময়ী! তুমি ধন্য! তোমার শ্রীনববিধান ধন্য! তোমার যে শ্রীমন্দিরের ভিত্তি সংস্থাপন দিবস হইতে অগ্নি পরীক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল, মধ্যে হৃদয়ের শোনিত শুষ্ককর ঘোরতর পরীক্ষার উপর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে আজ মা দুর্গতি-হারিণী, তোমার দুর্জয় বলে সে সমুদায় পরীক্ষা পরিসমাপ্ত হইল। পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরের চূড়া আকাশ স্পর্শ করিল শ্রীনববিধানের বিজয় নিশান ব্রহ্মকৃপাসমীরণ ভরে পশ্চিম বঙ্গে উড্ডীয়মান হইয়া বিশ্বাস এবং আশার সংবাদ প্রদান করিল। সেই জন্য প্রাণ ভরিয়া বলি মা! তোমার জয়, তোমার শ্রীনববিধানের জয়! দেবগণের জয়! তোমার আদরের ভক্ত শিশু শ্রীব্রহ্মানন্দের জয়!

কলিকাতার মাঘোৎসব আরম্ভ হইলে উপাচার্য্য মহাশয় কতিপয় গুরুতর অভিপ্রায় সাধন জন্য তথায় গমন করেন। ১মঃ—"প্রেরিত" মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার প্রবেশ। ২য়ঃ—দেহাবস্থানকালে দরিদ্র অমরাগড়ীতে পূজ্যপাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের সদলে পদার্পণের প্রকাশিত অভিপ্রায় "প্রেরিত" বর্গ সমীপে নিবেদন করিয়া তাঁহাদের সকলকে আনয়নের চেষ্টা। ৩য়ঃ—শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কলিকাতাস্থ দাতা এবং বন্ধুদিগকে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রণ। ৪র্থঃ—প্রতিষ্ঠা জন্য সহযাত্রী বন্ধুদিগের সহিত পরামর্শাদি। মাঘ মাসের দ্বাদশ দিবসে সায়ংকালে উপাসনান্তে উপাচার্য্য

মহাপ্রভু প্রচারক স্বরূপে যথাবিধি শ্রীদরবার কর্তৃক গৃহীত হয়েন। অপর ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত "উপাধ্যায়" মহাশয়ই বেদীর কার্য্য করেন। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার "প্রেরিত" মহাশয় প্রশস্ত চিত্তে শুভাশীর্ব্বাদ দান করিয়া তাঁহাকে সুখী করেন। উপাচার্য্য তাঁহার দ্বিতীয় অভিপ্রায় সাধন জন্য পূজ্য-পাদ শ্রীমদাচার্য্য দেবের কথাগুলি নিবেদন করিয়া "প্রেরিত" মহাশয়দিগের প্রত্যেককেই অমরাগড়ীতে পদার্পণ জন্য মিনতি করেন। দরিদ্র অমরাগড়ীর দুর্ভাগ্যবশতঃ কাঙ্গাল ভৃত্যের প্রতি কাহারও কাহার সকরুণ দৃষ্টি পতিত হইল না। পরিশেষে উপাচার্য্য তাঁহাদের সকলকে প্রণাম পূর্ব্বক অশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই বাটী প্রত্যাগমন করেন। ইতিমধ্যে নিমন্ত্রণাদি এবং বন্ধুগণ সঙ্গে যে কিছু কথা সমস্ত স্থিরীকৃত হইয়া যায়। বন্ধুগণ কলিকাতা অবস্থিতি করিয়া আবশ্যকীয় কার্য্য করিতে লাগিলেন; উপাচার্য্য বাটীতে পঁহুছিয়া নিমন্ত্রিত ভক্ত এবং বন্ধুগণের অবস্থান জন্য স্থানাদি প্রস্তুত এবং বিবিধ কার্য্য সুসম্পন্ন করাইতে লাগি-লেন। দরিদ্র আশ্রমে অবস্থান জন্য স্থান আর কি প্রস্তুত হইবে? দীর্ঘায়তন পর্ণকুটীর দুই তিনটী নির্ম্মিত হইল। সমুদায় কার্য্য সুসম্পন্ন হইল; মা আনন্দময়ীর শুভাগমন বার্ত্তা চারিদিকে বিঘোষিত হইল, মহানন্দের দিন নিকট হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মহোৎসব সমাগত প্রায়। ইতি মধ্যে দেশীয় বিদেশীয় সহৃদয় দাতা আশ্রয়দাতা, সহানুভূতি-প্রকাশক বন্ধুবর্গ সমীপে স্থানীয়

ভৃত্যগণ তাঁহাদের বিনীত প্রণাম প্রেরণ করিলেন। দরিদ্র দীনাত্মা ভিখারীদিগের প্রতি যাঁহারা পিতা মাতার ন্যায়, বহুদিনের পরিচিত আত্মীয় বান্ধবের ন্যায়, স্নেহ সমাদর প্রদান করিয়া মা বিধান জননীর পবিত্র রাজ্য বিস্তার বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন আজ কৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁহাদিগের চরণে তাঁহার প্রণত হইতেছেন। স্বগ্রামবাসী ধনাঢ্য বাবু মহেশচন্দ্র রায় উপাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি বিশেষ স্নেহ পরবশ হইয়া সময়ে সময়ে বহু টাকা দুই তিন বৎসরের জন্য বিনা সুদে প্রদান করিয়া বহুতাপ স্বীকার করাতে তাঁহার নিকট ও স্থানীয় ব্রাহ্ম সেবক গণ সবান্ধবে বিশেষ কৃতজ্ঞ। যে দানশীল বাবু ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা স্বীয় দয়ার্দ্রচিত্তের উত্তেজনায় এবং স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের সৎ-পরামর্শে অমরাগড়ীতে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া ছেন, তিনি স্বয়ং উপাচার্য্যের কুটীরে আগমন করিয়া উৎসবে সমাগত ভক্ত বন্ধুগণের কোন প্রকারে কষ্ট না হয় এমত বিবিধ কার্য্যের তত্ত্বাবধান এবং আপন গৃহের আসবাব আদি এমন কি বহুমূল্যের দ্রব্যাদি দান করিয়া শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে যে প্রকার সহৃদয়তা এবং আত্মীয়তা প্রকাশ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহার নিকটও অত্রস্থ ভৃত্যগণ বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। পরিশেষে যে সমস্ত দীনাত্মা ভিক্ষার্থী ভ্রাতৃগণ মার কার্য্যানুরোধে দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিয়া কি রাজদ্বারে বিশেষ ভিক্ষা, কি দরিদ্রের পর্ণকুটীরে মুষ্টি ভিক্ষা, সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন, সেই তাঁহাদিগের বহু ভ্রমণ জন্য বিক্ষত ক্ষুদ্র চরণগুলি সাদরে ধৌত করিয়া এবং তাঁহাদের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন এবং প্রণাম প্রদত্ত হইতেছে।

১২৯১।৬ই ফাল্গুণ, অদ্য শুভদিনে দরিদ্র দীনাত্মাগণের দয়াল শ্রীহরি পবিত্র মোহন বংশীধ্বনি সহকারে মহোৎসব ঘোষণা করিলেন। স্বাভাবিক মধুর স্বর সে দিবস অধিকতর মধুর হইয়া নহবৎ প্রত্যুষকাল হইতে বাজিতে আরম্ভ করিল; তচ্ছ্রবণে সুকুমার বালক বালিকাগণও সহাস্যবদনে নৃত্য আরম্ভ করেন। যথাসময়ে দরিদ্র অমরাগড়ীর বক্ষে পূজ্যপাদ "প্রেরিত" মহাশয়গণের পদধূলী নিপতিত হইল, স্থানীয় দীনাত্মা ব্রহ্মসন্তান সন্ততিগণ তল্লাভে আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করিলেন; মান্য বন্ধুগণের সমাগমে প্রেমানন্দ উথলিত হইল; পুরনারীগণ শঙ্খধ্বনি সহকারে মা আনন্দময়ীর শুভাগমন বার্ত্তা প্রচার করিলেন। আজ আর আনন্দের সীমা নাই!! ভক্তগণ যথাবিধি স্নাত হইয়া উপাচার্য্যের পিতৃদেব ভবনের বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন। প্রথমতঃ একটী হৃদয়গ্রাহী প্রার্থনান্তে সংকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। দেশীয় বাদ্যকরগণ ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাজাইয়া কিয়দ্দূর অগ্রে অগ্রে চলিল, ভক্তদল কীর্ত্তন করিতে করিতে আত্মীয় বন্ধু এবং ব্রাহ্মণ অধ্যাপকগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া মহানন্দে শ্রীমন্দিরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সম্মুখে নহবৎ সুললিত স্বরে বাজিতেছে এমত অবস্থায় সকলে লতা পত্র পুষ্পে সুশোভিত, নানাবিধ ক্ষুদ্র বৃহৎ সুন্দর পতাকায় সুসজ্জিত নব শ্রীমন্দিরের সম্মুখে উপনীত হইলে সর্ব্বাগ্রে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত "উপাধ্যায়" মহাশয় দ্বারদেশে জানুপরি উপবেশন করিয়া একটী সুন্দর প্রার্থনা করেন। অনন্তর যিনি বিপুল ধনৈশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া দুঃখী পশ্চিম বঙ্গের জন্য ভিখারী হইয়াছেন আজ সেই তিনি আমাদিগের ভক্তিভাজন উপাচার্য্য মহাশয় সমাগত বন্ধুবর্গে প্রথমতঃ মাল্যচন্দন

প্রদান পূর্ব্বক যথাযোগ্য সম্মান ভক্তি প্রদর্শন করেন। মন্দির নির্ম্মাতা মিস্ত্রি দ্বারের চাবি তাঁহার হস্তে প্রদান করিলে তিনি বন্ধুগণ সঙ্গে মিলিত লইয়া আনন্দ উথলিত অন্তরে সমস্বরে "ব্রহ্মকৃপাহি-কেবলম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। দ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র শঙ্খঘণ্টাদি বহুবিধ বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিল! পাঠক বন্ধু! আজ কে জানে দুঃখ কষ্ট; কে জানে অপমান নির্য্যাতন; কে জানে সংসারের নীচ গণনা! আনন্দ সিন্ধুনীরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ সমুত্থিত হইল—সেই আনন্দা-মৃত পানে বিহ্বল-চিত্ত ব্রহ্ম সন্তান সন্ততিগণ দ্বারে সমুপস্থিত হইয়া যখন সজল নয়নে ব্যাকুল প্রাণে মা, মা, শব্দে ডাকিতে লাগিলেন তখন দেখিলাম মা আনন্দময়ী তাঁহার শ্রীমন্দির অতি বিচিত্র শোভন সাজে সাজাইয়া সহাস্যবদনে সস্নেহ সম্বোধনে ডাকিতেছেন; সন্তান-গণও মার কোলে ঝাঁপ দিয়া জুড়াইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন, সেই মনোহর দৃশ্য দর্শনে এ ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র হৃদয়ে আজ আর আনন্দ ধরে না। লোহিত বর্ণ সুন্দর সুবৃহৎ পতাকা আকাশে উড্ডীয়মান হইয়া মা বিধান জননীর জয়, তাঁহার পবিত্র শ্রীনব বিধানের জয় যেমন ঘোষণা করিতেছে তেমনি এই আনন্দ উচ্ছ্বসিত ক্ষুদ্র হৃদয়ের বড় সাধ যে গগণ ভেদ করিয়া প্রেম ভরে আহ্বান করি আর বলি, ভাই বন্ধু, সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, আপনারাও অত্রত্য দরিদ্র নিপীড়িত দীনাত্মাদিগের সহিত সহৃদয়তা জন্য অনেক অশ্রুবিসর্জন করিয়াছেন; আজ দেশকাল অবস্থাদির সকল প্রকার ব্যবধান অতিক্রম করিয়া মা আনন্দময়ীর প্রেমানুরোধে সেই তাহাদিগের সহিত এক প্রাণ হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মস্তকস্থাপন পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া বলুন—"মা-মা-মা-মা-মা আমার"।

ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে উদ্ধৃত :—

আমাদের পল্লীগ্রাম অমরাগড়ীতে কয়েকটী দীন দুঃখী যুবাকে লইয়া শ্রীহরি বিচিত্র লীলা করিতেছেন, ঘোর বিরুদ্ধাচার ও শত্রুতার মধ্যে ক্ষুদ্র পল্লীতে হরিপ্রেমের জয় বিধানের জয় দেখিয়া আমরা আনন্দে পুলকিত হইয়াছি। গত ৬ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার উক্ত গ্রামে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠা ব্যাপার স্বর্গীয় ব্যাপার হইয়াছে।

অমরাগড়ী হাওড়া জিলার অন্তর্গত, কলিকাতার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে ন্যূনাধিক ৩২ মাইল দূরে। বার বৎসর হইতে এই গ্রামে ব্রহ্মনামের ধ্বনি হইতেছে। প্রথমতঃ এই গ্রামস্থ যুবক প্রিয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত ফকির দাস রায় ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাসী হইয়া পৌত্তলিকতার সংস্রব পরিত্যাগ করেন। তৎপর সেই পল্লীর এবং তন্নিকটবর্ত্তী ঝিখিরা, গড়ভবানীপুর, খালনা প্রভৃতি কয়েকটী গ্রামের কতিপয় নবযুবক ভ্রাতা ফকিরের অনুগামী হন। ইঁহাদের অনেকে সম্ভ্রান্ত ধনীর সন্তান। সকলেরই কীর্ত্তন-প্রধান জীবন। ইঁহারা ভ্রাতা ফকিরের দ্বারা ধর্ম্মজীবনে অগ্রসর হন, তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া, উপাসনা আলোচনা এবং গ্রামে গ্রামে মত্ততার সহিত ব্রহ্মনাম কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ফকির দাস ধনী পরিবারে লালিত পালিত হইয়াছেন, স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য তিনি গৃহ হইতে বহিষ্কৃত ও তাড়িত হন। অট্টালিকা ছাড়িয়া পরে স্বীয় পৈতৃক বাসস্থানের নিকটে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আপন পত্নী সহ তথায় বাস করিতে থাকেন। কিছু দিন পর তাঁহার বাসগৃহ এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত স্কুল গৃহ শত্রুপক্ষ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলে। ক্রমে তাঁহার ও তাঁহার অনুগামী যুবকগণের প্রতি অতিশয় উৎপীড়ন হয়। যুবকদিগের অনেকে

অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া সস্ত্রীক গৃহ হইতে তাড়িত হন। বিরোধিগণ প্রকাশ্য সভা করিয়া কাহাকে কাহাকে ডাকিয়া আনিয়া যৎপরোনাস্তি অপমান লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনা করেন, কাহাকে বা বুকে বাঁশ দিয়া নানা রূপে প্রহার এবং কাহাকে কাহাকে অতিশয় ঘৃণিত ও কুৎসিত ভাবে নিপীড়ন করেন। তাঁহাদের নামে অসত্য মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া তাঁহাদিগকে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করেন, কৃতকার্য্য হন নাই। বিশ্বাসী যুবকগণ সকল প্রকার অত্যাচার অপমানে অবিচলিত থাকেন, শান্ত ভাবে এই সকল বহন করেন। অমরাগড়ীতে কয়েকটী যুবক ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেই তাঁহাদের উপর অত্যন্ত আক্রমণ হইয়াছিল। প্রায় দশ বৎসর হইল শ্রদ্ধেয় ভাই অমৃত লাল বসু উক্ত ব্রাহ্ম যুবকদলকে লইয়া অমরাগড়ীর সন্নিহিত খিখিরানামক গণ্ডগ্রামে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন বিরোধিগণ ঢাক ঢোল বাজাইয়া চিৎকার করিয়া অশ্ববিষ্ঠা ও কর্দ্দমের ঢিল ছুড়িয়া সেই সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতায় বিঘ্ন জন্মায়, এবং কতকগুলি লোক মাতাল হইয়া আসিয়া বীভৎসরূপে গোলযোগ করে। প্রচারক মহাশয় সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যুবকবৃন্দ সহ কীর্ত্তন ও বক্তৃতা করিয়া আইসেন। স্কুল ঘর দগ্ধ হইলে পর যুবকগণ উৎসাহের সহিত দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক স্কুলের জন্য সুন্দর পাকা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সম্প্রতি অতি সুন্দর প্রকাণ্ড মন্দির ভিক্ষালব্ধ ধনে নির্ম্মিত হইয়াছে। ৫।৬ বৎসর ক্রমাগত নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে উক্ত যুবকগণ ভিক্ষা করিয়া চারি সহস্র টাকা মন্দিরনির্ম্মাণের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। কলিকাতা, বালেশ্বর, কটক, মেদিনীপুর, পুরী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরাসডাঙ্গা, বর্দ্ধমান, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, রঙ্গপুর,

দিনাজপুর, কোচবিহার, রাজসাহি, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নগরে, এবং কাঁথি রামপুর হাট বোলপুর প্রভৃতি উপবিভাগে ও নানা গ্রামে ২।৪ টাকা এমন কি দুই চারি আনা করিয়া পর্য্যন্ত দৃঢ় অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে অমরাগড়ীর কতিপয় ব্রাহ্মযুবা ভিক্ষা করিয়াছেন। এক্ষণ তাঁহারা ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ, পরিশ্রমের পুরস্কার প্রচুর লাভ করিয়াছেন। যুবক বন্ধুগণ সামাজিক উপাসনা করেন এমন প্রশস্ত গৃহ ছিল না; এক্ষণে দুই শত আড়াইশত লোক বসিয়া উপাসনা করিতে পারেন, ঈশ্বরকৃপায় এমন বৃহদায়তন সুন্দর মন্দির প্রাপ্ত হইয়াছেন। মন্দিরের দৈর্ঘ্য চল্লিশ ফুট, বিস্তার সাড়ে চোদ্দফুট, উচ্চতা বিশ ফুট, তাহার চূড়া প্রায় বিশ ফুট। তাহার চারিদিকে রোওয়াক, সম্মুখে ক্ষুদ্র বারণ্ডা এবং চতুষ্পার্শ্বে অনেকগুলি প্রশস্ত কপাট জানালা আছে। মহিলাদিগের বসিবার জন্য এক পার্শ্বে উপরে গ্যালারি নির্ম্মিত। মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড উদ্যানে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, তোরণের সম্মুখে একটি বিশাল বটদ্রুম। রমণীয় স্থানে রমণীয় মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। পল্লীগ্রামের কথা কি, বহু নগরে এরূপ সুন্দর ও বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির নাই। মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় নববিধানের বিজয়বৈজয়ন্তী ব্রহ্মমহিমা ঘোষণা করিতেছে। মন্দিরের জন্য পাঁচশত টাকা এক্ষণ দেনা, এবং প্রায় পাঁচশত টাকার কাঠের কাজ অবশিষ্ট আছে।

অমরাগড়ীব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেশ বিদেশস্থ ব্রাহ্মবন্ধু ও সাহায্যকারিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হাওড়া, ব্যাটরা, কোচবিহার, ময়মনসিংহ, ইটনা, (ময়মনসিংহ) অমরপুর, (হুগলি) খাটুরা (চব্বিশ পরগণা) খুল্‌না, জয়পুর, খাল্‌না, বাঘনা, বালিবোন, খালোর, বাইনান, তাজপুর, রসপুর, প্রভৃতি নগর ও

পল্লীর ব্রাহ্ম ও হিন্দু ভদ্রলোক আসিয়া প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগ দান করিয়াছেন। কলিকাতা হইতে শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, কান্তিচন্দ্র মিত্র, মহেন্দ্রনাথ বসু, গিরিশচন্দ্র সেন, এই চারিজন বিধানপ্রচারক, এবং রাজমোহন বসু কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি বিধানবিশ্বাসী বন্ধুগণ উক্ত মন্দিরপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অমরাগড়ীতে গিয়াছিলেন। নানাস্থান হইতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ষাট জন বন্ধু যাইয়া এই মহৎব্যাপারে যোগদান করিয়াছেন।

৪ঠা মঙ্গলবার প্রত্যূষে কলিকাতা হইতে এক দল (১২। ১৪ জন) যাত্রিক হোরমিলার কোম্পানির অপ্সরানামক বাষ্পীয় পোতে অমরাগড়ী যাত্রা করেন। এই দলে প্রেরিতগণ ছিলেন। পত্র লেখকও এই দলের অন্তর্গত ছিলেন। অমরাগড়ীর মণ্ডলীর দুইটী ব্রাহ্ম যুবা তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব রাত্রি হইতে মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছিল, গৃহ হইতে বহির্গত হইবার কাহারও সাধ্য ছিল না। ত্রিগুণ চতুর্গুণ ভাড়া স্বীকারে বহুকষ্টে তিন খানা গাড়ী সংগ্রহ করিয়া ষ্টীমার ঘাটে যাত্রিকদিগের যাওয়া হয়। কোন কোন বন্ধু ভিজিতে ভিজিতে জল কাদা ভাঙ্গিয়া উৎসাহের সহিত ষ্টীমার ছাড়িবার সময় দৌড়িয়া আইসেন। সকলে তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট করিয়া উক্ত অপ্সরা পোতে যাত্রা করেন। এই ষ্টীমার বজবজ উলুবেড়িয়া ফল্‌তা প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া গেঁওখালিতে যাইয়া রূপনারায়ণ নদে প্রবেশ করে। মেদিনীপুরের তমলুক হইয়া উপরিভাগ ঘাঁটাল পর্য্যন্ত ইহার গতি। যাত্রিকদল সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে বাকসি নামক ষ্টেশনে অবতরণ করেন। সেখান হইতে খালের ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র নৌকা যোগে কয়েক মাইল পথ যাইতে হইবে।

অমবাগড়ী হইতে একটী যুবক বন্ধু কয়েক জন মুটে সঙ্গে কবির কিয়ংক্ষণ পূর্ব্বে ষ্টীমার ঘাটে আগমন পূর্ব্বক একটী ডিঙ্গী ভাড় করিয়া যাত্রিকদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সকলে সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া খালের ভিতর দিয়া যাত্রা করেন উক্ত বন্ধু প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট মোহনভোগ এবং দুগ্ধ সঙ্গে আনয়ন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর নৌকাতে সকলে তাহা ভক্ষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। বাষ্পীয় পোতে লুচি মিষ্টান্ন ও মুড ইত্যাদির অভাব ছিল না। যাত্রিকদলে একটী বন্ধু অতিশয় ভোজনপ্রিয় ছিলেন, তিনি পুনঃ পুনঃ ভোজন করিতেন, এবং "কচু ভাল খাবার পাইতেছ, ঠাকুর এমনি করে মজাও চিরকাল" এই গানটির পূর্ব্বাংশ গাইতেন তিনি ও আর একটী বন্ধু অতিশয় আমোদপ্রিয় ও সুরসিক, তাঁহারা অনুক্ষণ রসিকতা ও আমোদ করিয়া সকল যাত্রিককে হাসাইয়া হাসাইতে বিহ্বল করিয়াছেন সুখ আমাদের ব্যাপার গেল, এক্ষণ দুঃখের ব্যাপার উপস্থিত ভাটা পড়ার খালের জল নামিল। সুতরাং নৌকা অধিক দূর চালিত হইতে পারিল না। রাত্রি অনুমান টার সময় যাত্রিদিগকে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিতে হইল। সর্ব্বশুদ্ধ . . . জন লোক ছিলেন মুটেদের কোলে উঠিয়া বারবা খালের হাটু পর্য্যন্ত কর্দ্দম অতিক্রম করিয়া উচ্চ ডাঙ্গায় উঠিলেন প্রথমতঃ বেণা বনের ভিতর দিয়া যাইতে হইল। পথপ্রদর্শক অনুমানে বলিয়াছিলেন, বিশ বিঘা পরিমাণ বেণাবন অতিক্রম করিতে হইবে, পরে ভাল পথ পাওয়া যাইবে। কিন্তু বেণাবন আর ফুরায় না। উহা বোধ হয় বিশ গুন বিশ বিঘা ছিল। বৃষ্টি হওয়াতে ভূমি অত্যন্ত পিচ্ছল

হইয়াছিল, স্থানে স্থানে কর্দ্দমপূর্ণ নিম্নভূমি, এবং দুই পার্শ্বে কণ্টক বন, মধ্যে মধ্যে ভোঁদ্‌খাল। তাহার ভিতর হইতে কখন কখন সর্পও বাহির হয়। অগ্রগামী যাত্রিক ভোঁস খাল দেখিলেই "ভোঁস-খাল" "ভোঁসখাল" বলিয়া চেঁচাইয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী যাত্রিকদিগকে সাবধান করিতেন। মেঘাচ্ছন্ন অমানিশা, গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়া তিনটি লণ্ঠনের আলোকের সাহায্যে সকলকে সাবধানে যাইতে হইয়াছিল, একটু আলোকের আড়াল হইলে পদস্থাপনের আর সাধ্য ছিল না। পরে কতক দূর পথ চলিয়া একটি গর্ত্ত পার হইয়া উচ্চ ডাঙ্গায় উঠা গেল। উহা দামোদরের বন্যা নিবারণের বাঁধ। এক্ষণ ইহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতে হইবে। এই বাঁধের রাস্তা পিচ্ছল, স্থানে স্থানে বন্ধুর ও পঙ্কিলভূমি, দুই পার্শ্বে কাণ্টিকারীর বন। উভয় পার্শ্বে গভীর খানা, পদ স্খলন হইলে ১০।১২ হাত নিম্নে পড়িয়া যাইতে হয়। বোধ হয় প্রায় ক্রোশাধিক পথ এই বাঁধের উপর দিয়া যাত্রিকদিগকে সাবধানে চলিয়া যাইতে হইল। তৎপর নিম্ন ভূমি মাঠের উপর দিয়া যাইতে হয়। স্থানে স্থানে জল কর্দ্দম, সকলে অনেক কষ্টে জুতা বাঁচাইয়া আনিয়াছিলেন। অমরাগড়ী গ্রামের নিকটে আসিয়া একটি সূক্ষ্ম রেখার ন্যায় পথ দিয়া জল পার হইতে অমরপুরনিবাসী আমাদের বৃদ্ধ বন্ধু হরিদাস রায় জলে পড়িয়া যান। অনেক বন্ধু টানাটানি করিয়া জল হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তিনি পা দুখানি শুদ্ধ শরীর লইয়া কোন রূপে উঠিলেন, কিন্তু পাদুকাদ্বয় পাঁকের ভিতরে পড়িয়া রহিল, তাহার আর উদ্ধার হইল না। এই ভাবে রাত্রি ঠিক ১২ টার সময় উৎসবের যাত্রিকগণ অমরাগড়ীতে উপস্থিত হইলেন। ভাগ্যে সেই সময়ে বৃষ্টি ছিল না, তাহা হইলে বিপত্তির শেষ হইত না। যাহা হউক, অনেক বন্ধু

একত্র ছিলেন বলিয়া এই দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমোদ ও হাস্য কৌতুক হইতেছিল। ভাই ফকিরদাস দুর্দ্দিন দেখিয়া ও পথের দুগমতা ভাবিয়া মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, যাত্রিক দল আজ আর আসিবেন না, বাকসিতে রজনী যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে আসিবেন। তিনি যাত্রিকদিগকে সেই দিন নিশায় গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় হঠাৎ তাঁহাদিগকে উপস্থিত দেখিয়া চমৎকৃত হন, এবং পথে তাঁহাদের অতিশয় কষ্ট হইয়াছে জানিয়া মনে অত্যন্ত ক্লেশ অনুভব করেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে কাহারও বিশেষ দোষ হইয়াছে বলা যায় না। ভাটা পড়াতেই এত গণ্ডগোল ঘটিয়াছিল, তাহা না হইলে অমরা গড়ীর এক মাইল দূরে নৌকায় আসা যাইতে পারিত। যিনি যাত্রিকদলের আনয়ন করিতে ঘাটে গিয়াছিলেন, এরূপ ঘটিবে তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। যাত্রিকদিগের অবস্থানের জন্য ফকির দাসের কুটীর অঙ্গনে তালপত্রের এক বৃহৎ গৃহ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই গৃহের বেড়া ও আচ্ছাদনাদি বৃহদায়তন তালপত্রে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহা নূতন আকারের এক পর্ণশালা। যাত্রিকগণ বিশেষ আরামে সেই পর্ণকুটীরে বাস করেন। সকলেই সেই রাত্রি কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া উষ্ণ চা পানে শ্রান্তি দূর করেন, পরে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলে রজনী দুইটার সময় ভোজন করিয়া নিদ্রায় অবশিষ্ট নিশা যাপন করিলেন। ৫ই বুধবার পূর্ব্বাহ্ণে ভাই গিরিশ-চন্দ্র সেন অমরাগড়ীর মণ্ডলীর কতিপয় ব্রাহ্ম ও যাত্রিক দলের সঙ্গে মিলিত হইয়া উপাসনার কার্য্য করেন। অমরাগড়ীর মণ্ডলীর অন্তর্গত প্রায় ত্রিশ জন ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা। তন্মধ্যে আঠার জন যুবা পুরুষ। সেই দিন সন্ধ্যার পর আমতার পথে কলিকাতা ও অন্য

অন্য স্থান হইতে একদল যাত্রিক আসিয়া উপস্থিত হন। তাহারা গ্রামের প্রান্তভাগ হইতে খোল করতাল বাজাইয়া সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে ফকির দাসের ভবনে আগমন করেন। ৬ই প্রাতঃকালে আর এক দল যাত্রিক থালনার পথে অমরাগড়ীতে উপস্থিত হন।

৬ই বৃহস্পতিবার মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন। সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে ৮টার পর ভ্রাতা ফকির দাসের পৈতৃক ভবনের বহির্বাটীতে সকলে সঙ্কীর্ত্তন করিতে উপস্থিত হন। উপাধ্যায় একটী হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিলে পর কীর্ত্তনের দল প্রমত্ত ভাবে গভীর নাদে কীর্ত্তন করত নবমন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বহু ভদ্র-লোক—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কীর্ত্তনের দলের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরাভিমুখে গমন করেন। কিয়দ্দূর অন্তর অগ্রভাগে ৪০। ৫০ জন দেশীয় বাদ্যকর পাঁচটি ঢাক ১৫। ১৬ টি ঢোল এবং কতকগুলি কাড়া, সানাই, কাঁশি বাজাইতে বাজাইতে গমন করে। ব্রহ্মমন্দিরের তোরণের সম্মুখে উচ্চ মঞ্চের উপর সুমধুর রোসনচৌকি ও নহবত বাজিতেছিল। ক্রমে কীর্ত্তনের দল মন্দিরের দ্বার দেশে উপস্থিত হন। মন্দিরের ভিতর বাহির নানা আকারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নূতন পতাকামালায় ও হরিৎপল্লবে সুন্দর শ্রীধারণ করিয়াছিল, অভ্যন্তরের প্রাচীর এবং বেদী নব পত্র ও পুষ্পমালায় সুরুচির সহিত সাজান হইয়াছিল। মন্দির ও তাহার চূড়া ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আকারে গঠিত, বেদী ও ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর সাদৃশ্যে নির্ম্মিত। মন্দিরের দ্বারের উপরিভাগে "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্," "মা" বৃহদক্ষরে এই কয়েকটী কথা অঙ্কিত। দ্বারে উপস্থিত হওয়ার পর সঙ্গীতান্তে উপাধ্যায় জানুপরি বসিয়া প্রার্থনা করেন। পরে মন্দির নিশ্মাতা

মিস্ত্রী বাবুরাম দ্বারের কুঞ্চিকা ভ্রাতা ফকির দাস রায়ের হস্তে অর্পণ করে। যখন ফকির দাস দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন, তখন সকলে, ''ব্রহ্ম-কৃপাহি কেবলম্'' সমস্বরে উচ্চারণ করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হন। প্রথমতঃ পার্চমেণ্ট লিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র সংস্কৃত ভাষায় শ্রদ্ধেয় ভাই গৌরগোবিন্দ রায়,তৎপর ইংরাজী ভাষায় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, তদনন্তর বাঙ্গালা ভাষায় ভাই ফকির দাস রায়, অবশেষে পারস্য ভাষায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পাঠ করেন। পাঠ সমাপ্ত হইলে পর, একটি বৃহদাকার চিনে বোতলের ভিতরে তাহা স্থাপন করা হয়, তৎসঙ্গে এক খানা সাময়িক সংবাদপত্র ও টাকা, আধুলি, সিকি, দোয়ানি এবং পয়সা স্থাপন করিয়া মুখ আঁটিয়া ভাই ফকির দাস বেদীর ভিতরে প্রোথিত করেন। পরে উপাসনা আরম্ভ হয়। উপাধ্যায় উপাসনা করেন, সঙ্গীত উপাসনা উপদেশাদি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়। বেলা প্রায় দুইটার সময় উপাসনা সমাপ্ত হইয়াছিল। অপরাহ্ণ ৪টা হইতে ৬টা পর্যন্ত গভীর আলো-চনা হয়। তখন নিকটবর্ত্তী ভদ্র গ্রাম সকল হইতে বহু প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। অনেকে যোগ বৈরাগ্যাদি নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন। উপাধ্যায় দর্শন বিজ্ঞান ও বিবিধ শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণযোগে বিশদ রূপে প্রশ্নের মীমাংসা করেন। সন্ধ্যা-কালে প্রেমমত্ত সঙ্কীর্ত্তন ও নৃত্য হয়। মন্দিরের অভ্যন্তর উপাসক ও দর্শকে পূর্ণ হইয়াছিল, স্থানাভাবে বহুলোক দ্বারের বাহিরে দণ্ডায়-মান থাকিতে বাধ্য হন। উপরের গ্যালেরি মহিলাদিগের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। অনেকগুলি মোসলমানও উপস্থিত হইয়াছিলেন। উপাধ্যায় রাত্রিতেও উপাসনা করেন, অনেকে এরূপ আগ্রহ প্রকাশ করাতে সঙ্কীর্ত্তনান্তে তিনিই বেদীর কার্য্য করেন। রাত্রি

প্রায় ১ টার সময় উপাসনা সমাপ্ত হয়। অমরাগড়ীস্থ একজন সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ হিন্দু মন্দিরে সর্ব্বদা রাখিয়া ব্যবহার করিবার জন্য আপনার ২০০ শত টাকা মূল্যের একটী আট বাতির সুন্দর ঝাড় প্রদান করিয়াছেন, এবং তিনি যাত্রিকদিগের জন্য শয্যা উপাধান ও অন্য অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদান করিয়া সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। অনেক হিন্দু ভদ্র লোক ফকির দাসের ভবনে আসিয়া যাত্রিদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাপ করিয়া আপ্যায়িত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কলিকাতার কার্য্য বাহুল্য ছিল বলিয়া প্রচারক উপাধ্যায় এবং শ্রদ্ধেয় ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু ভোজনান্তে সেই রাত্রিতেই কলিকাতায় যাত্রা করেন। তাঁহাদের বিশেষ কষ্ট না হয় এজন্য তাঁহাদিগকে ও পরে অপর কাহাকে কাহাকে অমরাগড়ীর মণ্ডলী পাল্কি যোগে ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু অন্ধকার পথে পাল্কি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যান, পরে উপাধ্যায়ের সঙ্গে এক পাল্কিতে চড়িয়া ঘাটে উপস্থিত হন। তথাকার ভ্রাতাদিগের উৎসাহ বিনয় ভক্তি সেবা সৌজন্যে যাত্রিকগণ বিশেষ প্রীত হইয়াছেন। ফকিরের কুটীরে সপ্তাহ কাল ব্যাপিয়া প্রতিদিন দুই বেলা শতাবধি লোক নানা উপকরণযুক্ত অন্ন ও লুচি মিষ্টান্নাদি সুস্বাদু দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এ সকল বিচিত্র ব্যাপার। ফকির দাসের দুইজন সহকারী যুবা শ্রীমান আশুতোষ রায় ও শ্রীমান অখিলচন্দ্র রায় বিষয় কর্ম্মে যোগ না দিয়া সেবাব্রত জীবনের ব্রত করিয়া লইয়াছেন।

৭ই শুক্রবার আজ গ্রামের পথে সঙ্কীর্ত্তনের দিন। পূর্ব্বাহ্ণে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মন্দিরে উপাসনা করেন। মোসলমান সাধক দিগের নামসাধনপ্রণালী ও উচ্চ সাধক সুফিদিগের নাম কীর্ত্তনতত্ত্ব

উপদেশ বিবৃত হয়। ভাই ফকিরদাস একটি প্রার্থনা করেন অপরাহ্নে ৪টার সময় মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপাসক দল সমবেত হইয়া সন্নিহিত গণ্ডগ্রাম ঝিখিরার পথে মৃদঙ্গ করতাল, ভেপু সঙ্গে সংকীর্ত্তন করিবার জন্য বাহির হন। ঝিখিরা গ্রামের প্রান্তভাগ হইতে প্রার্থনার পর "গাওহে, ভক্ত সিংহ সবে, সিংহরবে ব্রহ্মনাম গান" এই গানটি কীর্ত্তন করত গ্রামের ভিতরের দিকে গায়কগণ অগ্রসর হন। দলের নেতা ভ্রাতা ফকির দাস ছিলেন। দলের অগ্রে অগ্রে রোসন চৌকি বাদ্য হইতেছিল, ১৫। ২০টী পতাকা অগ্র পশ্চাতে বাহিত হইয়াছিল। কোন পতাকার মধ্য ভাগে নববিধান, তাহার চারি কোণে বেদ পুরাণ বাইবেল কোরাণ এই কথা সুস্পষ্ট বৃহৎ অক্ষরে অঙ্কিত। কোনটির মধ্যস্থলে নববিধান, এবং তাহার চতুর্দ্দিকে প্রেম পুণ্য যোগ ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞান ইত্যাদি কথা সুন্দর বর্ণাবলীতে লিখিত। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন পতাকায় ভিন্ন ভিন্ন সত্য অঙ্কিত ছিল। গায়কদল কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। কিন্তু তাহাতে কীর্ত্তনের বিরাম হইল না। সকলে বৃষ্টিতে ভিজিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ধনী বাবু জীবনকৃষ্ণ রায়ের বহির্বাটীর আটচালার ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনেকক্ষণ প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করেন। পরে বৃষ্টির বিরাম হইলে কীর্ত্তনের দল পুনর্ব্বার পথে বাহির হন, এবং গভীর নাদে মত্তভাব সহিত কীর্ত্তন করিতে করিতে গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে গমন করেন। স্থানে স্থানে নরনারী একত্র হইয়া অনুরাগের সহিত কীর্ত্তন শ্রবণ ও সেই মনোহর দৃশ্য দর্শন করিতে থাকেন। বাজারের নিকটে যে স্থানে এক সময় ফকিরদাস কীর্ত্তন করিতে যাইয়া সদলে বিশেষরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন সেই স্থানে উপস্থিত

হইলে, লোকে পরস্পর অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ফকিরকে প্রদর্শন পূর্ব্বক বলাবলি করিতে লাগিল, এ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হইয়াছে, ইহার উপর উৎপাত করিলে কাহারও ভাল হইবে না। অবশেষে কীর্ত্তনের দল রাত্রি প্রায় আটটার সময় রাউতড়া গ্রামে শ্রীমান্ কেদারনাথ রায়ের বাড়ীতে আসিয়া অনেক ক্ষণ প্রমত্ত ভাবে নৃত্য ও কীর্ত্তন করেন, সেখানে কীর্ত্তন সমাপ্ত হয়। 'গাওহে ভক্ত সংহসবে'' এই একটী সঙ্কীর্ত্তনই কয়েক ঘণ্টা ব্যাপিয়া হয়। ভাই ফকিরদাস ভাবে মত্তহইয়া শত শত নূতন ভাবের কথা যোজনা পূর্ব্বক সঙ্কীর্ত্তনটিকে অতিশয় মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। পিচ্ছিল পথে অন্ধকারে অমরাগড়া দিয়া আসিতে অনেক বন্ধু পড়িয়া যান। রাত্রি প্রায় ১ টার সময় কষ্টে স্পষ্টে অমরাগড়াতে পঁহুছা যায়। সেখানে পঁহুছিয়া আমোদ উল্লাসের সঙ্গীত নৃত্য ও খাচুড়ী ভোজন হয়।

৮ই শনিবার আজ নারীসমাজের উৎসব। মন্দিরে ৪০।৫ জন মহিলা উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভাই শিবিরচন্দ্র সেন উপাসনার কার্য্য করেন। মহাসতী বিশ্বজননীকে আশ্রয় করিয়া প্রকৃতসতী হইতে হইবে, এ বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। তিনটী মহিলা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, প্রার্থনা গুলি সরল ও স্বাভাবিক হইয়াছিল। যবনিকার বাহিরে বসিয়া কোন কোন ব্রাহ্ম যুবক সঙ্গীত করেন, মেয়েরাও কয়েক জনে মিলিয়া ছুইটি গান করিয়াছিলেন। ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামে প্রায় পঞ্চাশ জন নারীর উৎসবে যোগ দান অত্যন্ত সুখের বিষয়। প্রতি বুধবার ফকিরের আশ্রমে নারী সমাজ হইয়া থাকে। সেই দিন মধ্যাহ্নে ভাই ফকিরের আশ্রমে যাত্রিক বর্গকে লইয়া ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র উপাসনা করিয়াছিলেন।

অমরাগড়ীস্থ হিন্দুসমাজের সম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ ধনী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা যাত্রিকদিগকে স্বীয় গৃহে রাত্রিতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। সকলে ফকিরদাসের আবাস হইতে সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। উক্ত গৃহস্বামীর বহির্বাটীস্থ আটচালায় অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া প্রমত্ত কীর্ত্তন ও নৃত্য হয়। কীর্ত্তনান্তে বিবিধ উপাদেয় উপকরণ সহ পর্য্যাপ্ত লুচির আহার হইয়াছিল। বৃদ্ধ গৃহস্বামীর শ্রদ্ধা ভক্তি বিনয় দেখিয়া সকলে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন। আনুষঙ্গিক আর একটি বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এক জন বৃদ্ধ বৈষ্ণব কীর্ত্তনে যোগ দান করিয়া ভাবে মত্ত হইয়া আশ্চর্য্যরূপে নৃত্য ও কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, ইনি সামান্য বৈষ্ণব নহেন। ইঁহার নাম শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায়, ঝিখিরা গ্রাম জন্ম স্থান। ইঁহার বিপুল বিভব সম্পত্তি ছিল, পুত্র কন্যা স্ত্রী বিদ্যমান। সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া ইনি ঝুলি কৌপিন ধারণ পূর্ব্বক বৈরাগী হইয়াছেন। ইঁহার এক্ষণ ৮৫ বৎসর বয়স, একটিও দন্ত নাই, জীর্ণ শীর্ণ দেহ, প্রকৃতিতে যেন যুবক, প্রেমেতে মত্ত, উৎসাহে যেন জ্বলন্ত অনল। বিনয় ভক্তি বৈরাগ্যাদি বিষয়ে পৌরাণিক ও আধুনিক অতি সুন্দর সুন্দর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যানিকা দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিয়া গভীর কথা সকল বলেন। ইঁহার কথায় বেশ মিষ্টতা ও রসিকতা আছে। কখন কখন ইনি আশ্চর্য্য তেজঃ প্রকাশ করেন, আবার কখন কখন ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন। একটি ভক্তের কথা বলিতে বলিতে কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করেন, তখনই তাঁহার ভাবে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, এবং অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। যাত্রিকগণ ইঁহার কথা শুনিয়া ও ভাব দেখিয়া

আপনাদিগকে চরিতার্থ মনে করেন। স্বর্গগত রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাবের সঙ্গে ইঁহার ভাবের অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। ইঁহাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ পরমহংসকে আমাদের স্মরণ হইতে লাগিল। ইনি সচরাচর শ্রীক্ষেত্রে বাসকরেন। শরীর অসুস্থ হইয়াছিল বলিয়া সম্প্রতি দেশে আসিয়াছেন। ইনি গৃহহীন আশ্রয়হীন দীন হইয়া সামান্য বৈষ্ণবের ন্যায় ইঁহার বাড়ী উঁহার বাড়ী স্থিতি করেন। সকলেই ইঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা আদর করিয়া থাকে। ইনি গৃহস্বামী ঈশ্বর বাবুর শ্বশুর।

৯ই রবিবার বহু যাত্রিক চলিয়া যান। সে দিন পূর্ব্বাহ্নে ভাই ফকিরদাসের আশ্রমে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন অবশিষ্ট যাত্রিক ও স্থানীয় ব্রাহ্মদিগকে লইয়া উপাসনা করেন। সন্ধ্যার পর মন্দিরে সামাজিক উপাসনা হয়। উপাসনার কার্য্য ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছিল। ব্রহ্মমন্দির ভগবানের খাসদরবার, মহাপুরুষ এব্রাহিম মোহম্মদ প্রভৃতি মন্দিরের প্রতি কিরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ইত্যাদি উপদেশে বিবৃত হয়।

১০ই সোমবার যাত্রিক আশ্রমেই উপাসনা হয়। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন উপাসনা কার্য্য করেন। এই কয় দিন উপাসনা অত্যন্ত জলন্ত ও জমাট হইয়াছিল। ৩৪ ঘণ্টা ব্যাপিনী উপাসনার পর বেলা প্রায় ২টার সময় ভোজন হইত। যেমন ভজন তেমন ভোজন। ভগবানের বিচিত্র লীলা, ফকিরের ঘরে রাজভোগ মেয়েরা শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নানাপ্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়াছেন। কোন কোন ভক্ত মণ্ডা খাব, পায়স খাব, বলিয়া বালকের মত আবদার করিয়াছেন। উৎসবের দিন বহু সংখ্যক হিন্দু

ভদ্রলোক ভাই ফকিরদাসের গৃহে ভোজন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার আর কি। প্রায় আড়াই শতটাকা যাত্রিকদিগের পাথেয় ও ভোজইত্যাদিতে এবং উৎসবের জন্য অন্য ব্যাপারে ব্যয় হইয়াছিল, ইহার অধিকাংশই দানে পা[illegible] গিয়াছে। সোমবার দিন সন্ধ্যার পর আলোচনা হয়। [illegible]ার তত্ত্ব এবং এস্‌লাম ধর্ম্মের সঙ্গে নববিধানের সামঞ্জস্য [illegible]বষয়ে কথোপকথন হইয়াছিল। মঙ্গলবার ২।১ জন ব্যতীত প্রায় সমুদায় যাত্রিক চলিয়া যান। বৃষ্টির জন্য প্রচার যাত্রা হইতে পারে নাই। ১৩ই ফাল্গুন উৎসবের কার্য্য স[illegible] হয়। অসত্যের পরাজয়, সত্যের জয়, নববি[illegible]নের জয় হইল। অমরাগড়ীর বন্ধুদিগের বহুকাল হইতে একান্ত আ[illegible] ছিল যে সমুদায় প্রেরিতকে মন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অমরাগড়ীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইবেন, কিন্তু তাঁহারা বহু যত্ন চেষ্টা করিয়াও এবিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। অমরাগড়ীর ৬।৭ মাইল দূরে মহাত্মা রাজা রামমোহনরায়ের জন্মস্থান, এবং এ প্রদেশ ইতিহাস প্রসিদ্ধ বহু খ্যাতনামা লোকের জন্মভূমি।

ইউনিটি মিনিষ্টার হইতে উদ্ধৃত।

A CHAPTER FROM THE NEW *PURANA.*

We are told that whosoever readeth with care records of God's dealings with man, or heareth them with faith, is saved. Our God is an ever-present and living God. In all the concerns of man's life, and specially in the history of our

Church, are His direct dealings most clearly visible. We have now branch Churches in various parts of the country, the history of each of which is an infallible revelation unto us. It is specially profitable for us, in these days of scepticism and worldliness, to study them with the eye of faith. They destroy despondency, strengthen faith and invigorate hope and send forth purity, strength and joy in the heart of man. The history of our Amaragori Church is a monument of God's saving grace among us. It is a standing and strong protest against scepticism, despondency and worldliness—the messengers of death which beguile many a man and woman at the present time by whispering into their ears that God, inspiration, asceticism and religion have deserted us, and that what is left to us is darkness, weakness, human prudence and death. It is with the object of shaming the devil as it is called, that we reproduce to-day a chapter from real life under the influence of the New Dispensation. Who knows in how many ways the word of God may multiply? A word spoken in one place is, in the mysterious economy of God, fruitful of good results in places which were beyond the ken of the speaker. When Keshub Chunder Sen preached the new faith from the pulpit of Bharatvarshiya Brahma Mandir about 16 years back, and the Kuch Behar Marriage agitation was in its height, when many a Brahmo, in fury and rage

inconsiderately protested against an imaginary evil or rather rebelled against our Minister's inspiration, the spirit of God silently worked into the heart of a young man who was then a student of the Metropolitan College. In those days the spirit worked marvel among young men of Colleges and Schools. In juvenile societies faith begat faith and spirit enkindled spirit with wonderful rapidity. The spectacle of a young man, gathering around him his associates in the name of God in villages and hamlets, was not scarce. The young man we have above alluded to, is Bhai Phakirdas of Amaragori who is of a wealthy parentage. As often as he returned home from Calcutta, he took with him new faith and new spirit which he infused into the minds of the village boys, many of whom were not in possession of good education or culture. Within a few days a *Nucleus* of a young band of Brahmos was formed, some of whom were very young. Amaragori is a place in which the *Vaishnava* element is strong and these young men soon displayed a taste for *Sankirtan.* The young boys naturally by themselves began to play on *kholes* and cymbals and sing *Saukirtans* with such enthusiasm that they were looked upon by some as marvels. The Amaragori Brahmo Somaj was at this time formally organised. The thatched *Katchari* house belonging to Bhai Phakirdas's father was the place where these young men met together.

They sang hymns and held their prayers and divine services and religious conversations there. Here some of them passed their days and nights Bhai Amrita Lal, in two of his missionary expeditions, not only did much good to our brethern but bore witness to the great earnestness and enthusiasm of our fellow-brethern of Amaragori with great delight. The description which we heard of our brothers's work was elevating indeed We are told that the world is at enmity with God. Wherever truth was brought in contact with error, the adherents of the latter were sure to persecute, maltreat and even crucify the followers of the former, who having passed through the fiery ordeal came out purer as gold, made pure by the furnace. Be it in the history of Christianity, Shikhism, Buddhism or any other religion, the great principle we are speaking of has been amply illustrated. Our brethern of Amaragori were privileged, in a small measure though it be, to enjoy the honour of being persecuted for the sake of God. The rage of the villagers, the wealthy and the influential to crush the youthful band was stirred up. They peremptorily prohibited them to pray and sing hymns, and demanded of them the abandonment of the new faith and the humiliation of worshipping and serving idols of wood and clay ; but finding that their threats and mandates were unheeded, aud cosidering that the urchins would be easily checked if they had re-

course to a stronger measure, they let loose all their wrath and fury. We, in the metropolis, have little conception as to what extent lawlessness and oppression may be perpetrated by the rich and the influential in the Moffussil where police is almost absent. A year before the lea[illegible] of the youthful band left his ancestral house [illegible]ich was as a palace in the village, and h[illegible] [illegible]n his poor wife and children sheltered in a hut. We were told that even councils were held to lay hands on his life and retainers were sent to besiege and *loot* his hou[illegible], but [illegible] to certain providential interference the object of the persecutors was frustrated. Fire was once set to the hut in which he with his helpless family and children lived, but the Lord, who, in all ages, is well-known to be the deliverer of them who trust in Him, protected his devotee in a wonderful way. All his useful utensils wereonce stolen away and owr brother had to use earthen pots in their place for many a days. Not to speak of the extreme helplessness and starvation through which he and his family had to pass, the affairs came to such a pass, that it was not safe for his life to walk out openly, as already one young man had been caught hold of and laid on the ground, his tongue had been drawn out and he had been subjected to worst maltreatment. The barbarous attack on the helpless youth whose only fault was that he had forsaken the idols and worshipped the one True God, was such as we

seldom hear of in these days. The only weapon of offence and defence which our brethren used was forbearence, forgiveness, prayer and resignation. We doubt not that the Son of God was with them to show them the way. Their faith nevertheless grew stronger and the Lord gave them more in the shape of consolation, strength and peace than they lost outwardly. They were not idle ; they set to do the Lord's work. They opened boys' and girls' schools which were also burnt by the antagonists. They then resolved to construct a *Pucca* house of God and *Pucca* building for the boys' school. Bhai Pnakii Das has about him about a dozen of coadjutors of whom three have no worldly occupation. These young men have been wandering from village to village and house to house singing the name of God and collecting alms. During the last , years they have travelled the greater portion of Bengal and gathered together the poor widow's mite and bounties from Rajas and rich men. Abour Rs. 6,000 they have collected, from which a *Pucca* building for the school and the Brahma Mandir, which we consecrated the other day, have been raised. What touched us most was the fact of the triumph of the New Dispensation in the place The cloud which for some mysterious purpose of God, overhang the horizon for a while, has now been dispelled and through the magical wand of our God, the scene we saw before us has been

entirely transformed. Enmity to our brethren has given place to love and good-will. When we were there lately the great antagonists and the leading persecutors, of our brethren came to bear witness to the honesty and faith of Bhai Phakirdas and his coadjutors. They were present in the Brahma Mandir to hear our conversations and were influenced by the Divine services and the discourses that took place there. The *Nagarkirtan* procession which proceeded to the adjacent village of Jhinkra, where a similar procession had been savagely repelled, persecuted and maltreated some time back, was respectfully received and hymns that were chanted most enthusiastically, made a deep impression on men's minds. There was the perfect triumph of the New Dispensation in Amaragari and the adjacent villages over those who were once its bitterest enemies. We were greatly surprised to witness the power of faith and the wonderful dealings of God wtth His helpless children whose only armour was trust in Him As the *Sankirtan* was chanted in one of those days, it seemed to us a veritable song of victory unto the Lord of hosts, We were strongly reminded of the hallelujahs of the Israelites who made a joyful noise unto the Lord as they sang songs of victory after they had miraculously passed dry-shod the gaping waters of the Red Sea. The Lord surely made his poor helpless children miraculously pass througha great danger and

অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করেন। দীনবৎসল শ্রীহরি কৃপা করিয়া সেই যুবক বন্ধুদ্বয়ে অন্তরে ভক্তি সুধা দান করিয়া কৃতার্থ করুন। উক্ত বিবাহ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মিরারে এইরূপে লিখিত হইয়াছে ঃ —

We have much pleasure in chronicling the celebration of the marriage of Sreemati Hemprova, eldest daughter of our apostolic brother Bhai Fhakir Das Ray, with Sreeman, Sarat Kumar Das youngest son of Brother Hara kally Das of Bantra in Howrah. The bride is aged 16 years and the bridegroom, who is studying in the Medical college, 23 years Bhais Amrita Lal, Gour Gobind and Kanty Chandra, with some of our follow-believers accompanied the bridegroom to the bride's house at Amarapori where the ceremony was performed according to the New Samhita, Bhai Gour Govind officiating on the occasion A detailed account of the marriage has been sent to us by a friend which we publish elsewhere

There is one interesting feature connected with the marriage which no body can overlook

We already, on another occasion, noticed in these columns the several trial and cruel persecution of a state of almost absolute isolation through which the small body of our fellow-believers had to pass, and it seems the God of tender mercy who more than compensates the losses which his devotees suffer for his name's sake, has at last done a wonder, Not only people of the village

but also many of the adjoining one's including the people who were the greatest antagoniots of our brethren, congregated there on the occasion and witnessed the ceremony with delig[illegible] and partook of the enjoyments connected [illegible]. The most intereting event was the gat[illegible]g of the ladies of different ages numbering about 200 who came from different directions to witness the marriage. Most of these females belonged to orthodox Hindu families of respectablity. The eagerness and delight shown by them was remarkable. This incident created a great sensation in the sub-divison of Ulubaria and made a great impression on men's minds. It is a sure sign of the triumph of faith. May God bless the newly married couple.

১৬০। শারদীয় উৎসব।

৬ই কার্ত্তিক রবিবার শারদীয় উৎসব হয়। "ছিন্ন ছাগ[illegible] দেবীর সেবার উপযুক্ত" এই বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হয়। সা[illegible] কালে স্নান, সমাজে[illegible] নানাবিধ [illegible] এবং মন্দিরের উপাসক মণ্ডলীর নিমন্ত্রণাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই শারদীয় উৎসবে শ্রীমৎ আ[illegible] এবং অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। শ্রীমন্দিরে এই প্রথম শারদীয় উৎসব। উৎসবের কোন দিবস (৮ই কার্ত্তিক) শ্রীমান নটবর দাসের গৃহপ্রবেশানুষ্ঠান যথাবিধি সম্পন্ন হয়।

১৬[illegible]। [illegible] দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব [illegible]।

১।[illegible] জুন সোমবার (সায়ং) উদ্বোধন। ২রা (সায়ং) সঙ্গত

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

উপাচার্য্যের অসুস্থতা :—যদিও ভক্তিভাজন উপাচার্য্য মহাশয় বিধাতার কৃপালব্ধ ঔষধ দ্বারা বহু বৎসর স্থায়ী অম্লশূল পীড়ার নিদারুণ বেদনা হইতে মুক্ত হইলেন কিন্তু তাঁহার কার্য্য ক্ষেত্রের অবস্থা চরিত্র নানা প্রকার কাঠিন্য হেতু কোন না কোন আকারে পীড়ার পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাঁহার শরীর ভিতরে জর্জ্জর হইতে লাগিল। তাহার উপর নানা প্রকার গুরুতর প্রবর্ত্তন [illegible] এবং তাহার দীর্ঘকাল ব্যাপী প্রমত্ত সংকীর্ত্তন। এই সমুদায় কারণ মিলিত হইয়া তাঁহার শরীরকে ভাঙ্গিয়া দিল, এবং জর্জ্জরতাই পরিশেষে কঠিন পীড়ার আকার ধারণ করিল। শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠাকালে উপর্য্যুপরি তিন দিবস অপূর্ব্ব মত্ততা সহ সংকীর্ত্তনের গুরু ভার জর্জ্জর শরীরবহনে অক্ষম হওয়াতে প্রতিষ্ঠা-দিবসের তৃতীয় দিবস রাত্রে সেই কঠিন পীড়ার প্রথম আক্রমণ বিশেষ ভাবে প্রকাশ পায়। গভীর রজনীতে পুনঃ পুনঃ কাশিতে কাশিতে সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল, বহু যত্নেও কাশি থামিল না—শ্বাস প্রশ্বাস অতি কষ্টে বহিতে লাগিল—হৃৎকম্পন উপস্থিত হইল, ঘর্ম্ম নিঃসৃত হইয়া আপাদমস্তক ডুবিয়া গেল, অতি অল্প কাল মধ্যে ক্রমশঃ নাড়ী ক্ষীণ হইল—পরে তিনি একেবারে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। সহসা ঈদৃশ অবস্থা দর্শনে পত্নী ও সন্তানগণের মনোভাব কি প্রকার হইতে পারে সহৃদয় পাঠক অনুভব করিবেন উৎসবে সমাগত বন্ধুগণ সকলে উদ্বিগ্ন হইলেন—কন্যারা একটা [illegible] চীৎকার [illegible] এবং অন্য [illegible] বহু [illegible] তিনি [illegible]

আক্রমণ জন্য দুর্ব্বল শরীরে, বিশেষ বল সঞ্চার না হইতে হইতেই অন্য একটী গুরুভার তাঁহার উপর পতিত হয়। বহুকাল হইতে তিনি বাবু ঈশ্বরচন্দ্র হাজরা মহাশয়কে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনার্থে পরামর্শ এবং উত্তেজনা দানে যে চেষ্টা পাইতে ছিলেন, এক্ষনে ভগবৎ কৃপায় সে চেষ্টা ফলবতী হওয়াতে হাজরা মহাশয় উক্তচিকিৎসালয় প্রস্তুত এবং অন্যান্য বন্দোবস্তের সমস্ত ভার তাঁহার প্রতি অর্পণ করেন। তিনিও আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেন। অসময়ে ইষ্টক প্রস্তুত করাইতে বড়ই বেগ পাইতে হইয়াছিল। এই রূপে মহাব্যস্ততার সহিত কার্য্য চলিতেছে এমত অবস্থায় তাঁহার সহসা রক্তভেদ হইতে আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিবস রবিবার তিনি স্বীয় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া অন্যের প্রতি শ্রীমন্দিরের উপাসনার ভারার্পণ করেন। মন্দির হইতে প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া সেই দিবস হইতে তিনি শয্যাশায়ী হয়েন। ক্রমাগত পাঁচদিবস রক্তভেদ হওয়াতে শেষে তিনি এমনি দুর্ব্বল হইয়া পড়েন যে অন্যে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেও প্রায় মূর্চ্ছা হইত। তৎকালে তাঁহার জীবনরক্ষারপ্রতি অনেকেরই গভীর সংশয় হইয়াছিল। সে সময় বন্ধুগণের মধ্যে প্রায় কেহই বাটীতে ছিলেন না। সুতরাং সকল ভার তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিনী এবং অল্পবয়স্কা মধ্যমা কন্যার প্রতি। সেই বালিকার সেবা পরায়ণতা দেখিলে দয়াময়ী মাকেই শত শত ধন্যবাদ দিতে হয়। সেই জন্য বলি, দয়াময়, তোমার পদাশ্রিত পরিবার মধ্যে তুমি কতসাজে সজ্জিত হইয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাক! উপাচার্য্যের পীড়ার সংবাদ পাইয়া নানা দিক্ হইতে ভ্রাতৃগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ববৎ ঔষধাদির মূল্য গ্রহণ না করিয়া অত্রত্য

ডাক্তার বাবু তারিণীচরণ রায় আন্তরিক সহকারে তাঁহার চিকিৎসা করেন। দেশস্থ ভদ্র, গরীব সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন মাসাধিক কালের মধ্যে মায়ের কৃপায় কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্রের তত্ত্বাবধানে তিনি সপরিবারে কলিকাতা শিবপুরে গমন করেন। তথায় তাঁহার প্রিয় বন্ধু ডাক্তার বাবু বিহারীলাল ঘোষের চিকিৎসাধীনে প্রায় আড়াই মাস অবস্থিত করেন। তাঁহার যে কনিষ্ঠ দুগ্ধপোষ্য পুত্রটী সঙ্গে ছিল এই দীর্ঘকাল মধ্যে তাহার কি ভয়ানক পীড়াই হইয়াছিল। যাহাহউক মায়ের কৃপায় এবং বিহারী বাবুর বিশেষ যত্নে শিশুও আরোগ্য লাভ করিল। উপাচার্য্য মহাশয়ের এই সাঙ্ঘাতিক পীড়া কালে শ্রদ্ধাস্পদ বিহারী বাবু যথার্থই অতি প্রিয় বন্ধুর কার্য্য করিয়া স্বকীয় মণ্ডলীকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শিবপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুমার সেন রায় বাহাদুর তাঁহার একটী সুন্দর বাসোপযোগী গৃহ এই দীর্ঘকাল ব্যবহারার্থে প্রদান করিয়া বিশেষ দয়া প্রকাশ করেন। বাবু কুঞ্জবিহারী রায় প্রভৃতি কতিপয় দয়ালু বন্ধু এই বিপন্ন পরিবারের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ মমতা দানে সদাই প্রমুক্ত হস্ত ছিলেন। পরিশেষে কোচবিহারাধিপতি মহারাজ ভূপ বাহাদুর এবং শ্রীযুক্তা মহারাণী মহোদয়া এমত অবস্থায় দরিদ্র ভগবৎ ভৃত্যের প্রতি বিশেষ দয়া প্রকাশ করায় তাঁহার দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী এবং অত্রত্য দীন উপাসকমণ্ডলীকে চির ঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন। অনন্তর পূর্ব্ববৎ বিহারী বাবুরই চিকিৎসাধীনে থাকিয়া উপাচার্য্য নববিধান সমাজের অন্তর্গত কলিকাতাস্থ মিশন আফিসে প্রায় দুই মাস অবস্থিতি করেন। মাননীয় বন্ধুবর ডাক্তার দুর্গাচরণ গুপ্ত এবং মতিলাল মুখোপাধ্যায় বিশেষ স্নেহ বশতঃ উপাচার্য্যকে দেখিবার

জন্য শিবপুর পর্য্যন্ত গমন করেন এবং মিঃ ম্যাকোনেল সাহেব দ্বারা পরীক্ষা করাইয়া সুব্যবস্থার জন্য চেষ্টা করেন। কলিকাতা ও শিবপুর অবস্থান কালে শ্রদ্ধাস্পদ এবং মাননীয় বন্ধুবর্গের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে এই রোগশয্যায় দর্শন দিয়া সুখী করিতেন।

উপাচার্য্য মহাশয়ের এই প্রাণসংশয় পীড়াতে অবস্থায় ইঁহার প্রিয় বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে যে প্রবল ভাবের সঞ্চার হয় তাহার কিঞ্চিদাভাস পাঠকবর্গের গোচরার্থে বন্ধুবিশেষের পত্রের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল। "* * * মার প্রসাদে আপনি নিরাপদ হওয়ে আমরা নূতন প্রাণলাভ করব, এরূপ আমার মৃত প্রাণ আছে। আপনার সহিত শারীরিক একটী সম্বন্ধই সকলের জ্ঞাত আছে কিন্তু আমরা তাহা মনে করিতে পারি না। অবশ্য অনেক সম্বন্ধ আছে যে জন্য আমরা চির ঋণী। ইহা ব্যতীত আধ্যাত্মিক যে সম্বন্ধ তাহাও অতিশয় গুরুতর। তাই আশঙ্কাপন্ন দেখে হৃদয় ভাবী অকল্যাণ গণনা করিয়া অধীর হয় এবং মনে সততই এই কথা উঠে যে কে আর জীবন পথে তেমন সহায় হইবে?

সম্পূর্ণ।

মহামহিমান্বিতা—

শ্রীমতী মা মহারাণী সুনীতি দেবী সি. আই.

মহোদয়া শ্রীকরকমলেষু—

দেবী,

পবিত্র ময়নাগুড়ী ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত কেশবসুতা মহোদয়ার সকাশে আপনার শ্রীকরে অর্পন করিতেছি কৃপা করিয়া গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

আপনাদিগের
শ্রীআশুতোষ রায়
শ্রী অনিলচন্দ্র রায়

সন ১৩০০।২৬ নভেম্বর।
ময়নাগুড়ী।

অমরাগড়ী ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত।

প্রথম খণ্ড।

কলিকাতা,

১৭ নং মদন মিত্রের লেন, "বেঙ্গল প্রেসে"

শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

১৩০৭ সাল।

 মূল্য ।৹ আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশতঃ ছাপাখানার পরি-
বর্ত্তন জন্য ৬০ ষাট পৃষ্ঠা হইতে ৭২ বাহাত্তর পৃষ্ঠা
পর্য্যন্ত দুইবার ছাপা হইয়াছে। পাঠক পাঠিকা-
গণ কৃপা করিয়া পত্রাঙ্কের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া
মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিবেন।